রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ
(একটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সরকারি কোম্পানি)
বাড়ি নং-১৯, রোড নং-১/বি, সেক্টর-০৯
উত্তরা মডেল টাউন, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
www.rpcl.gov.bd

দৈনিক
পাঞ্জেরী
অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ The Daily Panjeree

BPDB-RPCL Powergen Ltd
বিপিডিবি-আরপিসিএল পাওয়ারজেন লিঃ
(একটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান)
(বিপিডিবি এবং আরপিসিএলের একটি জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি)
ঢাকা স্কয়ার (৪র্থ তলা), বাড়ি নং # ০১, রোড নং # ১৩,
সেক্টর # ০১, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
www.brpowergen.org.bd

www.dailypanjeree.com | রেজিঃ ডিএ ১৮৭৮ ■ বর্ষ ৮ ■ সংখ্যা ১৮২ ■ ঢাকা সোমবার ■ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ■ ১৫ আশ্বিন ১৪২৬ বাংলা ■ ৩০ মহররম ১৪৪১ হিজরি ■ পৃষ্ঠা ৮ ■ মূল্য ৪ টাকা | The Daily Panjeree

ক্যাসিনোবিরোধী অভিযান

উদ্ধার করা টাকা ও স্বর্ণ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা হবে

- গ্রেপ্তার ২০১
- ৮ কোটি টাকা উদ্ধার
- ৮ কেজি সোনা উদ্ধার
- ১৬৫ কোটি টাকার এফডিআর উদ্ধার

বিশেষ প্রতিবেদক ▸
ক্যাসিনোতে অভিযান চালিয়ে গত ১০ দিনে উদ্ধার করা টাকা ও স্বর্ণালংকার রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা হবে বলে জানিয়েছেন র‍্যাবের লিগ্যাল এন্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সারওয়ার-বিন-কাশেম। তিনি বলেন, 'এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। অভিযানের পর মামলা করার সময় থানায় টাকা ও স্বর্ণালংকার জমা দেওয়া হয়েছে। সেগুলো আদালতের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয়ে যাবে।' ক্যাসিনো, জুয়া ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে গত ১০ দিনের অভিযানে র‍্যাব এ পর্যন্ত ২০১ জনকে আটক করেছে। উদ্ধার করেছে অস্ত্র, বিদেশি মদ, সিগারেট, বিয়ার, হেরোইন, কষ্টি পাথরের মূর্তি, ক্যাসিনো ও জুয়া খেলার সামগ্রী। জব্দ করা হয় কয়েক কোটি টাকা, ডলার, এফডিআর ও সঞ্চয়পত্রের কাগজপত্র এবং বিপুল পরিমাণ স্বর্ণালংকার। ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে র‍্যাব ছাড়া পুলিশও বেশ কয়েকটি অভিযান চালিয়েছে। তবে সেসব অভিযানের বিস্তারিত কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

মোবাইল ফোনের কারখানা থেকে ক্যাসিনো সামগ্রী উদ্ধার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ▸
নারায়ণগঞ্জে বেস্ট টাইকুন (বিডি) এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড নামের একটি মোবাইল ফোনের কারখানা থেকে ক্যাসিনো ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

দুর্নীতিবাজ-অসৎ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে
—প্রধানমন্ত্রী

ডেস্ক রিপোর্ট ▸
দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ প্রসঙ্গে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, দুর্নীতিবাজ ও অসৎ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাঁর সরকারের কঠোর পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে।
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় শনিবার বিকেলে ম্যারিয়ট মারকুইজ হোটেলে তাঁর সম্মানে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনায় এ কথা বলেন।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি ও মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছি। একটা কথা ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিয় গুতেরেস এর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় —পিআইডি

ফের বন্যার শংকা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
শরতের শেষ সময়ে এসে টানা কয়েক দিনের বৃষ্টি এবং উজানে পানি বাড়ায় ফের বন্যার শংকা করা হচ্ছে। দেশের পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষ করে পদ্মা অববাহিকার রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুষ্টিয়া ও নাটোর এলাকায় স্বল্পকালীন এই বন্যা হতে পারে বলে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আরিফুজ্জামান ভূঁইয়া জানিয়েছেন।
এবার বর্ষায় (জুলাইয়ে) টানা কয়েক দিনের বৃষ্টি এবং উজান থেকে আসা পাহাড়ি ঢলে সিলেট, সুনামগঞ্জ, গাইবান্ধা, জামালপুর, বগুড়া, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর ও মুন্সীগঞ্জসহ ২৮টি জেলা প্লাবিত হয়। বন্যায় শতাধিকের ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

৪৩৭৮ কোটি টাকা ভ্যাট ফাঁকি, আদায়ে তাগিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
মোবাইল অপারেটর, ব্যাংক, বিমা, ওষুধ, সিমেন্ট, খাদ্য ও পানীয় উৎপাদনকারীসহ বিভিন্ন করপোরেট প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৪ হাজার ৩৭৮ কোটি টাকা মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট/মূসক) ফাঁকিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। একই সঙ্গে ফাঁকির রহস্য উন্মোচন ও ফাঁকিকৃত রাজস্ব আদায়ের বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) দেয়া চিঠিতে তাগিদ দিয়েছে দুদক।
সম্প্রতি এনবিআর চেয়ারম্যান মো. মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া বরবার পাঠানো চিঠিতে দ্রুত সময়ে বিষয়টি তদন্ত করে দুদককে অবহিত করারও অনুরোধ করা হয়েছে। দুদকের ঊর্ধ্বতন একটি সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
২০১৮-২০১৯ অর্থবছর শেষে এনবিআরের বৃহৎ করদাতা ইউনিট (এলটিইউ, ভ্যাট) ইন্টেলিজেন্স ওয়ার্ক, দাখিলপত্র যাচাই ও প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষার মাধ্যমে মোট ৪ হাজার ৩৭৭ কোটি ৭৬ লাখ টাকা ভ্যাট ফাঁকি উদঘাটন করে। যা দুদকের নজরে আসে। এজন্য রাষ্ট্রীয় স্বার্থে দুদক থেকে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য বলা হয়েছে। এ বিষয়ে দুদক সচিব মুহাম্মদ দিলোয়ার বখৎ বলেন, আমরা নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চিঠি দিয়ে থাকি। এটা অনেকটা রুটিন ওয়ার্ক বলতে পারেন। এ বিষয়ে আমার কোনো বক্তব্য নেই।
অন্যদিকে এ বিষয়ে এনবিআরের চেয়ারম্যান দপ্তর চিঠি প্রাপ্তির কথা স্বীকার করলেও কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন।
এনবিআর ও দুদক সূত্রে জানা যায়, এনবিআরের বৃহৎ করদাতা ইউনিট (ভ্যাট) দেশের মোট ভ্যাটের ৫৬ শতাংশ আহরণ করে থাকে। গত অর্থবছরে প্রায় ৪ হাজার ৩৭৮ কোটি টাকার ভ্যাট ফাঁকি উদঘাটন করে। এর মধ্যে আদায় করেছে ১৭৯ কোটি ৭১ লাখ টাকা। শুধু দাখিলপত্র যাচাই করেই তিন হাজার ৩৯১ কোটি টাকার ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

রাতের আঁধারে ক্যাম্পাস ছাড়লেন ভিসি নাসের

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি ▸
গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বশেমুরবিপ্রবি) উপাচার্য (ভিসি) অধ্যাপক খোন্দকার নাসির উদ্দিন ক্যাম্পাস ত্যাগ করেছেন। রোববার রাত সোয়া ৯টায় আবাসিক ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

লোকমান ও ফিরোজের ব্যাংক হিসাব জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
ক্যাসিনো পরিচালনার দায়ে সম্প্রতি গ্রেপ্তার হওয়া মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব লিমিটেডের ডিরেক্টর ইনচার্জ ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক লোকমান হোসেন ভূঁইয়া ও কলাবাগান ক্রীড়া চক্রের সভাপতি মোহাম্মদ শফিকুল আলম ফিরোজের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হয়েছে।
রোববার বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) তাদের দুজনের হিসাব জব্দ করতে ব্যাংকগুলোতে চিঠি দিয়েছে।
বিএফআইইউ থেকে পাঠানো পৃথক দুটি চিঠিতে বলা হয়, লোকমান ও ফিরোজের নামে কোনো হিসাব অতীতে বা বর্তমানে পরিচালিত হয়ে থাকলে সে হিসাবের যাবতীয় তথ্য (হিসাব খোলার ফর্ম, কেওয়াইসি, ট্রানজেকশন, প্রোফাইল, শুরু থেকে হালনাগাদ বিবরণী) ভিত্তিতে আগামী পাঁচদিনের মধ্যে জানাতে হবে। তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলো আগামী ৩০ দিনের জন্য ফ্রিজ (অবরুদ্ধ) থাকবে।
এর আগে গত ২৫ সেপ্টেম্বর রাতে তেজগাঁওয়ের মনিপুরী পাড়ার বাসা থেকে বিপুল পরিমাণ মাদকসহ লোকমান হোসেনকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। র‍্যাব-২ এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিক বিল্লাহ পরে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, মোহামেডান ক্লাবে অবৈধ ক্যাসিনো ভাড়া দিয়ে কোটি কোটি টাকা উপার্জন ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

রোহিঙ্গা ইস্যু

বাংলাদেশের পাশেই থাকবে জাতিসংঘ

ডেস্ক রিপোর্ট ▸
সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র সফররত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জাতিসংঘ জানায়, সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে রোহিঙ্গা সমস্যাসহ নানাবিধ বিষয়ে আলোচনা করেছেন দুই নেতা। রোহিঙ্গা সমস্যা প্রধান আলোচ্য হলেও ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

শান্তিরক্ষী মিশনে অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে সাধুবাদ জাতিসংঘ মহাসচিবের

ভুটানকে উড়িয়ে দিল বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক ▸
জোড়া গোলে প্রথমার্ধেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিল বাংলাদেশ। ধাক্কা সামলে দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছিল ভুটান। কিন্তু পরে আরও দুই গোল করে দাপুটে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে জেমি ডের দল। বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে রোববার প্রীতি ম্যাচে নাবীব নেওয়াজ জীবনের জোড়া গোলে ৪-১ ব্যবধানে জেতে বাংলাদেশ। স্বাগতিকদের অন্য দুই গোলদাতা বিপলু আহমেদ ও রবিউল হাসান।
দারুণ পারফরম্যান্সে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের জন্য আত্মবিশ্বাস সঞ্চয় ও ফিফা র‍্যাংকিংয়ে উন্নতির লক্ষ্য পূরণের কাজটাও কিছুটা সেরে নিল ডের শিষ্যরা। ৩ অক্টোবর এই দুই দল আরেকটি ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

গত ২৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের এজিএম সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অবঃ) —পাঞ্জেরী

'মুজিব বর্ষ-পল্লী বিদ্যুতের সেবা বর্ষ' পালনে আরইবি'র এজিএম সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
'মুজিব বর্ষ-পল্লী বিদ্যুতের সেবা বর্ষ' সফলভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এলাকায় উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। উঠান বৈঠক ব্যাপকভাবে জোরদারের লক্ষ্যে ৩ ধাপে আরইবি'র এজিএম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় সাতশত সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (এজিএম) অংশগ্রহণ করেন। উত্তম গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকল্পে এ ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ 'উঠান বৈঠক' এর আয়োজন করা হচ্ছে দেশব্যাপী। গত ২৮ সেপ্টেম্বর শনিবার বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এজিএম সম্মেলনে আগত কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে সমাপনী বক্তব্যে চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অবঃ) বলেন, সকলের কর্তব্যনিষ্ঠা, একাগ্রতা, সততা ও আন্তরিকতার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করায় বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম শতভাগ সফলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। তিনি বলেন, দালালদের দৌরাত্ম্য থেকে সর্বসাধারণকে নিরাপদ রেখে হয়রানিমুক্ত বিদ্যুৎ সংযোগের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেও সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করা এবং তাদের প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি বিধায় ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

সরকারের সব জারিজুরি ফাঁস হয়ে গেছে
—মির্জা ফখরুল

রাজশাহী প্রতিনিধি ▸
আপনাদের (সরকারের) সব জারিজুরি ফাঁস হয়ে গেছে। ক্ষমতা দিয়ে আর টিকে থাকা যাবে না। তাই এখনও সময় আছে সংসদ ভেঙে দিয়ে অবিলম্বে নিরপেক্ষ কমিশনের অধীনে ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

পবিত্র আখেরি চাহার শোম্বা ২৩ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
আগামী ২৩ অক্টোবর বুধবার সারাদেশে পবিত্র আখেরি চাহার শোম্বা পালিত হবে। বাংলাদেশের আকাশে রোববার কোথাও ১৪৪১ হিজরি সনের পবিত্র সফর মাসের চাঁদ দেখা যায়নি। ফলে আজ সোমবার মহররম মাস ৩০ দিনপূর্ণ হবে এবং আগামী ১ অক্টোবর মঙ্গলবার থেকে পবিত্র সফর মাস গণনা করা হবে।
রোববার সন্ধ্যায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বায়তুল মুকাররমের সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ও জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভাপতি শেখ মো. আব্দুল্লাহ। ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

চাকরির আশ্বাসে ধর্ষণ গর্ভপাত! অভিযুক্ত পল্টন ওসি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
চাকরি দেওয়ার কথা বলে এক তরুণীকে ঢাকায় এনে একটি হোটেলে নিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে রাজধানীর পল্টন থানার অফিসার ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ করে সাশ্রয় ৫ হাজার কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ করে কেনাকাটা করায় ২০১২ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের সাশ্রয় হয়েছে ৬০ কোটি মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি টাকায় এর পরিমাণ প্রায় ৫ হাজার ১০০ কোটি টাকা।
রোববার রাজধানীর হোটেল রেডিসনে 'অ্যাসেসমেন্ট অফ বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সিস্টেম' শীর্ষক এক কর্মশালায় বিশ্বব্যাংকের প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই তথ্য উপস্থাপন করা হয়।
বিশ্বব্যাংকের ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সিস্টেম (সরকারি তহবিলের অর্থে কেনাকাটা) অনুসরণ করায় ২০১১ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সরকারি তহবিলের অর্থ দিয়ে ক্রয় করার সময়ও কম লাগছে। আগে যেখানে গড় সময় লাগতো ৯৪ দিন, এখন তা কমে ৫৯ দিনে নেমে এসেছে।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে মাত্র ৩০ শতাংশ প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে শেষ করা যায়। বাকি ৭০ শতাংশ প্রকল্প যথাসময়ে সম্পন্ন করা যাচ্ছে না। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, 'বাংলাদেশ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এগিয়ে যাচ্ছে। অনেক বাধা অতিক্রম করে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ সব সূচকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। দেশে শতভাগ লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড রয়েছে। নিরাপত্তাসহ সব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তিসহ সব সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। দেশে ব্যবসা করার ভালো পরিবেশ রয়েছে।'
প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি আমরা উন্নত পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য কাজ করছি উল্লেখ ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

রেনিটিডিন ওষুধ আমদানি, উৎপাদন ও বিক্রি নিষিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
রেনিটিডিন ওষুধের উৎপাদন, আমদানি ও বিক্রি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে সরকারের ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর। রোববার অধিদপ্তর এই ওষুধ সম্পর্কিত সভা শেষে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর সূত্র জানিয়েছে, রেনিটিডিনের বেশ কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। বিদেশে একাধিক গবেষণায় এর প্রমাণ মিলেছে।
এই পরিপ্রেক্ষিতে ওষুধ প্রশাসন রেনিটিডিনের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।
বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি বড় কোম্পানিই ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

ফুটপাতের দোকানদার থেকে 'কয়েকশ' কোটি টাকার মালিক

ক্যাসিনো সাঈদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
রাজধানীতে মাদক ও ক্লাবে অবৈধ ক্যাসিনোর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হলে দেশ ছেড়ে পালান মমিনুল হক সাঈদ। তিনি ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের যুগ্ম সম্পাদক ও ঢাকা দক্ষিণ সিটির ৯নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। ঢাকায় আরেক আলোচিত যুবলীগ নেতা ইসমাইল হোসেন সম্রাটকে (ক্যাসিনো সম্রাট) গুরু মানতেন তিনি। সম্রাটের অবৈধ ক্যাসিনো ব্যবসা দেখভালও করেন তিনি। এ কারণে মতিঝিল ও পল্টন এলাকায় ক্লাবগুলোতে যাতায়াতকারীদের কাছে তিনি ক্যাসিনো সাঈদ নামে পরিচিত। ক্যাসিনো সাঈদের উত্থান সম্পর্কে জানা যায়, তার বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে। পারিবারিক কলহের কারণে রাগ করে ২০০২ সালে তিনি ঢাকায় চলে আসেন। এরপর মতিঝিলের দিলকুশা সাধারণ বীমা করপোরেশনের সামনের সড়কে দোকানদারি শুরু করেন। চোরাই তেলের ব্যবসাও করতেন। এরপর অবৈধ পথে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলেন। ঢাকায় বহু ভবন তার দখলে। মতিঝিল, ফকিরাপুল, পল্টনে কয়েকটি ক্লাবে অবৈধ ক্যাসিনো পরিচালনা করেন তিনি। এসব থেকে ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে ভারত সরকার। ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগ এই সংক্রান্ত আদেশ জারি করেছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদায় প্রভাব না পড়ার জন্য এই আদেশ জারি করা হয়েছে। পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ থাকবে। তবে, এই বিষয়ে এখন পর্যন্ত কিছুই জানেন না বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. শফিকুল ইসলাম।
আমাদের হিলি প্রতিনিধি জানিয়েছেন, হিলি স্থলবন্দর আমদানি- ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

জি কে শামীমের ৭ দেহরক্ষীর জামিন মেলেনি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
আলোচিত যুবলীগ নেতা জি কে শামীমের ৭ দেহরক্ষীর জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছেন আদালত। রোববার শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর হাকিম আতিকুর রহমান তাদের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেন। সাত দেহরক্ষী হলেন- দেলোয়ার হোসেন, মুরাদ হোসেন, জাহিদুল ইসলাম, সহিদুল ইসলাম, কামাল হোসেন, সামসাদ হোসেন ও আমিনুল ইসলাম।
গুলশান থানার আদালতের সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা পুলিশের উপ-পরিদর্শক রফিকুল হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে বৃহস্পতিবার ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিদেশ পাঠানোর নামে লামিয়া ওভারসিজের প্রতারণা

নিঃস্ব হাজার মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
জনশক্তি রপ্তানি প্রতিষ্ঠান লামিয়া ওভারসিজের প্রতারণার ফাঁদে পড়ে নিঃস্ব হয়েছেন অন্তত এক হাজার মানুষ। ভুক্তভোগী দরিদ্র এসব মানুষের দাবি, তাদের কাছ থেকে ২ লাখ থেকে পৌনে ৪ লাখ টাকা নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন দেশে শ্রমিক হিসেবে পাঠানোর নাম করে।
বিপুল পরিমাণ এই অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে গত ১৪ জুন লামিয়ার লাইসেন্স (নম্বর-১৩২৯) বাতিল করা হয়। এরপরও প্রতারণা বন্ধ হয়নি। বিদেশ পাঠানোর স্বপ্ন দেখিয়ে দেশব্যাপী সাধারণ মানুষের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি।
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) ওয়েবসাইটে লাইসেন্স বাতিল হওয়া প্রতিষ্ঠানের তালিকায় নাম আছে লামিয়া। প্রতিষ্ঠানটির ঠিকানা রাজধানীর ১৭, পূর্ব রামপুরা, ডিআইটি রোড।
লাইসেন্স বাতিল হওয়া প্রতিষ্ঠান প্রতারণা অব্যাহত রেখেছে কিনা, সে ব্যাপারে তদারকি হয় বলে জানান বিএমইটি'র পরিচালক (কর্মসংস্থান) ডি এম আতিকুর রহমান। তবে লামিয়ার কার্যালয় ঘুরে ও একাধিক ভুক্তভোগীর সঙ্গে কথা বলে বিএমইটি ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

ত্রাণের টাকায় যাতায়াত খরচ করেন মন্ত্রী জনপ্রতিনিধিরা
—টিআইবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
এবছর দেশের ২৮ জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করতে গিয়ে ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। এই ত্রাণের টাকায় মন্ত্রী ও জনপ্রতিনিধিদের যাতায়াতের খরচ মেটানো হয়েছে বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি।
রোববার দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে টিআইবি কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান এসব তথ্য ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

'বন্যা মোকাবেলায় প্রস্তুতি এবং ত্রাণ কার্যক্রমে শুদ্ধাচার পর্যবেক্ষণ' শীর্ষক জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে রোববার রাজধানীর মাইডাস সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান —পাঞ্জেরী

এসএসসির ফরম পূরণের সময় ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
২০২০ সালের এসএসসি পরীক্ষার অনলাইনে ফরম পূরণের কার্যক্রম আগামী ৭ নভেম্বর থেকে শুরু হতে যাচ্ছে। ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত বিলম্ব ফি ছাড়া ফরমপূরণ করতে পারবেন শিক্ষার্থীরা। এসএসসির টেস্ট পরীক্ষার ফল ৫ নভেম্বরের মধ্যে প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছে ঢাকা বোর্ড।
রোববার ঢাকা বোর্ড থেকে জারি করা এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা গেছে, আগামী ৭ নভেম্বর থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত বিলম্ব ফি ছাড়া অনলাইনে ফরম পূরণ করতে পারবেন ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

উদ্ধার করা টাকা ও স্বর্ণ রাষ্ট্রীয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
শুক্রবার (২৭ সেপ্টেম্বর) জঙ্গিবিরোধী একটি মহড়া শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবেও র‍্যাবের মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ বলেন, 'ক্যাসিনোবিরোধী অভিযান মুখ থুবড়ে পড়ার কোনও কারণ নেই। এই অভিযান অব্যাহত থাকবে। ক্যাসিনোর অভিযানকে নির্মোহভাবে দেখতে হবে। আমরা সব ক্যাসিনো বন্ধ করার জন্যই মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নেমেছি। তাই এখন সব ক্যাসিনো বন্ধ।' সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, ১৮ সেপ্টেম্বর রাজধানীর মতিঝিলে চারটি ও গুলশান এলাকায় একটি ক্যাসিনোতে র‍্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালান। ফকিরাপুল ইয়াংমেন্স ক্লাব, ওয়ান্ডারার্স ক্লাব, মুক্তিযোদ্ধা চিত্তবিনোদন ক্লাব, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়াচক্র ও গোল্ডেন ক্লাবে পরিচালিত অভিযানে আটক হওয়া ২০১ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়েছে। পুলিশ পরে তাদের কারাগারে পাঠায়। এসব ক্লাব থেকে নগদ ৪০ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়।

খালেদ মাহমুদ ভূইয়া গ্রেপ্তার : ক্যাসিনো, জুয়া ও চাঁদাবাজিবিরোধী অভিযানের প্রথম দিনেই ১৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে গুলশানের বাসা থেকে যুবলীগ নেতা খালেদ মাহমুদ ভূইয়াকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। ফকিরাপুল ইয়াংমেন্স ক্লাবে ক্যাসিনো চালানোর অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। একই সময় তার কাছ থেকে অবৈধ অস্ত্র, মাদক, বিপুল পরিমাণ দেশি-বিদেশি মুদ্রা উদ্ধার করা হয়। আর কমলাপুরের অফিসে অভিযান চালিয়ে মাদক ও প্রতিপক্ষের সদস্যদের নির্যাতনের জন্য রাখা ইলেক্ট্রিক শক দেওয়ার মেশিন জব্দ করে র‍্যাব। এসব ঘটনায় অস্ত্র, মাদক ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে গুলশান ও মতিঝিল থানায় চারটি মামলা দায়ের করা হয়।

ওয়ান্ডারার্স ক্লাবে অভিযান : ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের অভিযানে র‍্যাব সাইফুল ইসলাম, তুহিন মুন্সি ও নবীন হোসেন সিকদার নামে তিন জনকে গ্রেপ্তার করে। উদ্ধার করা হয় নগদ টাকা, বিদেশি মদ ও সিগারেট এবং ক্যাসিনো সামগ্রী। ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের ঘটনায় মতিঝিল থানায় মাদক আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়।

ওয়ান্ডারার্স ক্লাবে ক্যাসিনো পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে ২৪ সেপ্টেম্বর রাজধানীর পুরান ঢাকার গেন্ডারিয়া, ওয়ারী ও সূত্রাপুরের তিনটি স্থানে অভিযান চালায় র‍্যাব। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা এনামুল হক এনু, রুপন ভূঁইয়া ও তাদের দুই সহযোগীর বাসায় অভিযান চালিয়ে নগদ পাঁচ কোটি চার লাখ ৯০ হাজার টাকা এবং আনুমানিক চার কোটি টাকা মূল্যের ৭২০ ভরি স্বর্ণালংকার উদ্ধার করা হয়। এছাড়া একটি অবৈধ অস্ত্রসহ ছয়টি অস্ত্র জব্দ করা হয়।

গোলাম কিবরিয়া শামীম (জি কে শামীম) গ্রেপ্তার : ক্যাসিনোবিরোধী অভিযান শুরুর একদিন পর ২০ সেপ্টেম্বর সুনির্দিষ্ট কিছু অভিযোগের ভিত্তিতে র‍্যাব ঠিকাদার জি কে শামীমের নিকেতনের ১১৩ নম্বর বাড়িতে অভিযান চালায়। অভিযানের সময় সেখান থেকে তার সাত দেহরক্ষীকে গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার করা হয় নগদ এক কোটি ৮০ লাখ টাকা, নয় হাজার মার্কিন ডলার, ৭৫২ সিঙ্গাপুর ডলার এবং ১৬৫ কোটি ২৭ লাখ টাকার এফডিআর। বৈধ অস্ত্রের অবৈধ ব্যবহার, মাদক ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে গুলশান থানায় তিনটি মামলা দায়ের করা হয়।

কলাবাগান ক্লাবে অভিযান : গত ২০ সেপ্টেম্বর কলাবাগান ক্রীড়াচক্রে অভিযান চালায় র‍্যাব। সেখান থেকে বিভিন্ন ধরনের মাদক, অবৈধ অস্ত্র ও খেলার তাস উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তার করা হয় ক্লাবটির সভাপতি শফিকুল আলম ফিরোজকে। এ ঘটনায় অস্ত্র ও মাদক আইনে ধানমন্ডি ও গুলশান থানায় দু'টি মামলা দায়ের করা হয়।

ধানমন্ডি ক্লাবে অভিযান : একইদিন (২০ সেপ্টেম্বর) ধানমন্ডি ক্লাবে অভিযান চালানো হয়। সিলগালা করা হয় ক্লাবটির বার। পরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও ক্লাবটির কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানায় র‍্যাব।

ফু-ওয়াং ক্লাবে অভিযান : গত ২৫ সেপ্টেম্বর গুলশান লিংক রোডের এই ক্লাবটিতে অভিযান চালায় র‍্যাব। সেখান থেকে দুই হাজার ২০০ বোতল বিদেশি মদ, ১০ হাজার ক্যান বিয়ার, আমদানি নিষিদ্ধ বিদেশি সিগারেট, নগদ সাত লাখ টাকা জব্দ করা হয়। গ্রেপ্তার করা হয় ম্যানেজারসহ তিন জনকে। তবে এর একদিন আগে ঐ ক্লাবে অভিযান চালিয়ে কিছুই পায়নি বলে জানায় পুলিশ। এ ঘটনায়ও থানায় মাদকদ্রব্য আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়।

মোহামেডান, ভিক্টোরিয়া, আরামবাগ ও দিলকুশা ক্লাবে অভিযান : গত ২২ সেপ্টেম্বর রাজধানীর মতিঝিল এলাকায় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব, দিলকুশা ক্লাব ও আরামবাগ ক্রীড়া সংঘে অভিযান চালায় পুলিশ। এসময় এসব ক্লাব থেকে ওয়াকিটকি, টাকা গণনার মেশিন, ক্যাসিনো বোর্ড, বিপুল পরিমাণ কার্ড, জুয়ার বোর্ড, মদ ও সিসা উদ্ধার করা হয়। নগদ উদ্ধার করা হয় এক লাখ টাকা। এর চারদিন পর ২৬ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে র‍্যাব রাজধানীর তেজগাঁওয়ের মনিপুরিপাড়ার বাসায় অভিযান চালিয়ে মোহামেডান ক্লাবের ডিরেক্টর ইনচার্জ লোকমান হোসেন ভূঁইয়াকে আটক করে।

চট্টগ্রামের বিভিন্ন ক্লাব ও ক্যাসিনোয় অভিযান : রাজধানী ঢাকার পাশাপাশি গত ২১ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের মুক্তিযোদ্ধা ক্রীড়াচক্র, হালিশহরে আবাহনী লিমিটেড ও সদরঘাট এলাকায় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে অভিযান চালায় র‍্যাব। এসব ক্লাব থেকে বিপুল পরিমাণ জুয়া খেলার সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র‍্যাব।

মোবাইল ফোনের কারখানা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
সামগ্রী জব্দ করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। রোববার বিকেলে নারায়ণগঞ্জের কাঞ্চন ব্রিজ এলাকায় অবস্থিত ঐ কারখানা থেকে ক্যাসিনো সামগ্রী জব্দ করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. সহিদুল ইসলাম। শুল্ক গোয়েন্দা জানায়, কারখানার ওয়্যার হাউস থেকে মাহাজং নামক ক্যাসিনো বোর্ড ও অন্যান্য সামগ্রী জব্দ করে গোয়েন্দা টিম। গোপন সংবাদে জানা যায় যে, মোবাইল ফোন কারখানার কাঁচামালের সঙ্গে মিথ্যা ঘোষণার মাধ্যমে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে চাইনিজ ক্যাসিনো সামগ্রী (জুয়ার বোর্ড- মাহাজং) আমদানি করা হয়েছে। বিকেল সাড়ে ৪টায় কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক শামীমা আক্তারের নেতৃত্বে একটি গোয়েন্দা দল বেস্ট টাইকুন (বিডি) এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের কারখানা প্রাঙ্গণে অভিযান চালিয়ে ক্যাসিনো সামগ্রী জব্দ করে। ক্যাসিনো সামগ্রী তথা মাহাজং মোবাইল ফোন উৎপাদনের কাঁচামাল নয়। তারপরও আমদানিকালে মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে কর ও ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা গ্রহণ করে শুল্ক ফাঁকি দেয়া হয়েছে। হংকং ও ম্যাকাওয়ের ক্যাসিনোতে জুয়ার জন্য মাহাজংয়ের বহুল প্রচলন রয়েছে। বাংলাদেশে এরকম বেশকিছু ক্যাসিনো সামগ্রী (মাহাজং) আমদানির বিষয়টি শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের নজরে এসেছে। এ বিষয়ে তদন্ত করে আইনানুগ পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

দুর্নীতিবাজ-অসৎ ব্যক্তিদের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, যদি কেউ অসৎ পথে অর্থ উপার্জন করে, এই অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খলতা বা অসৎ উপায় ধরা পড়লে তার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সে যে-ই হোক না কেন, আমার দলের হলেও তাকে ছাড় দেওয়া হবে না।'

শেখ হাসিনা বলেন, সমাজে অসৎ পথে অর্থ উপার্জনের হার বেড়ে গেলে যেসব ব্যক্তি বা তাঁদের সন্তানেরা সৎ পথে জীবন নির্বাহ করতে চান, তাঁদের জন্য সেটা কঠিন হয়ে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সৎভাবে চলতে গেলে একজনকে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা নিয়ে চলতে হয়। আর অসৎ উপায়ে উপার্জিত অর্থ দিয়ে এই ব্র্যান্ড-ওই ব্র্যান্ড, এটা-সেটা, হইচই, খুব দেখানো যায়। ফলাফলটা এই দাঁড়ায়, একজন অসৎ মানুষের দৌরাত্ম্যে যাঁরা সৎ জীবন যাপন করতে চান, তাঁদের জীবনযাত্রাটাই কঠিন হয়ে পড়ে।

শেখ হাসিনা বলেন, সৎ মানুষের ছেলেমেয়েদের মনে সহসাই একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে কেন তাঁদের পরিবার বিলাসবহুল জীবন যাপন করতে পারে না। বাস্তবিকভাবেই এই চিন্তা লোকজনকে অসৎ পথে ঠেলে দেয়।

উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর অনিয়মের প্রসঙ্গ টেনে শেখ হাসিনা বলেন, 'সরকার উন্নয়নের জন্য ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ আরও বেশি উন্নত হতে পারত, যদি প্রকল্পের প্রতিটি টাকা যথাযথভাবে ব্যয় করা হতো। এখন আমাদের খুঁজে বের করতে হবে কোথায় ফাঁকফোকর রয়েছে, কারা এই কাজগুলো করছে এবং কীভাবে করছে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আরেকটা জিনিস আমি দেখতে বলে দিয়েছি, সেটা হলো কার আয়-উপার্জন কত? কীভাবে জীবন যাপন করে? সেগুলো আমাদের বের করতে হবে।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'তাহলে আমরা সমাজ থেকে এই ব্যাধি, একটা অসম প্রতিযোগিতার হাত থেকে আমাদের সমাজকে রক্ষা করতে পারব, আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করতে পারব।' দুর্নীতির পাশাপাশি মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'মাদক একটা পরিবার ধ্বংস করে, একটা দেশ ধ্বংস করে। এর সঙ্গে যারা আছে, সেটাও আমরা খুঁজে বের করব।'

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তাঁর সরকারের পদক্ষেপগুলো তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশের আরও উন্নয়নের জন্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিনিয়োগের আহ্বান জানান শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'আমরা ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করছি, আপনারা সেখানেও বিনিয়োগ করতে পারেন।'

ফের বন্যার শংকা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
মৃত্যুর পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৩০ লাখের বেশি মানুষ। আশ্বিনের মাঝামাঝিতে এসে মৌসুমি বায়ু বিদায়বেলায় প্রায় প্রতিদিনই সারা দেশে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হচ্ছে। রোববার দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ভোলায় ৬০ মিলিমিটার। এ সময় ঢাকায় বৃষ্টি হয়েছে ১৭ মিলিমিটার। আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, আরও দুই-তিন দিন এই বৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে। দেশের উজানে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সিকিম, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা প্রদেশেও বৃষ্টি বেড়েছে বলে জানিয়েছেন আরিফুজ্জামান ভুঁইয়া। তিনি বলেন, 'দেশের ভেতরেও বৃষ্টি বেড়েছে। এর প্রভাবে গঙ্গা-পদ্মা অববাহিকায় পানি বাড়ছে। আগামী ৭২ ঘণ্টা এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

'এ পরিস্থিতিতে দেশের পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষ করে পদ্মা অববাহিকার রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুষ্টিয়া ও নাটোর এলাকার নিম্নাঞ্চলে স্বল্পমেয়াদি বন্যার শংকা রয়েছে। বুধ-বৃহস্পতিবারের দিকে এ বন্যা দেখা দিতে পারে।' মৌসুমি বায়ু দেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় ও উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারি অবস্থায় রয়েছে বলে জানান আবহাওয়াবিদ মো. শাহীনুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'বর্ষার শেষ সময়ে এসে এখন কয়েক দিন বৃষ্টি বেড়েছে। হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি আরও দুই-তিন দিন অব্যাহত থাকবে। সেপ্টেম্বরের এ সময়ে এমন আবহাওয়া স্বাভাবিক।'

হেমন্তের কাছাকাছিতে প্রকৃতিতেও হিম হিম ভাব শুরু হয়েছে। হালকা বৃষ্টিতেই এখন শীতের অনুভূতি হচ্ছে। সোমবারের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রাজশাহী, রংপুর ও খুলনা বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের অনেক জায়গায়, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দুয়েক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারি বৃষ্টি হতে পারে।

৪৩৭৮ কোটি টাকা ভ্যাট ফাঁকি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
ফাঁকি উদ্ঘাটন করেছে প্রতিষ্ঠানটি। এছাড়া ৩০ প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে উদঘাটন হয়েছে ৭৯৩ কোটি টাকার ফাঁকি। আর ফাঁকি দেয়া ওই রাজস্বের প্রায় ১৮০ কোটি টাকা আদায় হলেও বাকি টাকা আদায়ে আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় পরেছে বলে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, মোবাইল অপারেটর, ব্যাংক, বিমা, ওষুধ, সিমেন্ট, খাদ্য ও পানীয় উৎপাদনকারী এবং বড় করপোরেটসহ ১৭০ প্রতিষ্ঠান এলটিইউয়ের আওতায় রয়েছে। সর্বোচ্চ ভ্যাট প্রদান করলেও এলটিইউ প্রতি বছর বিশেষ নজরদারির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলোর ফাঁকি উদ্ঘাটন করে থাকে। কিছু প্রতিষ্ঠান ভুল স্বীকার করে রাজস্ব পরিশোধ করে। কিন্তু বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই ভুল স্বীকার করে না। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করে রাজস্ব আদায় করা হয়। প্রতিষ্ঠানগুলো দাখিলপত্রে তথ্য গোপন করে ভ্যাট ফাঁকি দেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। সেজন্য এলটিইউ বিদায়ী অর্থবছরে দাখিলপত্র যাচাইয়ে বেশি নজর দিয়ে বেশ ভালো তথ্য পেয়েছে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা। তবে কৌশলগত কারণে প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম প্রকাশ করতে চায়নি এলটিইউয়ের কর্মকর্তারা। প্রতিবেদন অনুযায়ী, কিছু প্রতিষ্ঠান ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য গোপন করেছে। আবার কিছু প্রতিষ্ঠান না জেনে ভুল করেছে। এছাড়া কিছু নন কমপ্লায়েন্ট প্রতিষ্ঠানও রয়েছে; যারা সব সময় ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করে। এর আগে দাখিলপত্র যাচাই করে এত বিপুল পরিমাণ রাজস্ব উদ্ঘাটন হয়নি। ফাঁকি দেয়া প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে মোবাইল ফোন অপারেটর, ব্যাংক, বিমা, ওষুধ, সিরামিক ও এমনকি সরকারি প্রতিষ্ঠানও। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২৯ প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে এক হাজার ৭৯৮ কোটি টাকা ফাঁকি উদ্ঘাটন করে ৪৬ কোটি ৪৬ লাখ টাকার রাজস্ব আদায় করতে সক্ষম হয় এলটিইউ।

যেসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে, তার মধ্যে মোবাইল ফোন অপারেটরের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ। নিরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি মোবাইল অপারেটরের নাম উঠে এসেছে। এছাড়া পেট্রোবাংলাসহ আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিদায়ী অর্থবছরে ৩২ ইন্টেলিজেন্স ওয়ার্কের মাধ্যমে ১৯৪ কোটি তিন লাখ টাকার রাজস্ব ফাঁকি উদ্ঘাটন করা হয়েছে, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরের তুলনায় দ্বিগুণ। এর মধ্যে আদায় হয়েছে ১১২ কোটি ৩৯ লাখ টাকা, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরের চেয়ে ২৮ কোটি ৫৭ লাখ টাকা বেশি। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৭টি ওয়ার্কের মাধ্যমে ৯৫ কোটি ৮২ লাখ টাকা উদ্ঘাটন ও ৮৩ কোটি ৮২ লাখ টাকা আদায় হয়েছে। এছাড়া বিদায়ী অর্থবছরে এলটিইউ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (এডিআর) মাধ্যমে ১৬টি আবেদন নিষ্পত্তির মাধ্যমে ১৪২ কোটি ১২ লাখ টাকার রাজস্ব আদায় করেছে। যদিও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আটটি আবেদন নিষ্পত্তি করে ছয় কোটি ৫৬ লাখ টাকার রাজস্ব আদায় করেছে।

চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে এলটিইউয়ের ৫৯ হাজার ৭৮৬ কোটি ৫৪ লাখ টাকার রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। যা বিদায়ী অর্থবছরের তুলনায় লক্ষ্যমাত্রা ৩০ দশমিক ২৭ শতাংশ বেশি। ২০০৪ সালের ১ অক্টোবর ১৬৬টি ইউনিট (প্রতিষ্ঠান) নিয়ে এলটিইউয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল।

রাতের আঁধারে ক্যাম্পাস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
ভবন থেকে নিজ গাড়িতে পুলিশ প্রহরায় ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন তিনি। তিনি কোথায় যাচ্ছেন তা জানা যায়নি।

এ বিষয়ে গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক শাহিদা সুলতানা বলেন, ভিসি নাসের অসুস্থ ও ক্যাম্পাসে অনিরাপদ বোধ করছেন। তাই ক্যাম্পাস ত্যাগ করেছেন। তবে তিনি কোথায় গেছেন তা বলতে পারেননি জেলা প্রশাসক।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, উপাচার্য নাসের ক্যাম্পাস ছেড়ে যাওয়ার সময় তার গাড়ির সামনে পুলিশের একটি গাড়ি দেখা গেছে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা তার পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান দেন এবং জুতা প্রদর্শন করেন।

উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে গত ২১ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে সকাল ১০টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। নির্দেশ উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন চালিয়ে যায়। এ অবস্থায় ওই দিন বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন গোবরা এলাকায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকদের ওপর হামলা করে বহিরাগতরা। এতে ২০ শিক্ষার্থী আহত হন।

শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ওইদিন দুপুরে পদত্যাগ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর হুমায়ূন কবির। এরপর গত দুইদিনে আরও দুইজন সহকারী প্রক্টর পদত্যাগ করেছেন। এদিকে ভিসি খোন্দকার নাসির উদ্দিনকে প্রত্যাহারের সুপারিশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। একই সঙ্গে তার বিরুদ্ধে তোলা বিভিন্ন অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে উল্লেখ করে ভিসির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার সুপারিশসহ মোট তিনটি সুপারিশ করা হয়েছে।

ইউজিসির তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে আজ সোমবার সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে রোববার সন্ধ্যায় জানান শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী।

লোকমান ও ফিরোজের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
করেছেন লোকমান। তার এ টাকা অস্ট্রেলিয়ায় কমনওয়েলথ ও এএনজেড ব্যাংকে রাখা আছে।

লোকমানের বরাত দিয়ে তিনি আরও বলেন, অস্ট্রেলিয়ার ওই দুই ব্যাংকে তার ৪১ কোটি টাকা রয়েছে। ছেলে অস্ট্রেলিয়ায় পড়ার সুবাদে তিনি মাঝে মধ্যে সেখানে যান।

এদিকে গত ২০ সেপ্টেম্বর কলাবাগান ক্লাবে অভিযান চালিয়ে শফিকুল আলমসহ পাঁচজনকে অস্ত্র-গুলি ও ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। অবৈধ অস্ত্র ও মাদক রাখার অভিযোগে পরে র‍্যাব বাদী হয়ে দুটি মামলা করেন র‍্যাব-২ এর পরিদর্শক মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ খান। এতে শুধু ফিরোজকে আসামি করা হয়।

কলাবাগান ক্রীড়া চক্রের সভাপতি মোহাম্মদ শফিকুল আলম ফিরোজ কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বাংলার সিনিয়র সহ-সভাপতি। তিনি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চাঁদপুর-৫ (শাহরাস্তি-হাজীগঞ্জ) আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন।

বাংলাদেশের পাশেই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
স্থানীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন নিয়ে শেখ হাসিনার সঙ্গে আলাপ করেন গুতেরেস। এসময় গুতেরেস বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি জানান, এই সংকট নিরসনে তার সংগঠন সবসময়ই বাংলাদেশকে সমর্থন করে এসেছে। ভবিষ্যতেও এই সমর্থন বজায় রাখা হবে। জাতিসংঘ মহাসচিব জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে বিপুল অবদান রাখায় বাংলাদেশ ও দেশের সামরিক বাহিনীর আকুন্ঠ প্রশংসা করেন। গুতেরেস বিশ্ব শান্তি আনয়নে প্রাণ দেয়া বাংলাদেশিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

এর আগে সাধারণ পরিষদে নিজের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গারা দেশের অর্থনীতির উপর বিরাট চাপ তৈরী করলেও বাংলাদেশ নিজেকে উন্নয়নের যাদুকরি স্তরে নিয়ে গেছে। রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেন তিনি। এছাড়াও শেখ হাসিনা এই সংকট সমাধানে বৈশ্বিক সহায়তাও কামনা করেন।

ভুটানকে উড়িয়ে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হবে। আগামী ১০ অক্টোবর নিজেদের মাঠে বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপের বাছাইয়ের দ্বিতীয় রাউন্ডে কাতারের বিপক্ষে 'ই' গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। পাঁচ দিন পর খেলবে আফগানিস্তানের বিপক্ষে। ম্যাচের আগে টানা বর্ষণে মাঠ ভারী ও পিচ্ছিল হয়ে ওঠে। খেলোয়াড়দের বলের নিয়ন্ত্রণ রাখতে সমস্যা হচ্ছিল। তবে শুরু থেকেই আক্রমণে এগিয়ে ছিল বাংলাদেশ। পঞ্চম মিনিটে ডি-বক্সে তালগোল পাকিয়ে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি বিপলু আহমেদ। রক্ষণ ব্যাকিংয়ে দুই ধাপ এগিয়ে থাকা ভুটানের বিপক্ষে দ্বাদশ মিনিটে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। সাদউদ্দিনের ছোট কর্নারের পর জামাল ভূইয়ার ক্রসে অরক্ষিত ফরোয়ার্ড জীবন হেডে জাল খুঁজে নেন। ইয়াসিন খানের ডাইভিং হেড, সাদউদ্দিনের শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার পর ৩৬তম মিনিটে দারুণ গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ হয়। ইব্রাহিমের ক্রসে ছোট ডি-বক্সের ওপর থেকে জীবনের সাইড ভলি চোখের পলকে জালে জড়ায়। প্রথমার্ধের শেষ দিকে গোলরক্ষকের পায়ে মেরে ব্যবধান বাড়ানোর ভালো সুযোগ নষ্ট করেন ইব্রাহিম। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে শেরিং দর্জির ফ্রি কিকের পর ডি-বক্সের জটলার মধ্যে থেকে গোলরক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন দর্জি। ভুটানের ম্যাচে ফেরার ইঙ্গিত মেলে। তবে তাদের সে সম্ভাবনা পরে ফিকে হয়ে যায়।

৬১তম মিনিটে রবিউল হাসানের বাঁ পায়ের শট শেষ মুহূর্তে লাফিয়ে ক্রসবারের ওপর দিয়ে বের করে দেন গোলরক্ষক। ৭৩তম মিনিটে ব্যবধান বাড়ান বিপলু। আক্রমণে ওঠা সোহেল রানাকে আটকাতে পারলেও বল পুরোপুরি বিপদমুক্ত করতে পারেননি ডিফেন্ডার-রা। ডি-বক্সে বল পেয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ডান পায়ের শটে কাছের পোস্ট দিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন এই ফরোয়ার্ড। সাত মিনিট পর বিপলু-রবিউলের মিলিত প্রচেষ্টায় স্কোরলাইন হয় ৪-১। বিপলুর ছোট পাস ধরে ডি-বক্সে ঢুকে পায়ের সঙ্গে সেঁটে থাকা ডিফেন্ডারকে কোনো সুযোগ না দিয়ে বাঁ পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেন রবিউল।

জাতীয় দলের হয়ে এটি রবিউলের তৃতীয় গোল। কম্বোডিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে গোলের খাতা খোলা এই ফরোয়ার্ড লাওসের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্রথম রাউন্ডে ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেছিলেন। ভুটানের বিপক্ষে এ নিয়ে টানা দ্বিতীয় জয় পেল বাংলাদেশ। ২০১৮ সালের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সর্বশেষ দেখায় ২-০ গোলে জিতেছিল বাংলাদেশ।

'মুজিব বর্ষ-পল্লী বিদ্যুতের সেবা বর্ষ'

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
গ্রাহক হয়রানি অব্যাহত রয়েছে। ফলে বর্তমান সরকারের আমলে আমাদের অর্জিত আকাশ-ছোঁয়া সাফল্য কিছুটা হলেও ম্লান হচ্ছে। এ সমস্ত অপশক্তি চিরতরে নির্মূল করে সম্পূর্ণ হয়রানিমুক্তভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং উত্তম গ্রাহক সেবা প্রদানে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; যা সময়ের দাবিও বটে। আরইবি চেয়ারম্যান বলেন, উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সরাসরি প্রান্তিক পর্যায়ের নিরীহ, গরিব, অসহায়, কৃষক, শ্রমিক, গৃহিনীসহ সকল শ্রেণি/পেশার গ্রাহকের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করার অনন্য মাধ্যম। সারা বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামের এ সকল জনগোষ্ঠি বিদ্যুৎ অফিসে আসার বা যোগাযোগের সুযোগ পায় না। ফলে অতি সহজেই সাধারণ জনগোষ্ঠি দালাল শ্রেণির খপ্পরে পড়ে। তিনি বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কালজয়ী রূপকল্প 'ভিশন ২০২১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এ ধারাবাহিকতায় 'শেখ হাসিনার উদ্যোগ-ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ' তথা শতভাগ উপজেলা বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে আমাদের গ্রাহক সংখ্যা ৭৪ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে হয়েছে ২ কোটি ৭২ লক্ষ। বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী ২৮% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯৫% এ উন্নীত হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে ইতোমধ্যে দেশের ৪৬১টি উপজেলার মধ্যে ৩৪১টি উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়িত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শত ব্যস্ততার মাঝেও ২১১টি উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেছেন। এ জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের পক্ষ থেকে চেয়ারম্যান মহোদয় গভীর কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। অবশিষ্ট ১২০টি উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে; যা জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিব বর্ষের' মধ্যেই সম্পন্ন হবে। 'মুজিব বর্ষ-পল্লী বিদ্যুতের সেবা বর্ষ' হিসেবে পালনের লক্ষ্যে নিম্নেবর্ণিত জনকল্যাণমুখী ১০টি কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়েছে যা 'মুজিব বর্ষ- পল্লী বিদ্যুতের সেবা বর্ষ' হিসেবে পালন, জনগণের শতভাগ বিদ্যুৎ পাওয়া নিশ্চিত করা, গ্রাহক হয়রানি নিরসনে 'আলোর ফেরিওয়ালা' কর্মসূচি অব্যাহত রাখা, গ্রাহক সেবায় পল্লী বিদ্যুতের 'উঠান বৈঠক' জোরদার করা, 'আমার গ্রাম-আমার শহর' বিনির্মাণে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা, 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স' নীতি জোরদার করা, 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে 'পেপারলেস অফিস' চালু করা, 'তারুণ্যের শক্তি-বাংলাদেশের সমৃদ্ধি' অর্জনে বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা, কৃষি এবং শিল্প ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা, পরিবেশ বান্ধব ২০০০ সোলার সেচ পাম্প স্থাপন। এজিএম সম্মেলনে সরকারের যুগ্ম সচিব ও আরইবি'র সদস্য (অর্থ) মো. নাজমুছ সাদাত সেলিমসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের (আরইবি) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সরকারের সব জারিজুরি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
নির্বাচন দিন। রোববার বিকেলে রাজশাহীর মাদ্রাসা মাঠের পূর্বপাশের পাকা রাস্তায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবিতে দলের বিভাগীয় সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মির্জা ফখরুল আলমগীর একথা বলেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার একদলীয় শাসন ব্যবস্থার দিকে যাচ্ছে। দেশের মানুষ খালেদা জিয়ার মুক্তি চায়। তাই এই মুহূর্তে খালেদা জিয়ার মুক্তি দরকার। তিনি মুক্তি পেলেই গণতন্ত্র মুক্তি পাবে।

মহাসমাবেশে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ছাড়াও দলটির প্রেসিডিয়াম সদস্য বাবু গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, মির্জা আব্বাস, ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুসহ শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন। রাজশাহী মহানগর বিএনপির সভাপতি মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুলের সভাপতিত্বে মহাসমাবেশে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনু, দলের সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু সাঈদ চাঁদ, জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট কামরুল মনির, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নাদিম মোস্তফা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল,ছাত্রদল, কৃষকদলের স্থানীয় পর্যায়ের নেতাকর্মীরা মহাসমাবেশে বক্তব্য রাখেন। মহাসমাবেশ পরিচালনা করেন রাজশাহী মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শফিকুল হক মিলন। মহাসমাবেশক কেন্দ্র করে রাজশাহী মহানগরীতে ব্যাপক নিরাপত্তা নেয় রাজশাহী মহানগর পুলিশ। রোববার সকাল থেকেই মহানগরীর মোড়ে মোড়ে পুলিশের বাড়তি নিরাপত্তা দেখা গেছে। সমাবেশস্থলে রাজশাহী মহানগর পুলিশের কুইক রেসপন্স টিমের (কিউআরটি) সদস্যদের মোতায়েন করা হয়। প্রস্তুত রাখা হয় জলকামান ও এপিসি কার। এর আগে শনিবার ২২টি শর্তে রাজশাহীর মাদ্রাসা মাঠের পূর্বপাশের পাকা সড়কে বিএনপিকে বিভাগীয় মহাসমাবেশ করার অনুমতি দেয় রাজশাহী মহানগর পুলিশ (আরএমপি)।

পবিত্র আখেরি চাহার শোম্বা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
সভায় ধর্মসচিব মো. আনিছুর রহমান, ওয়াক্ফ প্রশাসক মো. শহীদুল ইসলাম, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মু. আ. হামিদ জমাদ্দার, তথ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মো. নজরুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সচিব কাজী নুরুল ইসলাম, বাংলাদেশ টেলিভিশনের পরিচালক (প্রশাসন/অর্থ) মো. জহিরুল ইসলাম মিয়া, সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য কর্মকর্তা মো. শাহেনুর মিয়া, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান শাহ মো. মিজানুর রহমান, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. আবদুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সূত্র: বাসস

চাকরির আশ্বাসে ধর্ষণ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
ইনচার্জ (ওসি) মাহমুদুল হকের বিরুদ্ধে। পরে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঐ তরুণীর সঙ্গে মাসের পর মাস শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তিনি।

ঐ তরুণীর অভিযোগ, তিনি অন্তঃস্বত্ত্বা হয়ে পড়লে ওসি মাহমুদুল গর্ভপাতের শর্তে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি গর্ভপাত করান। তবে এরপর মাসের পর মাস পেরিয়ে গেলেও তিনি আর বিয়ে করেননি। একপর্যায়ে ঐ তরুণীর সঙ্গে যোগাযোগই বন্ধ করে দেন ওসি মাহমুদুল। শেষ পর্যন্ত ঐ তরুণী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও পুলিশের মহাপরিদর্শক বরাবর অভিযোগ করেছেন ওসির বিরুদ্ধে। তদন্তে সে অভিযোগের সত্যতা মিলেছে, জমা পড়েছে তদন্ত প্রতিবেদনও। এরপরও মাহমুদুল হক পল্টন থানার ওসি হিসেবে বহাল তবিয়তেই কাজ করে যাচ্ছেন।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) একাধিক সূত্র, মাহমুদুল হকের বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগের তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও ভুক্তভোগী ঐ তরুণীসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে। ভুক্তভোগী তরুণী অভিযোগ করে বলেন, 'আমি সরকারি একটি কলেজ থেকে পড়ালেখা শেষ করে চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এর মধ্যে ফেসবুকে পরিচয়ের সূত্র ধরে ওসি মাহমুদুল হক আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলতেন। গত বছরের ২১ সেপ্টেম্বর তিনি চাকরি দেওয়ার কথা বলে আমাকে ঢাকায় ডেকে আনেন। আমাকে রাখার জন্য পল্টনের ক্যাপিটাল হোটেলের একটি রুমে নিয়ে যান। সেখানে হোটেল বয়কে দিয়ে আমার জন্য স্যুপ নিয়ে আসান। আমি খেতে না চাইলেও জোর করে খাওয়ান। এরপরই আমি ঘুমিয়ে পড়ি।'

ঐ তরুণী বলেন, ঘুম ভাঙলে দেখি রাত ২টার মতো বাজে। ঐ সময় মাহমুদুল হক আমার পাশেই শুয়ে ছিলেন। আমি বুঝতে পারি, ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় ধর্ষণের শিকার হয়েছি। মাহমুদুল হকের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তিনি আমাকে ভালোবাসেন। তার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো নয় জানিয়ে তিনি আমাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেন।

ঐ তরুণীর অভিযোগ, এরপর প্রতি সপ্তাহেই ঐ তরুণীকে ঢাকায় ডেকে এনে একই হোটেলে নিয়ে যেতেন মাহমুদুল হক। গত বছরের অক্টোবর মাসে তিনি বুঝতে পারেন, অন্তঃস্বত্ত্বা হয়ে পড়েছেন। এ কথা মাহমুদুল হককে জানালে তিনি ঐ তরুণীকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গর্ভপাত করাতে বলেন এবং একপর্যায়ে তার কথায় রাজি হয়ে গর্ভপাত করান ঐ তরুণী। তিনি জানান, দু'জনের সম্মতিতে তাদের মধ্যেকার শারীরিক সম্পর্কের ভিডিও ও ছবিও ধারণ করা হয়েছে, যেগুলো ঐ তরুণীর কাছে রয়েছে।

ঐ তরুণী বলেন, মাহমুদুল হক বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিলেও আমাকে বিয়ে করেননি। সবশেষ গত ২ এপ্রিল আমার সঙ্গে সব যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। আমি ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছি এ সময়। পরে আমার পরিবার সবকিছু জানতে পারলে তারা মাহমুদুলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে। এ সময় আমার পরিবারকে হুমকি দেওয়া হয়, পল্টন থানার ওসির অনেক ক্ষমতা, বাড়াবাড়ি করলে আমার অনেক ক্ষতি হবে। আমি ঢাকার বাইরে একটি চাকরি করছি। সেখানেও আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করেছেন মাহমুদুল হক।

ঐ তরুণী বলেন, সবশেষে বাধ্য হয়ে আমি মতিঝিল জোনের এডিসি শিবলী নোমানকে বিষয়টি জানাই। তিনি বিষয়টি মীমাংসা করে দেবেন বলেও জানান। মাহমুদুলের বাবাকেও বিষয়টি জানাই। তবুও কোনো কাজ হয়নি। শেষ পর্যন্ত আমি আইজিপি বরাবর লিখিত অভিযোগ করি। মাহমুদুল হক আমাকে বিয়ে না করলে আমি আদালতে মামলা করব। ভুক্তভোগী তরুণীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অনুসন্ধানে জানা যায়, পুলিশের মহাপরিদর্শকের কাছে ওসি মাহমুদুলের বিরুদ্ধে করা অভিযোগ তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় মতিঝিল বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার মোনালিসা বেগমকে। তদন্ত শেষ করে তিনি প্রতিবেদন ডিএমপি সদর দপ্তরে পাঠিয়েও দিয়েছেন। সেখান থেকে গত বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) প্রতিবেদনটি পুলিশ সদর দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।

জানা গেছে, প্রতিবেদনে মাহমুদুল হকের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের সত্যতা মিলেছে। পল্টনের হোটেল ক্যাপিটালে নিয়ে যাওয়া বিষয়ে ওই তরুণী যেসব তথ্য দিয়েছেন, তা ঠিক। প্রতি মাসেই ঐ হোটেলে ওসি পল্টনের নামে এক বা একাধিক দিন বুকিংয়ের তথ্য মিলেছে। তদন্তে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, সর্বশেষ এ বছরের ১৭ মার্চ ঐ হোটেল থেকে চেকআউট করেন ওসি মাহমুদুল। এছাড়া কক্সবাজারসহ দেশের বিভিন্ন স্থানেও ওসি ঐ তরুণীকে নিয়ে গিয়েছিলেন বলেও তথ্য পাওয়া গেছে প্রতিবেদনে।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে পল্টন থানার ওসি মাহমুদুল হক রোববার রাতে বলেন, আমি সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের শিকার। আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা মিথ্যা ও বানোয়াট। ওসি মাহমুদুলের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করেছেন সবুজবাগ জোনের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার মোনালিসা। তিনি বলেন, 'পল্টন থানার ওসি মাহমুদুল ও ভুক্তভোগী মেয়েটির ব্যাপারে তদন্ত শেষ করে ডিএমপি সদর দপ্তরে প্রতিবেদন জমা দিয়েছি। তবে প্রতিবেদন নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে পারব না।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি কেবল বলেন, তদন্তে ঘটনার প্রাথমিক সত্যতা মিলেছে।

ডিএমপির একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, এডিসি মোনালিসার তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার তা গত বুধবার পুলিশ সদর দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সদর দফতর ওসি মাহমুদুলের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে।

ডিএমপি সূত্রে জানা যায়, ওসি মাহমুদুল হক ২০০১ সালে এসআই পদে পুলিশে যোগ দেন। তার বাড়ি নওগাঁ জেলায়। চাকরি জীবনে তিনি একটি গুরুদণ্ড-ব্ল্যাক মার্ক এবং ২২টি লঘুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। তিনি ২০১৭ সালের ২ জুলাই পল্টন থানার ওসি হিসেবে যোগ দেন। তার স্ত্রী ও এক সন্তান রয়েছে।

ক্রয় নীতিমালা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
করে তিনি বলেন, 'আমরা সুশাসন চাই। সার্বিক উন্নতি হলে সুশাসন সম্ভব হবে। যেখানে সংস্কারের প্রয়োজন আছে, সেখানে সংস্কার করা হবে।'

এছাড়া ৭০ ভাগ প্রকল্প সময়ের মধ্যে শেষ করতে না পারাকে ভয়ংকর বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এটা সমাধান করতে হবে। আমরা জনসচেতনতা বাড়াতে কাজ করছি। সরকার কোনো কিছু নিয়ে লুকোচুরি করবে না। সব কাজ জনগণের নজরে আসুক। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রতিটি কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করতে আমরা বদ্ধপরিকর।'

বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ও ভুটান অঞ্চলের কান্ট্রি ডিরেক্টর মারসি মিয়ন টেমবন বলেন, 'বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্টে যথেষ্ট উন্নতি করেছে। বাংলাদেশের এই অগ্রগতিতে বিশ্বব্যাংক খুশি।' এছাড়া পাবলিক প্রকিউরমেন্টের মাধ্যমে সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'ভবিষ্যতেও এ ব্যাপারে বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের সহায়তা অব্যাহত থাকবে।'

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) সচিব আবুল মনসুর মো. ফয়জুল্লাহ বলেন, 'দেশের উন্নয়ন প্রকল্পে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকারি-বেসরকারি উভয় সেক্টরের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ৭০ ভাগ প্রকল্প সময়মতো শেষ হয় না। যেকোনো মূল্যে প্রকল্পের কাজ সময়মতো শেষ করা খুবই প্রয়োজন।'

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট ইশতিয়াক সিদ্দিকী ও প্যাটেল আরমিন তৃপ্তি।

রেনিটিডিন ওষুধ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
এই ওষুধ তৈরি করে।

কানাডা ও ফ্রান্স বাজার থেকে রেনিটিডিন উঠেছে নিয়েছে : যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ঔষধ প্রশাসন (এফডিএ) এবং ইউরোপিয়ান মেডিসিনস এজেন্সি (ইএমএ) ১৩ সেপ্টেম্বর একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ করে। সেখানে দাবি করা হয়, রেনিটিডিন ওষুধে এন-নাইট্রোসোডিমেথাইলামাইনের (এনডিএমএ) উপস্থিতি পাওয়া গেছে। এনডিএমএ প্রাণিদেহে ক্যানসারের কারণ হতে পারে।

এই গবেষণার পরে বিশ্বব্যাপি রেনিটিডিনের বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে কানাডা ও ফ্রান্স তাদের বাজার থেকে রেনিটিডিন উঠিয়ে নিয়েছে। শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বড় ওষুধ খুচরো বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান সিভিএস ঘোষণা দিয়েছে, তারা এই ওষুধ আর বিক্রি করবে না। রেনিটিডিনের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন আরও অনুসন্ধান চালাচ্ছে। অন্যদিকে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রেনিটিডিনে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। তবে যারা এই ওষুধ নিচ্ছেন, তারা চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করে ওষুধ পরিবর্তন করতে পারেন।

ইউরোপিয়ান মেডিসিনস এজেন্সি (ইএমএ) জানাচ্ছে, এনডিএমএ নামের উপাদানটি পানি ও খাদ্যে পাওয়া যায়। বিশেষত মাংস, দুগ্ধজাত ও শাকসবজিতে এই উপাদানের উপস্থিতি রয়েছে। তবে সীমিত মাত্রায় এনডিএমএ শরীরে ঢুকলে সেটি কোনো ক্ষতি করে না।

ফুটপাতের দোকানদার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
মাসে আয় কয়েক কোটি টাকা।

ক্যাসিনো সাঈদ থাকতেন বঙ্গভবনের চার নম্বর গেটের কোয়ার্টারে। সেখানে তার মামা চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারির চাকরি করতেন। পরে মোহামেডান ক্লাবে হাউজি খেলার সময় আলমগীর ও তাপসের ফুটফরমায়েশ খাটতেন। ২০০৭ সালের পর যুবলীগের এক প্রভাবশালী নেতার সঙ্গে তার সখ্য হয়।

তার হাত ধরেই সাঈদ ৯ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি হন। পরে যুবলীগ মহানগর দক্ষিণের যুগ্ম সম্পাদক হন। এরপর ওয়ার্ড কমিটির সভাপতির পদ ছেড়ে দেন। ওয়ার্ডে তার পদে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয় হাসান উদ্দিন জামালকে।

ক্যাসিনো সাঈদের সেকেন্ড-ইন কমান্ড হিসেবে কাজ করতে থাকেন জামাল। জামালের মাধ্যমেই আরামবাগ ক্লাব, দিলকুশা ক্লাব, ভিক্টোরিয়া ক্লাবে ক্যাসিনো-জুয়ার আসর বসাতেন সাঈদ। এছাড়া বিআইডব্লিউটিএ ভবনে টেন্ডারের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণে জামালের পাশাপাশি কামরুল হাসান রিপন ছিল সাঈদের অংশীদার।

স্থানীয়রা জানান, মমিনুল হক সাঈদকে সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলর বানানোর পেছনে রয়েছেন যুবলীগ মহানগর দক্ষিণের সভাপতি ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাট ওরফে ক্যাসিনো সম্রাট। সম্রাটকে ম্যানেজ করেই তিনি কাউন্সিলর প্রার্থী হন। অন্য দলের যারা প্রার্থী ছিলেন তাদের বেশির ভাগকেই অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে প্রার্থিতা প্রত্যাহারে বাধ্য করেন। নিজ দলের যারা প্রার্থী ছিলেন তাদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করানো হয় টাকার বিনিময়ে। যাদের টাকার বিনিময়ে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করানো হয়েছে তাদের মধ্যে আছেন- সাবেক ছাত্রনেতা পলাশ মজুমদার এবং মতিঝিল থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী সাব্বির হোসেন। এই দু'জনের মধ্যে পলাশকে দেয়া হয় ৫ লাখ টাকা। তাছাড়া নির্বাচনে তিনি একাধিক ডামি প্রার্থীও দাঁড় করান। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন আবদুর রহমান। তিনি ঘুড়ি প্রতীকে নির্বাচন করেন। কাউন্সিলর হয়েই মতিঝিলে অপরাধ জগতের কিং হয়ে উঠেন সাঈদ। জবরদখল, মাদক ব্যবসা ও ক্যাসিনোর জুয়ার টাকায় প্রচুর বিত্ত বৈভবের মালিক বনে যান সাঈদ। মতিঝিলে একটি নয়, দু'টি 'ভবন'-এ ক্যাসিনো সাঈদের রাজত্ব। একদল ক্যাডার নিয়ে ভবন দু'টি নিয়ন্ত্রণ করছেন তিনি। মতিঝিলের ৮৯ ও ৮৯/১ আরামবাগে ঐ দু'টি ভবনের অবস্থান। একটি ভবন ৮ তলা এবং অন্যটি ৪ তলাবিশিষ্ট। ভবন দু'টি একসময় হাজীর ভবন হিসেবে পরিচিত ছিল। এ দু'টি ভবনের মালিক বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লিমিটেড (বিপিএল)। কয়েক বছর আগে ঐ দুটি ভবনের দিকে নজর পড়ে যুবলীগ যুগ্ম সম্পাদক মমিনুল হক সাঈদের। ২০১৫ সালের এপ্রিলে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলর হওয়ার পর লাগোয়া দুই ভবনের একটিতে অফিস খোলেন সাঈদ। ২০১৬ সালে ভবন দু'টির প্রকৃত মালিকদের নিয়োগকৃত স্টাফদের বের করে দিয়ে রাতারাতি দখল করে নেন সাঈদ।

বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
রপ্তানিকারক গ্রুপের সভাপতি হারুন উর রশীদ হারুন জানিয়েছেন, অতিবৃষ্টি ও বন্যার কারণে ভারতের বাজারে পেঁয়াজের অস্বাভাবিকহারে মূল্য বৃদ্ধি রুখতে, পেঁয়াজের দাম সহনীয় পর্যায়ে ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে ভারত সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে রোববার দুপুর পর্যন্ত পেঁয়াজ আমদানি করতে খোলা এলসিগুলোর বিপরীতে পেঁয়াজ রপ্তানি অব্যাহত ছিল।

হারুন উর রশীদ হারুন বলেন, 'দেশের বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ স্বাভাবিক ও দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখতে ভারত সরকারের বেঁধে দেওয়া বাড়তি দামেই পেঁয়াজ আমদানি অব্যাহত রেখেছিলাম। আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে পেঁয়াজের এলসিও খুলেছিলাম, ভারতে সেই মোতাবেক ভারতীয় রপ্তানিকারকরা পেঁয়াজ সরবরাহ করছিল; যার প্রভাবে দেশের বাজারে ঢাকাসহ সারাদেশে পেঁয়াজের দাম কমতে শুরু করেছিল। ঢাকাতে যেখানে ভারতীয় পেঁয়াজ ৭০ টাকায় উঠে গিয়েছিল তা কমে ৫৫ টাকায় এসেছিল, আর হিলি স্থলবন্দরে তা আরও কমে ৪৭ টাকা থেকে ৫০ টাকায় এসেছিল। কিন্তু, হঠাৎ করে রোববার বিকেলে ভারতীয় রপ্তানিকারকরা আমাদের জানিয়েছেন যে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা কোনও প্রকার পেঁয়াজ রপ্তানি করবে না। রপ্তানি পুরোপুরি বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে। তবে গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পেঁয়াজের যেসব এলসি খোলা ছিল, তার বিপরীতে তারা পেঁয়াজ রপ্তানি করতে টেন্ডার করছেন এবং পণ্য রপ্তানিও করছেন। সেইসঙ্গে রোববার দুপুর পর্যন্ত যে সমস্ত পেঁয়াজের এলসি খোলা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে কিছু এলসির বিপরীতে টেন্ডার করলেও রোববার দুপুরের পর থেকে যেসমস্ত এলসি খোলা হয়েছে এর বিপরীতে নতুন করে কোন টেন্ডার গ্রহণ করছে না।'

জি কে শামীমের ৭ দেহরক্ষীর

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
(২৬ সেপ্টেম্বর) গুলশানের অস্ত্র আইনের মামলায় চারদিনের রিমান্ড শেষে সাত দেহরক্ষীকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। এ সময় মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক ফজলুল হক। অন্যদিকে তাদের আইনজীবীরা জামিন চেয়ে আবেদন করেন। শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর হাকিম হাবিবুর রহমান চৌধুরী ঐ সাতজনকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়ে জামিন শুনানির জন্য আজকের দিন ধার্য করেন। আবেদনপত্রে তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেন, চারদিনের রিমান্ডে নিয়ে আসামিদের নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তারা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। তাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যাদি মামলার তদন্তকাজে যথেষ্ট সহায়ক হবে। তাদের দেয়া তথ্য ও নাম-ঠিকানা যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। আসামিরা জামিনে মুক্তি পেলে পলাতক হওয়ার আশংকা আছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। ২১ সেপ্টেম্বর অবৈধ অস্ত্র ও মাদক মামলায় আলোচিত যুবলীগ নেতা জি কে শামীমের ১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। এর মধ্যে অস্ত্র মামলায় পাঁচদিন ও মাদক মামলায় পাঁচদিন। এ ছাড়া সাত দেহরক্ষীকে অস্ত্র মামলায় চারদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজির সুনির্দিষ্ট অভিযোগে গত ২০ সেপ্টেম্বর যুবলীগ নেতা জি কে শামীম ও তার সাত দেহরক্ষীকে আটক করে র‍্যাব। পরদিন তাদের গুলশান থানায় হস্তান্তর করা হয়। ঐ অভিযানে এক কোটি ৮০ লাখ নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া ১৬৫ কোটি টাকার ওপর এফডিআর (স্থায়ী আমানত) পাওয়া যায়, যার মধ্যে তার মায়ের নামে ১৪০ কোটি ও ২৫ কোটি টাকা শামীমের নামে। একই সঙ্গে পাওয়া যায় মার্কিন ডলার, মাদক ও আগ্নেয়াস্ত্র।

বিদেশ পাঠানোর নামে লামিয়া

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
পরিচালকের বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া যায়নি। বেশ কয়েকজন ভুক্তভোগীর সঙ্গে কথা বলে এবং অনুসন্ধানে দেখা গেছে, লামিয়া ওভারসিজ এ পর্যন্ত অন্তত ১ হাজার মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে তাদের পথে বসিয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, লামিয়ার লাইসেন্স বাতিল করলেও ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা আদায়ে কোনও উদ্যোগ নেয়নি বিএমইটি। লামিয়ার মালিক সফিকুর রহমান ওরফে ইব্রাহীমও রয়েছেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। যদিও এ নিয়ে বিএমইটিতে তদন্ত ও শুনানি চলছে। ক্ষতিগ্রস্তরা বলছেন, লামিয়ার ম্যানেজার শাহনাজ পারভীন ওরফে সানুও প্রতারণা ও জালিয়াতির অন্যতম হোতা।

লামিয়ার স্বত্বাধিকারী সফিকুরের সঙ্গে দফায় দফায় যোগাযোগের চেষ্টা করেও অফিসে তার সাক্ষাৎ পাওয়া না গেলেও মুঠোফোনে কথা হয়। বিএমইটিতে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা হওয়ার কথা স্বীকার করার পরও উল্টো তিনি দাবি করেন, লাইসেন্স বাতিল হওয়ার তথ্য সঠিক নয়। ৫ হাজার লাইসেন্সের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে দাবি করে তিনি বলেন, 'জনশক্তি রপ্তানি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ নতুন কিছু না। কে কী অভিযোগ করলো তাতে কিছু যায় আসে না।'

লামিয়ার প্রতারণা ও জালিয়াতির অভিযোগ তদন্তের দায়িত্বে আছেন বিএমইটি'র সহকারী পরিচালক (কর্মসংস্থান) নিলাভী ইয়াসমিন। তিনি বলেন, 'বাতিল হওয়া লাইসেন্স দিয়ে কাউকে বৈধভাবে বিদেশে পাঠানোর সুযোগ নেই। যদি কেউ পাঠায় তাহলে অবৈধভাবেই পাঠাচ্ছে।' ভুক্তভোগী সহিদুল ইসলাম, সুলতান মাহমুদ মানিক ও হাসান আলীপাবনার সাথিয়া থানার হলুদঘর গ্রামের হাসান আলী জানান, কাতার বিমানবন্দরে ক্লিনারের কাজ দেওয়ার কথা বলে তার কাছ থেকে ১ লাখ ৯৪ হাজার টাকা নিয়েছে লামিয়া। গত বছরের ২ এপ্রিল ১৪ হাজার টাকা, ১৭ এপ্রিল ৩০ হাজার টাকা, ২৬ এপ্রিল ৩৯ হাজার ২০০ টাকা এবং ২৯ এপ্রিল ৯৬ হাজার টাকা জমা দেন তিনি। টাকা জমা দেওয়ার পর রসিদ ধরিয়ে দেওয়া হয় তাকে।

হাসান বলেন, 'সামান্য ৩ শতক জমি ছিল। বিক্রি করেছি। সুদে টাকা নিয়েছি, আত্মীয়দের কাছ থেকে দেনা করেছি। সব টাকাই লামিয়ার মালিক সফিকুরকে দিয়েছি। তারপরও বিদেশ যেতে পারিনি। গ্রামের বাড়িতেও ফিরতে পারি না। পাওনাদাররা থানা-পুলিশ করেছে। কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। ঢাকায় থাকি, কাজ নেই, থাকার জায়গা নেই। পথে বসে গেছি আমি।' তিনি বলেন, 'বিএমইটিতে শুনানি হয়েছে। শুনানির পর লামিয়ার লোকজন মারধর করেছে আমাকে। লাশ ফেলে দেবে বলে ভয় দেখিয়েছে।' বিএমইটি কর্মকর্তাদের সামনেই এসব ঘটেছে দাবি করে হাসান বলেন, 'বিএমইটি আমাকে সমর্থন না করে বলেছে, 'আলোচনা করে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলেন'।'

'আমার সঙ্গে কেউ নেই' বলে আক্ষেপ করেন হাসান।

মালয়েশিয়া বিমানবন্দরে ক্লিনারের চাকরি দেওয়ার কথা বলে মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার ছত্রভোগ গ্রামের সহিদুল ইসলামের কাছ থেকে ২ লাখ টাকা নিয়েছে লামিয়া। সহিদুল জানান, গত বছরের ৭ মার্চ ১০ হাজার টাকা, ৭ এপ্রিল ১০ হাজার টাকা, ১৫ এপ্রিল ৩০ হাজার টাকা, ১৭ এপ্রিল ৫০ হাজার টাকা জমা দেন তিনি। এই টাকা জমা দেওয়ার পর রসিদ দেওয়া হয়। তবে এককালীন জমা নেওয়া ১ লাখ টাকার কোনও রসিদ দেওয়া হয়নি। সহিদুল বলেন, 'টাকা জমা দেওয়ার পর লামিয়ার সফিকুর জানায়, মালয়েশিয়া নয়, সুদান পাঠানো হবে তাকে। পরে বলে, কাতারে গেলে ভালো হবে। তারপরে বলে, আলজেরিয়া পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাসপোর্টের সঙ্গে কিছু কাগজপত্র নিয়ে ঢাকায় বিমানবন্দরে যেতে বলে। সেখানে গেলে কাগজপত্র জাল উল্লেখ করে বের করে দেওয়া হয়।' সহিদুল আরও বলেন, 'বিমানবন্দর থেকে ফেরার পরই লামিয়ার কার্যালয়ে যাই। সেখানে মারধর করে পাসপোর্ট কেড়ে নেওয়া হয়। সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয় আমাকে।'

তিনি বলেন, 'টাকা ফেরত চাওয়ার জন্য প্রতি সপ্তাহেই একবার লামিয়ার কার্যালয়ে যেতে থাকি। একপর্যায়ে তারা ৪০ হাজার টাকার একটি চেক দেয়। প্রাইম ব্যাংক রামপুরা শাখায় লামিয়ার ব্যাংক হিসাবের ওই চেক নিয়ে ব্যাংকে গেলে জানানো হয় টাকা নেই।' দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট থানার চণ্ডীপুর গ্রামের সুলতান মানিক জানান, মধ্যপ্রাচ্যে ক্লিনার হিসেবে কাজ দেওয়ার নাম করে তার কাছ থেকে ৩ লাখ ৭৬ হাজার টাকা নিয়েছে লামিয়া। ২০১৭ সালে ২৪ নভেম্বর প্রথম দফায় ২৯ হাজার টাকা নেওয়া হয়। ইসলামী ব্যাংক, খিলগাঁও শাখায় লামিয়ার মালিক সফিকুর রহমানের ব্যাংক হিসাবে ওই টাকা পাঠান সুলতান। গত বছরে ১২ ফেব্রুয়ারি একই ব্যাংক হিসাবে আরও ৫০ হাজার টাকা পাঠান তিনি। গত বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি ৯ হাজার টাকা, ১১ এপ্রিল ৩০ হাজার টাকা, ২১ এপ্রিল ১৮ হাজার টাকা এবং ২৩ এপ্রিল ৯০ হাজার লামিয়ায় জমা দেন তিনি। প্রতিবারই টাকা আদায়ের রসিদ ধরিয়ে দেওয়া হয় তাকে। সুলতান সবচেয়ে বড় অংকের টাকা জমা দেন গত বছরের ১৫ এপ্রিল। অগ্রণী ব্যাংক, রামপুরা শাখায় সফিকুরের ব্যাংক হিসাবে দেড় লাখ টাকা পাঠান তিনি। পেশায় দিনমজুর সুলতান মানিক জানান, মাত্র ৫ শতক জায়গা ছিল। সেখানেই বাড়ির ভিটে আর সামান্য সবজির আবাদ হতো। জমি বিক্রির পাশাপাশি সুদেও টাকা নিয়েছিলেন তিনি। বিদেশে যেতে না পেরে ঋণের কারণে সুলতান এখন এলাকায় যেতে পারেন না, ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান। প্রথমে তাকে কাতার, পরে তানজানিয়া ও সুদানে পাঠানোর স্বপ্ন দেখিয়েছিল লামিয়া।

লিকু বড়ুয়া ও মরন চন্দ্র দেব নামে আরও দুজন জানান, বিদেশ যাওয়ার জন্য লামিয়ায় টাকা জমা দিয়েছেন তারা। কিন্তু বিদেশে যেতে পারেননি।

ত্রাণের টাকায় যাতায়াত খরচ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
তুলে ধরেন। ইফতেখারুজ্জামান বলেন, বন্যায় দুর্গম এলাকায় ত্রাণ বিতরণ করতে গিয়ে জনপ্রতিনিধি এবং একজন মন্ত্রীর যাতায়াত খরচও দেখানো হয়েছে এই ত্রাণের টাকায়। তবে সেই মন্ত্রীর নাম জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটা আমাদের গবেষণার অংশ। এক্ষেত্রে নাম প্রকাশের কোন সুযোগ নেই। টিআইবি নির্বাহী পরিচালক বলেন, ত্রাণ কার্যক্রমে দুর্নীতি ও অনিয়ম হয়েছে এমন তথ্য প্রমাণ মিলেছে। এর মধ্যে রাজনৈতিক বিবেচনায় ত্রাণ বিতরণ, স্বজনপ্রীতি, ত্রাণের চাল কম দেওয়া, একই পরিবারকে একাধিকবার ত্রাণ দেওয়া ছাড়াও কেউ অনিয়মের বিষয়ে অভিযোগ করলে তাকে ত্রাণ থেকে বঞ্চিত করার মতো ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া ত্রাণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায্যতা ও জনঅংশগ্রহণের ঘাটতির পাশাপাশি বন্যা মোকাবেলায় প্রশাসনের সার্বিক তদারকিতে দুর্বলতা পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, কিছু এলাকায় যেখানে মাথাপিছু চাল দেওয়ার কথা ছিল ১০ কেজি সেখানে দেওয়া হয়েছে দুই থেকে তিন কেজি। আবার কোথাও ৮ কেজিও দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো এলাকায় অধিক ক্ষতিগ্রস্তদের বাদ দিয়ে আত্মীয় ও রাজনৈতিক সমর্থকদের ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে বলে ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেছেন। আবার প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের বাদ দিয়ে একই পরিবার বা ব্যক্তিকে একাধিকবার ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে।

ইফতেখারুজ্জামান বলেন, বন্যায় সরকারের ভূমিকা ইতিবাচক থাকলেও মাঠ পর্যায়ে তা প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এলাকার প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ না করেই পরিকল্পনা প্রণয়ন, বন্যার আগাম পূর্বাভাস জনগণকে জানানোর উদ্যোগ না নেওয়া, প্রয়োজনীয় আশ্রয়কেন্দ্র না থাকার কারণে দুর্গম এলাকার সাধারণ জনগণ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গবাদি পশুর খাদ্য সংকট ও উদ্ধার তৎপরতা না থাকার কারণে পানির মধ্যে অনেকদিন দাঁড়িয়ে কাটাতে হয়েছে। ফলে গবাদি পশু অল্প দামে বিক্রি করতে হয়েছে। টিআইবি পরিচালক বলেন, এবারের বন্যা ১৯৮৮ সালের চেয়েও ভয়াবহ ছিল। ১৯৮৮ সালে যমুনার বিপদসীমার ১৩৪ সেন্টিমিটারের ওপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয় আর এবার ১৬৪ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু উপজেলার ৮০ শতাংশ এলাকা পানির নিচে ছিল।

এসএসসির ফরম পূরণের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা। বিলম্ব ফিসহ ১৮ নভেম্বর থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত এসএসসির ফরম পূরণ করা যাবে। বিলম্ব ফি ছাড়া অনলাইনে ফি জমা দেয়ার সময় ১৭ নভেম্বর শেষ হবে। ১০০ টাকা বিলম্ব ফিসহ ফি ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত ফি জমা দেয়া যাবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৩তম জন্মদিন উপলক্ষে ডিএসসিসি'র নগর ভবনে খাঁচাবন্দি ৭৩টি পাখি অবমুক্ত করেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন —পাঞ্জেরী

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে ৭৩টি পাখি অবমুক্ত করলেন সাঈদ খোকন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৩তম জন্মদিনে ৭৩টি বাজরিগার পাখি অবমুক্ত করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে শুভ কামনা জানিয়ে এসব পাখি অবমুক্ত করেন মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন। রোববার নগর ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে এসব পাখি অবমুক্ত করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মেয়র সাঈদ খোকন তিনটি খাঁচা থেকে ৭৩টি বাজরিগার পাখি অবমুক্ত করেন। এসময় ডিএসসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. শরীফ আহমেদসহ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভা এবং দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। 'শেখ হাসিনার জন্মদিন, বাংলাদেশের খুশির দিন' শীর্ষক এ আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মেয়র সাঈদ খোকন। তিনি বলেন, আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী শেখ হাসিনা। আজ তার ৭৩তম জন্মদিন। ১৯৮১-৮২ সালের দিকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে প্রথম নেত্রীর সঙ্গে দেখা হয়। আমি বাবার সঙ্গে ওখানে গিয়েছিলাম। আমার নেত্রীর সঙ্গে বহু স্মৃতি রয়েছে। আবেগ রয়েছে। সেই ৩৭-৩৮ বছর আগের ঘটনা। যখনই কোনো নির্দেশনার প্রয়োজন হয়েছে নেত্রীর কাছ থেকে পেয়েছি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সব কর্মী, তা সে যে পর্যায়েরই হোক না কেন, যে কোনো সমস্যায় সবসময় নেত্রীকে পাশে পেয়েছেন। আজ আমার বাবা নেই। কিন্তু বাবা থাকলে সন্তান হিসেবে আমার জন্য যা যা করতেন তার সবকিছু নেত্রী করছেন। তিনি আরও বলেন, নেত্রী স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ধর্ম নিরপেক্ষতা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এসব কিছুই তার নেতৃত্বে হয়েছে। এক সময় বিশ্ববাসী বঙ্গবন্ধুকে দিয়ে বাংলাদেশ চিনত। আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দিয়ে বিশ্ব বাংলাদেশকে চিনছে। তিনি বাংলাদেশ ছাপিয়ে বিশ্ব নেতায় পরিণত হয়েছেন। তাকে মাদার অব হিউম্যানিটি বলা হয়। অনুষ্ঠানে ঢাকা দক্ষিণ আওয়ামী লীগের নেতা, করপোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং কর্মকর্তা-কর্মচারিরা উপস্থিত ছিলেন।

সাউথ এশিয়ান ট্রাভেল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

'উদীয়মান গন্তব্য-দর্শনার্থীদের পছন্দ' ক্যাটাগরিতে সাউথ এশিয়ান ট্রাভেল অ্যাওয়ার্ড (সাতা) পেয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ অব্যাহতভাবে দেশের হসপিটালিটি, উত্তম আতিথিয়তা এবং পর্যটন খাত উন্নয়নে অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে এই পুরস্কার পেয়েছে।

রোববার সচিবালয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে গিয়ে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের (বিহা) সভাপতি এইচ এম হাকিম আলীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলীর কাছে এ পুরস্কার তুলে দেন।

গত ২০ সেপ্টেম্বর শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশকে এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিহা সাউথ এশিয়ান ট্রাভেল অ্যাওয়ার্ডের বাংলাদেশের শাখা সমন্বয় করে থাকে। হোটেল দ্য ওয়ে ঢাকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বিহার সদস্য আহমেদ ইউসুফ ওয়ালিদ সাংবাদিকদের জানান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ ও শ্রীলংকা- এই দেশগুলোর হোটেল এবং ট্রাভেল ইন্ডাস্ট্রিকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে রিকগনিশন দেওয়া হয়। এরমধ্যে বাংলাদেশের আটটি স্টার হোটেল ও দুটি ট্রাভেল এজেন্ট বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে এই অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে।

তিনি বলেন, সবচেয়ে গর্বের বিষয় হলো উদীয়মান গন্তব্য নিয়ে ভোটাভুটিতে বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান স্থান পেয়েছে। সেখান থেকে বাংলাদেশ নতুন ইমার্জিং ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন হিসেবে সাউথ এশিয়ান ট্রাভেল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। এটা সবার জন্য গর্বের। আমরা বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের (বিহা) হয়ে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এ অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করি। আজকে সেটা প্রতিমন্ত্রীর হাতে তুলে দিলাম।

অ্যাওয়ার্ড পাওয়া হোটেলগুলো হলো- আমারি ঢাকা, দুসাই রিসোর্ট ও স্পা, হোটেল জাবির প্যারাডাইস লিমিটেড (হোটেল এন্ড রিসোর্ট), ওশান প্যারাডাইস লিমিটেড, রেডিসন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেন, সাইমন বিচ রিসোর্ট, দ্য ওয়ে ঢাকা এবং দ্য ওয়েস্টিন ঢাকা। আর ট্রাভেল এজেন্ট- গ্যালাক্সি হলিডে লিমিটেড ও গ্যালাক্সি ট্রাভেল ইন্টারন্যাশনাল।

কর্মকর্তাদের তদন্তের নথি সংরক্ষণের তাগিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

দুর্নীতির অনুসন্ধানের সাথে কমকর্তাদের 'নোটবুক অব ইনকোয়ারি' সংরক্ষণের তাগিদ দিলেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সচিব মুহাম্মদ দিলোয়ার বখৎ।

রোববার দুদকের প্রধান কার্যালয়ে কমিশনের তদন্তকারী কর্মকর্তাদের 'অনুসন্ধান ও তদন্ত পদ্ধতি সংক্রান্ত' পাঁচ দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। দুদক সচিব বলেন, অনুসন্ধান ও তদন্ত কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কমিশন এ জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করছে। এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিবর্তিত ও সংশোধিত আইন এবং নতুন নতুন বিধি-বিধান অনুসারে অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হবে। দুর্নীতিপরায়ণরা প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন কৌশলে দুর্নীতি করলে তা উদঘাটন করার জন্যই নতুন নতুন কৌশল দুদক কর্মকর্তাদের জানতে হবে। প্রতিটি অনুসন্ধানের সাথে কর্মকর্তাদের 'নোটবুক অব ইনকোয়ারি' সংরক্ষণ করতে হবে। এতে অনুসন্ধানের গুণগতমান এবং কর্মকর্তাদের কর্মপ্রয়াস যেমন আরো বিকশিত হবে, তেমনি মনিটরিং আরো সহজ হবে।

আন্তর্জাতিক

এমন সংকটে যুক্তরাষ্ট্র আগে কখনও পড়েনি : ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক ▸

নিজের অভিশংসনের দাবি জোরালো হয়ে ওঠার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, এমন সংকটে যুক্তরাষ্ট্র আগে কখনও পড়েনি। শনিবার টুইটারে দেওয়া এক ভিডিও পোস্টে তিনি এমন দাবি করেন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এক ফোনালাপের জেরে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে ইতোমধ্যে ট্রাম্পকে অভিশংসনের বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। ঐ তদন্ত শুরুর পরই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন ট্রাম্প। শনিবার টুইটারে পোস্ট করা ভিডিওতে ট্রাম্প বলেন, এটা খুবই সহজ বিষয় যে, তারা আমাকে থামানোর চেষ্টা করছে। কেননা, আমি আপনাদের জন্য লড়াই করছি এবং তাদেরকে আমি এটা কখনোই হতে দেবো না। বিরোধী দল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সমালোচনা করে ট্রাম্প বলেন, তারা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের কাছ থেকে সবকিছু নিয়ে যেতে চায়। তারা আপনাদের বন্দুক কেড়ে নিতে চায়। তারা আপনাদের স্বাস্থ্যসেবা, ভোটাধিকার ও স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে চায়। তারা আপনাদের গণরায় কেড়ে নিতে চায়। এদিকে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং সৌদি রাজপরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথোপকথনের অনুলিপি নিয়ে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে হোয়াইট হাউস। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভ্লাদিমির পুতিন এবং সৌদি রাজপরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ট্রাম্পের অনেক স্পর্শকাতর বিষয়ে কথোপকথন হয়েছে। ইউক্রেনের নেতার সঙ্গে ফোনালাপ ফাঁসের ঘটনায় এখন বিষয়টি নিয়ে আগের চেয়ে আরও সজাগ রয়েছে হোয়াইট হাউস। এ সংক্রান্ত নথিগুলো রাখা হয়েছে অতিমাত্রায় সুরক্ষিত কম্পিউটার নেটওয়ার্কে। ফলে সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্তৃপক্ষ ছাড়া অন্য কারও এটি দেখার সুযোগ থাকবে না। সৌদি রাজপরিবারের সদস্যদের মধ্যে দেশটির রাজা সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদ, যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান (এমবিএস) এবং যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত প্রিন্স খালিদ বিন সালমানের সঙ্গে ট্রাম্পের ফোনালাপ হয়েছিল। সম্প্রতি ফাঁস হওয়া এক ফোনালাপে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও তার ছেলে হান্টারের বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে রীতিমতো চাপ দিয়ে যাচ্ছেন ট্রাম্প।

ভারতের আদালতে ইমরান খানের বিরুদ্ধে মামলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক ▸

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের ভাষণে কাশ্মীরিদের পক্ষ নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। পাশাপাশি তিনি সতর্ক করে বলেছেন, ভারত এবং পাকিস্তান পরমাণু শক্তিধর দুই দেশ। এই দুই দেশের মধ্যে যদি যুদ্ধ বাধে তবে বিশ্বকে এর পরিণতি ভোগ করতে হবে।

গত ৫ আগস্ট সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহারের মাধ্যমে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা তুলে নেয় ভারত। ফলে জাতিসংঘে দেয়া ভাষণে ভারতের নিন্দা জানিয়েছেন ইমরান খান। তার ঐ দীর্ঘ ৫০ মিনিটের ভাষণ ঘিরে সারা বিশ্বেই আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে।

এদিকে, জাতিসংঘে তার ঐ ভাষণের পরেই ভারতের তরফ থেকে তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। শনিবার বিহারের মুজাফফরপুর জেলার এক আদালতে ইমরান খানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সুধীর কুমার ওঝা নামের এক আইনজীবী এই মামলাটি করেছেন। ঐ আইনজীবীর অভিযোগ, জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ভারতকে পরমাণু যুদ্ধের হুমকিসহ বিভিন্ন আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন ইমরান খান।

আদালতের কাছে ঐ আইনজীবী আবেদন জানিয়েছেন যে, তার অভিযোগের ভিত্তিতে পাক প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যেন সরাসরি এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দেয়া হয়।

সুধীর কুমার ওঝা ঐ পিটিশনে বলেন, সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলে ভারতের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে পাক প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য লোকজনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে এবং দেশজুড়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে।

শুক্রবার জাতিসংঘের ঐ ভাষণে কাশ্মীর পরিস্থিতি তুলে ধরে ইমরান খান সতর্ক করে বলেন, কাশ্মীর থেকে কারফিউ উঠে গেলে সেখানে রক্তবন্যা বয়ে যেতে পারে। হাজার হাজার কাশ্মীরিকে গৃহবন্দি এবং গ্রেপ্তার করায় ভারতের নিন্দা জানান তিনি। কাশ্মীর পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে জাতিসংঘকে পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন যে, এটা জাতিসংঘের জন্য একটি পরীক্ষা।

সৌদি বাদশাহর দেহরক্ষীকে গুলি করে হত্যা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক ▸

সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ব্যক্তিগত বিরোধের জের ধরেই নিহত হয়েছেন এই দেহরক্ষী। শনিবার সন্ধ্যায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে মক্কা পুলিশের এক মুখপাত্র নিশ্চিত করেছেন। ঐ মুখপাত্র জানিয়েছেন, এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন বাদশাহর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী মেজর জেনারেল আবদুল আজিজ বিন বাদাহ আল ফাঘাম। সেখানেই তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। মামদুহ আল আলি নামের এক বন্ধুর সঙ্গে বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন আবদুল আজিজ। সে সময় আল আলি বাড়ির ভেতরে গিয়ে অস্ত্র নিয়ে ফিরে আসেন। তিনি বেড়িয়ে এসেই আবদুল আজিজকে গুলি করেন। সে সময় আরও দু'জন গুলিবিদ্ধ হয়। আল আলি নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানান এবং তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। পরে আবদুল আজিজের সঙ্গে থাকা নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে আল আলিও নিহত হয়েছেন।

দুই বাংলাদেশিকে গাড়িচাপা : জুয়ার আসরে আটক সেই হোটেল মালিক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক ▸

কলকাতায় দুই বাংলাদেশিকে গাড়িচাপা দেয়া জনপ্রিয় রেস্তোরাঁর মালিক চেন আরসালানের মালিক পারভেজ আখতারকে জুয়ার আসর থেকে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার রাতে শেক্সপিয়র সরণির একটি রেস্তোরাঁ থেকে তাকে আটক করে কলকাতা পুলিশ। এছাড়া পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে।

জানা গেছে, প্রতিবছর পূজার আগে কলকাতাসহ গোটা রাজ্যে জুয়া বিরোধী অভিযান চালানো হয়। শনিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শেক্সপিয়র সরণির তিনটি জায়গায় হানা দেন পুলিশের গুন্ডা দমন শাখার সদস্যরা। এর মধ্যে দু'টি জায়গা থেকে ৬ জনকে আটক করে পুলিশ। এর মধ্যে পারভেজ আখতার নিজের একটি রেস্তোরাঁয় বসে 'পোকার' খেলার সময় হাতেনাতে ধরা পড়েন। তার সঙ্গে আরও পাঁচজনকে আটক করে জেরা করছে পুলিশ।

কলকাতা পুলিশের এক শীর্ষ কর্মকর্তা জানান, শেক্সপিয়র সরণির তিনটি জায়গায় 'পোকার' খেলা হচ্ছিল বলে খবর পায়। সঙ্গে সঙ্গে ঐ রেস্তোরাঁগুলোতে হানা দেন গুন্ডা দমন শাখার কর্মকর্তারা। দু'টি রেস্তোরাঁ থেকে ছ'জনকে আটক করা হয়েছে।

গত ১৭ আগস্ট রাত আড়াইটায় শেক্সপিয়র সরণি থানার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মার্সিডিজ গাড়িতে জাগুয়ার নিয়ে ধাক্কা মারেন আরসালানের মালিক পারভেজ আখতারের ছেলে রাঘিব। এ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান বাংলাদেশের দুই নাগরিক। তারা হলেন, কাজী মুহাম্মদ মইনুল আলম (৩৬) এবং ফারহানা ইসলাম তানিয়া (৩০)।

এ ঘটনায় প্রথমে পারভেজ আখতারের এক ছেলে আরসালান পারভেজকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে জানা যায়, তিনি নয় গাড়ি চালাচ্ছিলেন তার ভাই। এ ঘটনা রাঘিব ও তার মামা মহম্মদ হামজা জেল হেফাজতে রয়েছেন। এবার নিষিদ্ধ জুয়ার আসর থেকে আটক হলেন আরসালান ও রাঘিবের বাবা।

ব্যবসা-বাণিজ্য →

বসুন্ধরা এলপি গ্যাসের সঙ্গে ইস্টার্ন ব্যাংকের চুক্তি

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক ▸

দেশের সবচেয়ে বড় এলপিজি কোম্পানি বসুন্ধরা এলপি গ্যাস লিমিটেডের সঙ্গে চুক্তি সই করেছে বেসরকারি খাতের ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড (ইবিএল)। এই চুক্তির মাধ্যমে বসুন্ধরা এলপি গ্যাসের ডিস্ট্রিবিউটর/ডিলাররা ইবিএল (বি-টু-বি বিজনেস টু বিজনেস) পেমেন্ট সলিউশনস গ্রহণ করে তাদের মধ্যকার ব্যবসায়িক অর্থ দেওয়া-নেওয়ায় সহজতা লাভ করবেন। এছাড়া এ চুক্তির আওতায় ইবিএল স্বতন্ত্রভাবে বসুন্ধরা এলপিজিকে সেবা দেবে। বৃহস্পতিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বসুন্ধরা এলপিজির পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সম্প্রতি রাজধানীর গুলশান-২ এ অবস্থিত ইবিএল হেড অফিসে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বসুন্ধরা এলপি গ্যাসের পক্ষে বসুন্ধরা গ্রুপের হেড অব ডিভিশন (বিজনেস ডেভলপমেন্ট) সেক্টর-এ জেড এম আহমেদ প্রিন্স, বসুন্ধরা এলপি গ্যাস লিমিটেডের জিএম (সেলস) জাকারিয়া জালাল এবং ইবিএল রিটেইল ও এসএমই ব্যাংকিং প্রধান এম. খোরশেদ আনোয়ার নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন। এছাড়া চুক্তি সই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইবিএলের পক্ষে এএনএম শাহাদাত হোসেন (ইউনিট হেড, কর্পোরেট সেলস এবং এলায়েন্স) এবং ফাতেমা জাহান শেলি (অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার, কর্পোরেট সেলস এবং এলায়েন্স) এবং বসুন্ধরার পক্ষে কাজী রোকন উদ্দিন (ম্যানেজার, মিডিয়া এবং পি আর, সেক্টর এ)। জেড এম আহমেদ প্রিন্স বলেন, বাংলাদেশের এলপিজি খাতের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা এলপি গ্যাস লিমিটেড। বসুন্ধরা শুরু থেকেই দেশ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। জাকারিয়া জালাল বলেন, বসুন্ধরা এলপি গ্যাসের এগিয়ে চলার পথে আমাদের পরিবেশকদের অবদান অনস্বীকার্য। আমাদের এ অবস্থানে থাকার পেছনে পরিবেশকরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছেন। পরিবেশকরা যেন সহজেই আমাদের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন করতে পারেন সেই চাহিদার কথা বিবেচনা করে ইস্টার্ন ব্যাংকের সঙ্গে এ চুক্তি করা হয়েছে। এম খোরশেদ আনোয়ার বলেন, ইস্টার্ন ব্যাংক তার উদ্ভাবনী পণ্য ও সেবা দেওয়ার মাধ্যমে বিশ্বমানের গ্রাহক অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে অংশীদারদের সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ সমঝোতা চুক্তি সাশ্রয়ী মূল্যে এবং সুবিধাজনকভাবে পরিবেশকদের সঙ্গে কোম্পানির লেনদেন নিশ্চিত করবে। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস সব সময় মানুষের স্বপ্ন পূরণে কাজ করছে। এটি খুবই প্রশংসনীয় একটি চুক্তি।

রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্সের ৩ উদ্যোক্তা শেয়ার কিনবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বীমা খাতের প্রতিষ্ঠান রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্সের তিন কর্পোরেট উদ্যোক্তা কোম্পানিটির ১২ লাখেরও বেশি শেয়ার কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির তিন উদ্যোক্তা র‌্যাংকস লিমিটেড, ট্রেইনকো লিমিটেড এবং ট্রান্সফিউশন লিমিটেড রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মাধ্যমে শেয়ার কেনার এ ঘোষণা দেন। ডিএসই জানিয়েছে, বিদ্যমান বাজার দরে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে ব্লক মার্কেট থেকে এই তিন উদ্যোক্তা শেয়ার কেনার ঘোষণা দেন। ডিএসইর তথ্য অনুযায়ী, র‌্যাংকস লিমিটেড ৬ লাখ ১৩ হাজার ৫০টি শেয়ার কিনবে। বাকি দুই উদ্যোক্তার মধ্যে ট্রেইনকো লিমিটেড ৩ লাখ ৬ হাজার ৫২৫টি এবং ট্রান্সফিন লিমিটেড ৩ লাখ ৬ হাজার ৫২৫টি শেয়ার কিনবে।

ডুয়িং বিজনেস সূচক : উন্নতির পথে থাকা তালিকায় বাংলাদেশ

অর্থনীতি ডেস্ক ▸

বিশ্ব ব্যাংকের হিসাবে এ বছর যে ২০টি দেশ ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়মকানুন ও তার বাস্তবায়নে বেশি উন্নয়ন করবে তার একটি বাংলাদেশ। তার আলোকেই বিশ্ব ব্যাংকের 'ডুয়িং বিজনেস' সূচকের ২০টি দেশের একটি হিসেবে ঠাঁই হচ্ছে বাংলাদেশের।

২৪ অক্টোবর এ তালিকা প্রকাশ করবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ এখন এ সূচকে ১৯০টি দেশের মধ্যে ১৭৬তম। এবার বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন প্রকাশের পর এই অবস্থানের উন্নতি হতে পারে।

বিশ্বব্যাংক প্রকাশিতব্য সংস্কারের এগিয়ে থাকা তালিকায় ২০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ছাড়াও রয়েছে ভারত, চীন, আজারবাইজান, বাহরাইন, জর্ডান, কেনিয়া, মিয়ানমার, পাকিস্তান, কাতার, সৌদি আরব, কুয়েত, কসোভো, জিবুতি, টোগো, উজবেকিস্তান, তাজাকিস্তান, নাইজেরিয়া, কিরগিজ রিপাবলিক ও জিম্বাবুয়ে। ১০টি নির্দেশক বা মানদণ্ডের ভিত্তিতে ডুয়িং বিজনেস স্কোর গণনা করে বিশ্বব্যাংক। গত বছর ৬টি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান পিছিয়ে যায়। এগুলো হচ্ছে- ব্যবসা শুরু করা, নির্মাণ কাজের অনুমোদন, ঋণপ্রাপ্তি, ক্ষুদ্র শেয়ারধারী বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা, দেউলিয়াত্ব ঠেকানো ও সীমান্ত বাণিজ্য। অন্যদিকে বিদ্যুৎ সংযোগ, সম্পত্তি নিবন্ধন ও কর প্রদান মানদণ্ডে উন্নতি হয়। ব্যবসায়িক চুক্তি কার্যকর বিষয়ে একই অবস্থান আছে। গত বছরের অক্টোবরে প্রকাশিত ডুয়িং বিজনেস-২০১৯ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৯০টি দেশের মধ্যে ১৭৬তম। বাংলাদেশের স্কোর ছিল ৪১.৯৭। এর আগের বছরের চেয়ে মাত্র এক ধাপ এগোয় বাংলাদেশ। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে পিছিয়ে ছিল। গত বছর ভারতের ২৩ ধাপ অগ্রগতি হয়। বিদেশি বিনিয়োগ করার আগে দেশ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের এ সূচকটি বিবেচনায় আসে বলে মনে করা হয়।

লন্ডনে ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড-সেটার্স কনফারেন্স-২০১৯ এ বিএইচবিএফসি'র চেয়ারম্যানের যোগদান

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন এর চেয়ারম্যান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. মো. সেলিম উদ্দিন, এফসিএ, এফসিএমএ আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর হতে ১ অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য ইন্টারন্যাশনাল একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড (আইএএসবি) কর্তৃক আয়োজিত ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড-সেটার্স কনফারেন্স-২০১৯ এ অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। তিনি আইএএসবি কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে উক্ত কনফারেন্সে ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) এর প্রতিনিধিত্ব করবেন। গ্লোবাল হিসাবমান প্রণয়নকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান আইএএসবি কর্তৃক আয়োজিত এই সম্মেলনে বিগত বছরসমূহে প্রণয়নকৃত বিভিন্ন ধরনের আইএফআরএস সমূহ, আইএফআরএস এর পরিবর্তন/পরিবর্ধন/উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়াদি আলোচিত হবে। আইএএসবি বিভিন্ন কমিটি এবং অন্যান্য অংগ সংগঠনের কার্যাবলী, ভূমিকা এবং আইএফআরএস এর বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হবে। এছাড়াও দুই দিনব্যাপী উক্ত কনফারেন্সে ইন্টারন্যাশনাল ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (আইএফআরএস) বিষয়ে ৭টি গুরুত্বপূর্ণ সেশন যথা: ডিসক্লোজার ইনিয়াশিয়েটিভ, রিভিউ ফর দ্যা আইএফআরএস ফর এসএমই, ফাইনান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্টস, আইএফআরএস ইন্টারপ্রিটেশন কমিটি, ইলেক্ট্রনিক রিপোর্টিং, বিজনেস কম্বিনেশনস ও ইসলামিক ফাইনান্স বিষয়ের উপর সেশন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে অধ্যাপক ড. মো. সেলিম উদ্দিন ইলেকট্রনিক্স রিপোর্টিং এবং রিভিউ ফর দ্যা আইএফআরএস ফর এসএমই বিষয়ক ২টি সেশনে সরাসরি অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব করবেন। লন্ডনে অনুষ্ঠিতব্য ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড-সেটার্স কনফারেন্সে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড সেটার্স এবং রিজিওনাল একাউন্টিং বডিস এর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করবেন। উক্ত কনফারেন্সে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড এর সর্বশেষ এবং সর্বোৎকৃষ্ট প্র্যাকটিস ও পন্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ এবং শেয়ার করার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্সের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ

অর্থনীতি ডেস্ক ▸

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্সের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র জানায়, প্রথম প্রান্তিকে (জানু-জুন,১৯) কোম্পানিটির প্রিমিয়াম আয় কমেছে ১৯ কোটি ৭৮ লাখ ৬০ হাজার টাকার। আর লাইফ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৫ কোটি ৬১ লাখ ১০ টাকা। আগের বছর একই সময় ছিল ২১ কোটি ৯৫ লাখ ২০ হাজার টাকা। আর লাইফ ফান্ডের পরিমাণ ছিল ১০৬ কোটি ৮৭ লাখ ৪০ হাজার টাকা। অপরদিকে কোম্পানিটির দ্বিতীয় প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন,২০১৯) ১৬ কোটি ৩৪ লাখ ৩০ টাকার প্রিমিয়াম আয় কমেছে। আলোচ্য সময়ে কোম্পানিটির লাইফ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯ কোটি ২৬ লাখ ৮০ টাকা। আগের বছর একই সময় কোম্পানির প্রিমিয়াম আয় কমেছিল ৫৬ লাখ ৪০ হাজার টাকার। একই সময়ে কোম্পানিটির লাইফ ফান্ডের পরিমাণ ছিল ১০৬ কোটি ৩১ লাখ টাকা। আর ৬ মাসে কোম্পানিটির প্রিমিয়াম আয় কমেছে ৩৬ কোটি ১২ লাখ ৯০ হাজার টাকার। আর লাইফ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯ কোটি ২৬ লাখ ৮০ হাজার টাকার। আগের বছর একই সময় ছিল ২২ কোটি ৫১ লাখ ৬০ হাজার টাকার। আর লাইফ ফান্ডের পরিমাণ ছিল ১০৬ কোটি ৩১ লাখ টাকা।

পীরেরবাগে ইসলামী ব্যাংকের 'ব্যাংকিং বুথ' উদ্বোধন

অর্থনীতি ডেস্ক ▸

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ব্যাংকিং বুথ বৃহস্পতিবার ঢাকার পীরেরবাগে উদ্বোধন করা হয়। ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আবু রেজা মো. ইয়াহিয়া প্রধান অতিথি হিসেবে এ বুথ উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমেদ ও মো. মাহবুব আলম। এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ঢাকা সাউথ জোনপ্রধান আবু সাঈদ মো. ইদ্রিস এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভাইস প্রেসিডেন্ট ও আগারগাঁও শাখাপ্রধান মাহমুদা সুলতানা। গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষে বক্তব্য দেন জুলফিকার স্টীল রি-রোলিং মিলস লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান মাহবুবুর রশীদ জুয়েল, দক্ষিণ পীরেরবাগ বাড়ি মালিক সমিতির সভাপতি মো. আবুল কালাম আজাদ ও গ্রেস বিল্ডার্স লিমিটেড-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মো. নাসিমুল হক। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পীরেরবাগ বুথ ইনচার্জ মো. আনিসুজ্জামান। স্থানীয় ব্যবসায়ী, পেশাজীবী, গ্রাহক, শুভানুধ্যায়ী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বুথ ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতায় শাখার প্রায় সকল ব্যাংকিং সেবা তথা হিসাব খোলা, নগদ টাকা জমা ও উত্তোলন, ফান্ড ট্রান্সফার, ফরেন রেমিট্যান্স উত্তোলন, ইউটিলিটি বিল জমা ও বিনিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে আবু রেজা মো. ইয়াহিয়া বলেন, ইসলামী ব্যাংক সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের ব্যাংক। গ্রাম ও শহরের প্রতিটি জনপদে ধর্ম-বর্ণ-পেশা নির্বিশেষে সকল মানুষকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় নিয়ে আসছে ইসলামী ব্যাংক। ইসলামী ব্যাংকের কল্যাণমুখী সেবা দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তিনি বলেন, ইসলামী ব্যাংক আন্তরিক সেবা, স্বচ্ছতা ও পরিপালন সংস্কৃতির মডেল। সঞ্চয় ও বিনিয়োগে সহায়তার মাধ্যমে পীরেরবাগের মানুষের আর্থিক সমৃদ্ধি অর্জনে এই ব্যাংকিং বুথ সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। আই ব্যাংকিং, আই স্মার্ট অ্যাপ্স ও ই-পেসহ সকল আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনি কর্মকর্তাদের প্রতি নির্দেশ দেন।

চেইন নেটওয়ার্ক স্থাপনে গোল্ডেন হার্ভেস্ট-আইএফসি চুক্তি

অর্থনীতি ডেস্ক ▸

বিশ্বমানের কোল্ড স্টোরেজ এবং লজিস্টিকস নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য কোল্ড চেইন বাংলাদেশ লিমিটেডের (সিবিবিএল) সঙ্গে বিশ্বব্যাংক গ্রুপের সদস্য ইন্টারন্যাশনাল ফাইনান্স করপোরেশনের (আইএফসি) চুক্তি সই করেছে। বৃহস্পতিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) আইএফসির ঢাকা অফিসে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে বলা হয়, গোল্ডেন হার্ভেস্ট আইসক্রিম লিমিটেড (জিএইচআইএল) এবং গোল্ডেন হার্ভেস্ট ফুডস লিমিটেডের (জিএইচএফএল) মালিকানাধীন নতুন প্রাইভেট কোম্পানি সিবিবিএল। বাংলাদেশে সমন্বিত কোল্ড চেইন এবং তাপনিয়ন্ত্রিত লজিস্টিক সরবরাহের ক্ষেত্রে এটিই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান। গোল্ডেন হার্ভেস্টের ৭০ শতাংশ এবং আইএফসির ৩০ শতাংশ বিনিয়োগে ২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের এ পাইলট প্রকল্পে দেশের ১২টি স্থান থেকে তাপনিয়ন্ত্রিত পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন ধরনের পণ্য সংরক্ষণ এবং পরিবহন সেবা দেওয়া হবে। বাংলাদেশে কোল্ড চেইনে অগ্রণী এ নেটওয়ার্কে বিভিন্ন ধরনের পচনশীল পণ্য (যেমন ফার্মাসিউটিক্যাল, ফ্রোজেন ফুড, দুগ্ধ ও মাংস, ফলমূল, সবজি, বেকারি ও কনফেকশনারি এবং আইসক্রিম ইত্যাদির) উন্নতমানের সংরক্ষণ এবং তাপনিয়ন্ত্রিত পরিবহনসেবা দেওয়া হবে। সেবাগুলোর মধ্যে থাকবে দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি সংরক্ষণ, বাল্ক ট্রান্সপোর্ট, ক্রস-ডকিং, লাস্ট-মাইল ডেলিভারি, ড্রপ শিপিং ইনেবলার এবং পণ্য সম্পর্কিত বিশেষায়িত চাহিদাভিত্তিক সেবা।

সাউথ বাংলা ব্যাংকের ব্যাংকিং পেশার বহুমুখিতা শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স ব্যাংকের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে 'ব্যাংকিং পেশার বহুমুখিতা' বিষয়ে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা শনিবার প্রধান কার্যালয়ে ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোস্তফা জালাল উদ্দিন আহমেদ উদ্বোধন করেন। দিনব্যাপী কর্মশালায় আলোচক ছিলেন, দুর্নীতি দমন কমিশনের মহাপরিচালক মো. মফিজুর রহমান, বিশিষ্ট ব্যাংকার এস. এ. চৌধুরী, ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক তারিকুল ইসলাম চৌধুরী, এসবিএসি ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ মো. নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

সম্পাদকীয়

ঢাকা, সোমবার ■ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯

আমরা প্রস্তুত তো?

বাংলাদেশও রয়েছে ভূমিকম্প ঝুঁকিতে। এজন্য ভূমিকম্প মোকাবেলায় প্রস্তুতি থাকতে হবে। বাংলাদেশ ভূকম্পপ্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত। বিজ্ঞানীদের এই কথা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাচ্ছে। ভূমিকম্প বলে-কয়ে আসেনা। কিন্তু এজন্য করণীয় রয়েছে। এ জন্য আমরা কতোটা প্রস্তুত সে ব্যাপারে নতুন করে ভাবতে হবে। নিতে হবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। ভূমিকম্প এমন একটি দুর্যোগ যার পূর্বাভাস এখনো বিজ্ঞানীরা দিতে পারছে না। তবে নানা গবেষণায় ভূমিকম্পপ্রবন অঞ্চল হিসেবে বাংলাদেশের কথা উঠে এসেছে বার বার। বিশেষজ্ঞের মতে, বাংলাদেশ এখন কোনোমতেই ঝুঁকিমুক্ত নয়। কারণ গত ৮০-৮১ বছরে কোনো বড় ভূমিকম্প হয়নি। এছাড়া ইন্ডিয়ান প্লেট যাচ্ছে উত্তর দিকে, আর উত্তর দিকে আমাদের ইউরেশিয়ান প্লেট। দু'টি প্লেট ধাক্কা দিচ্ছে, আর তাতে করে এর বাউন্ডারিতে এনার্জি স্টোর হচ্ছে। বেশ কিছুদিন পরপর প্রেশারটি রিলিজ করার জন্য জায়গাটি নড়ে যায়, আর তখন ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্পপ্রবন অঞ্চল হওয়ায় বাংলাদেশ রয়েছে মারাত্মক ঝুঁকিতে। বিল্ডিং কোড মেনে না চলা, বন উজাড়, পাহাড় কেটে ধ্বংস করাসহ নানা উপায়ে আমরা যেন ভূমিকম্প নামক মহা বিপদকে ডেকে আনছি। এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, সারা দেশে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের সংখ্যা লক্ষাধিক।

একই সাথে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে ভূমিকম্পের কারণে সৃষ্ট ভূকম্পনেও বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে বলেও বিশ্লেষকরা বলছেন। এ ক্ষেত্রে নতুন ভবন নির্মাণে সরকারি তদারকি আরো বাড়ানো প্রয়োজন। বার বার ভূমিকম্প এ কথাই যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, দুর্যোগ মোকাবেলায় আমরা আসলে কতোটা প্রস্তুত। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় বলা হয়েছে সাড়ে ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে বাংলাদেশে প্রায় ২ থেকে ৩ লাখ মানুষের প্রাণহানি ঘটবে।

রাজধানীতে দিন দিন বাড়ছে আকাশচুম্বী অট্টালিকার সংখ্যা। অল্প জায়গায় এতো বড় বড় স্থাপনা ভূমিকম্পের ঝুঁকি আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। শুধু তাই নয় বিল্ডিং কোড না মেনে তৈরি করা হচ্ছে ভবন। এতে স্বল্পমাত্রার কম্পনেই ভেঙ্গে পড়তে পারে অনেক ভবন। এছাড়া ভূমিকম্পপরবর্তী দুর্যোগ মোকাবেলায়ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে হবে। তৈরি করতে হবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। জনসচেতনার জন্য চালাতে হবে ব্যাপক প্রচারণা। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভূমিকম্প রোধ করা সম্ভব নয়, তবে আমরা প্রকৃতির ওপর অবিচার করে নিজেরাই যেন ভূমিকম্প ডেকে না আনি সে বিষয়ে সতর্ক থাকার কোনো বিকল্প নেই।

নবম বেতনবোর্ড ও গণমাধ্যমের বিদ্যমান সংকট

গ্রহণযোগ্য বাস্তবসম্মত রোয়েদাদ কাম্য

একটি শিল্পের ভালো থাকার সঙ্গে ঐ শিল্পের কর্মরত কর্মীদের ভালো থাকা নির্ভরশীল। দেশ এখন নানাবিধ সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটে নিপতিত। মত প্রকাশের স্বাধীনতা নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করার ক্ষেত্রে সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা, দাবিদাওয়া এবং আইনগত প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে ইতোপূর্বে সংবাদপত্র শিল্পের জন্য নবম বেতনবোর্ড রোয়েদাদের গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। গেজেট প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই দেশের সাংবাদিক ইউনিয়নগুলোর পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের গ্রাচুইটি, ভ্যাট পরিশোধসহ বেশকিছু অসঙ্গতিরও বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ শুরু করে। এসব অসঙ্গতি দূর ও নতুন সংশোধিত গেজেট প্রকাশের দাবিতে গত শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক স্বার্থ সুরক্ষা পরিষদ আয়োজিত 'গণমাধ্যমের বিদ্যমান সংকট : সাংবাদিকদের স্বার্থ সুরক্ষা' নিয়ে গোলটেবিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও বৈঠকে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকদের বেতন কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তির আলোচনা এবং মজুরি কাঠামোতে সাংবাদিকদের স্বার্থ রক্ষায় ইউনিয়ন নেতাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা উঠতেও বাকী থাকেনি। একথা ঠিক, ঘোষিত নতুন মজুরি কাঠামোতে সংবাদপত্র ও সংবাদসংস্থার কর্মীদের বদলে মালিকদের স্বার্থসংরক্ষণই বেশি হয়েছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তথা দলের দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন ওবায়দুল কাদের। যিনি নিজেও একজন স্বনামধন্য সাংবাদিক ছিলেন। সরকার যদি স্বদলীয় দলবিদ্বের সাংবাদিক সমিতি, নতজানু, আপসকামীদের নিয়ে মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করতে যেয়ে, সাংবাদিক এবং শ্রমিকের স্বার্থ ও অধিকার ক্ষুণ্ণ করেন তা হবে সংবাদপত্রসেবীদের জন্য অনেক বড় কষ্টের। সাংবাদিকরা যদি মাথা উঁচু করে লিখতে না পারেন, তাহলে দেশ রসাতলে যাবে। বর্তমানে নোয়াব যে অবস্থান নিয়েছে সংবাদপত্র ও সংবাদপত্রসেবীদের জীবন-জীবিকার স্বার্থে তাদের অবস্থান থেকে ফিরে আসতে হবে। রাষ্ট্রের অন্যান্য স্তম্ভগুলোর প্রতি সরকারের যেমন দায়-দায়িত্ব রয়েছে, ঠিক একইভাবে সাংবাদিক সমাজ ও সংবাদপত্র শিল্পের স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষায় সরকারকে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। সাংবাদিকের কাজের ঝুঁকি, চাকরির নিরাপত্তা এবং বর্তমান পে-স্কেলের বাজারে ন্যূনতম চাহিদা পুরণের নিশ্চয়তা ছাড়া সংবাদপত্র শিল্পের ওয়েজবোর্ড একটি কাগুজে ব্যাপার মাত্র। সম্প্রতি হাইকোর্টও বলেছে, 'সাংবাদিক ছাড়া সংবাদপত্রশিল্প অস্তিত্বহীন'।

অন্যদিকে সংবাদপত্র মালিকদের সংগঠন নোয়াবের দেয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রকাশিত গেজেট অনুসারে সংবাদপত্র শিল্পে সমতা ও ভারসাম্যের নীতি অগ্রাহ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ নবম ওয়েজবোর্ড রোয়েদাদে সাংবাদিক ও সংবাদপত্র মালিক কেউই খুশি নন। ঘোষিত প্রজ্ঞাপনের অসঙ্গতি ও ভ্রান্তির পেছনে সংবাদপত্র মালিক, সাংবাদিক এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর মধ্যে এক প্রকার সমন্বয়হীনতার ছাপ স্পষ্ট। তাই নবম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ডের প্রজ্ঞাপন জারির পূর্বে মালিক-সাংবাদিক উভয় পক্ষের সঙ্গে আলোচনা ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবসম্মত রোয়েদাদ ঘোষণা দেয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

মাদক বন্ধে আরো কঠোর পদক্ষেপ নিন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মাদক বন্ধের জিরো টলারেন্স কার্যক্রম প্রথমে সবচেয়ে আলোচিত হলেও আজ যেন, নিরব ভূমিকা পালন করছে প্রশাসন। এখনো ধরাছোঁয়ার বাহিরে আছে মূল হোতারা। প্রশাসনের কার্যক্রম সামান্য ধীরগতির হওয়ায় আবারো মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে মাদক চোরাকারবারিরা। বলা যেতে পারে যে, বেহুলা লখিন্দরের নিশ্ছিদ্র লৌহ বাসরে যেভাবে কালনাগ প্রবেশ করে দংশন করেছিলো তেমনিভাবে সমাজের নিয়মনীতি কড়া পাহারা অতিক্রম করে ফেলেছে এই ভয়ংকর নেশা মাদকাসক্তি। গ্রাস করে ফেলছে ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রকে। মাদকাসক্তি বাংলাদেশের জাতীয় সমস্যা। মাদক সমাজ জাতির পঙ্গুত্ব বরণের অন্যতম কারণ। আবার অনেকে বলে মাদক সর্ব অপকর্মের জনক। বর্তমান বিশ্বে পারমাণবিক অস্ত্রের চেয়েও ভয়ানক রূপ নিয়েছে এই মাদকদ্রব্য। যা সুনামির মত ধ্বংস করছে নতুন প্রজন্ম, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের জীবন, নিঃশেষ করে দিচ্ছে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের মূল ভিত্তিকে। সবচেয়ে দুঃখজনক হলো আজ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও মাদকসেবীর সংখ্যা মাত্রাতিরিক্তহারে বেড়েই চলছে। তাদের শিক্ষাজীবন হয়ে পড়ছে অনিশ্চিত আর জাতি হারাচ্ছে মেধা। বলা যায়, নতুন প্রজন্ম আজ মাদক রোগে আক্রান্ত। সর্বনাশী সর্বগ্রাসী নেশা মাদকাসক্তি আজ আলো ঝলমলে নগরীর প্রাণকেন্দ্র থেকে শুরু করে অন্ধকার গ্রামেও এর অবাধ বিচরণ। হাত বাড়ালেই অহরহ পাওয়া যায় মাদকদ্রব্য। বিশেষ করে তরুণ /তরুণীরা মাদকে আসক্ত হচ্ছে বেশি, তাই তরুণ-তরুণীদের দিকে আমাদের দৃঢ় লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা দীর্ঘ এক সংগ্রামীর ঐতিহ্যের ধারক-বাহক এদেশের তরুণ ও যুবসমাজ। তাই দেশের গণমানুষের হৃদয়পটে তরুণরা দখল করে আছে এক বিরাট জায়গা। তাদের কাছ থেকে জাতি আত্মবিশ্বাস নিয়ে অনেক আশায় আছে তারা জাতিকে ভবিষ্যতে অনেক কিছু দিবে। সেই তরুণ-তরুণীরা আজ মাদকাসক্তের ফলে তারা তাদের ভবিষ্যৎ গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই বিভিন্ন ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। মাদকাসক্তির ক্ষতিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ ১. শারীরিক ২. মানসিক ৩. সামাজিক ৪. অর্থনৈতিক ও ৫. আধ্যাত্মিক।

ক্ষতির হাত থেকে তরুণ-তরুণীদের বাঁচাতেই হবে। নইলে আজকের তরুণ-তরুণী আগামীদিনের কর্ণধারের বদলে হবে আগামীদিনের বোঝা। আমাদের দেশের নেশাসক্ত তরুণদের পরিমাণ এখনো অতলস্পর্শী নয়, তাই তারুণ্যের এই বিপর্যয় ঠেকাতে এখনই এগিয়ে আসতে হবে। মাদক রোধে এখন মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক ও আইনি যুদ্ধ প্রয়োজন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, একশ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতা, সমাজের উচ্চবিত্ত লোকেরাও মাদক ব্যবসায় জড়িত। এমন কী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কেউ কেউ এসবে জড়িত। এসব ব্যক্তিকে আইনের আওতায় এনে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে চাই, বলি আমাদের দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অনেক শক্তিশালী এর প্রমাণ আমাদেরকে অনেকবার দিয়েছেন তারা, তাই বলি আমাদের দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যদি চায় বাংলাদেশে একটা চিনিদানা পরিমাণ মাদক প্রবেশ করতে পারবে না। তাহলে তাই, একটা চিনিদানা মাদক প্রবেশ করবে না আমার বিশ্বাস। আমাদের দেশের সরকার মাদকের অপব্যবহারকে অন্যতম মারাত্মক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত এবং এর প্রতিরোধেও নিয়ন্ত্রণের জন্য আন্তর্জাতিক আঞ্চলিক এবং দ্বিপাক্ষিক প্রচেষ্টায় মাদক রোধে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। মাদক প্রতিরোধে সরকারের পাশপাশি সবার সম্মিলিত চেষ্টায় আমাদের গড়তে হবে সামাজিক আন্দোলন। প্রতিটি পরিবারে প্রতিটি সন্তানের জন্য নিজ নিজ ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। গণসচেতনতার জন্য গণমাধ্যম পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই আসুন, প্রতিরোধে, মাদককে না বলি, মাদকের বিরুদ্ধে আমরা সবাই জাগ্রত হই, এক হই, অন্তত একটি ক্ষেত্রে আমরা সবাই দল, মত, ধর্ম, বর্ণ, জাত-ভেদ ভুলে হাতে হাত রেখে কাজ করি। মাদক মুক্ত দেশ গড়ি।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার লড়াই

● ড. মিল্টন বিশ্বাস

দুর্নীতি প্রতিরোধে মানুষকে নৈতিক জীবন-যাপনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ যেন সে অনুসরণ করে চলে তার যেন সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদ-, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্য থাকে। দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যক্তি-পর্যায়ে কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা, তথা চরিত্রনিষ্ঠা খুব দরকার।

মুক্তমত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্ম মাস (সেপ্টেম্বর) জুড়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান সাধারণ জনগণকে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আশান্বিত করে তুলেছে। ক্যাসিনো কিংবা জুয়ার বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর অবস্থান এবং যুবলীগে শুদ্ধি অভিযান এখন সকলের কাছে প্রশংসনীয় কাজ হিসেবে গণ্য হচ্ছে। চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতৃত্বের ওপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষুব্ধ হওয়ার মূল কারণও ছিল দুর্নীতিসহ নানান অনিয়মের সঙ্গে ঐ নেতারা জড়িত হয়ে পড়েছিল। এজন্য তাদের পদত্যাগও করতে হয়েছে। কারণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চতুর্থ মেয়াদে দায়িত্ব নেওয়ার পর ১৩ জানুয়ারি নিজের কার্যালয়ে প্রথম কার্যদিবসে কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় দুর্নীতির বিরুদ্ধে তার সরকারের কঠোর অবস্থানের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছেন, দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত এবং এর অর্জনসমূহ সমুন্নত রাখতে সরকার দুর্নীতিবিরোধী লড়াই অব্যাহত রাখবে। এরপরই ১৪ জুলাই জেলা প্রশাসক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দুর্নীতি ও ঘুষের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসকদের অবস্থান নিতে আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, 'ঘুষ যে নেবে ও দেবে দু'জনই সমান অপরাধী; বরং যে দেবে সে বেশি অপরাধী। এটা মাথায় রেখেই কাজ করতে হবে।' ১৯ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী তার কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানেও একই কথা পুনঃউচ্চারণ করেন 'যে ঘুষ খাবে সে-ই কেবল অপরাধী নয়, যে দেবে সে-ও সমান অপরাধী।

এ বিষয়টা মাথায় রেখে পদক্ষেপ নিলে এবং এ বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ হলে অনেক কাজ আমরা দ্রুত করতে পারব।' উপরন্তু চতুর্থ মেয়াদে জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরু হলে ১২ জুন সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে শেখ হাসিনা দুর্নীতির প্রতি তার সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। পুনরায় বলেন, দুর্নীতি ও অপরাধ যে করবে এবং যে প্রশ্রয় দেবে তারা সবাই অপরাধী। ঘুষ নেওয়া যেমন অপরাধ, দেওয়াটাও সমান অপরাধ। অপরাধী যে দলেরই হোক, কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও অপরাধ করে ছাড় পাচ্ছে না। তিনি মনে করেন, কেবল আইন এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে দিয়ে দুর্নীতি ও অপরাধ দমন করা সম্ভব নয়; এ জন্য সামাজিক সচেতনতাও সৃষ্টি করতে হবে। টানা তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের কল্যাণ এবং দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়তে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে। এ জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) শক্তিশালী করা, জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার এবং আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্নীতির পরিধি ক্রমান্বয়ে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। দুদক এখন শক্তিশালী একটি সংস্থা। দুদকের এনফোর্সমেন্ট টিম সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বিভিন্ন দপ্তরে প্রতিনিয়ত তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনা করছে। এতে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দুর্নীতির প্রবণতা কমে এসেছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরে দুর্নীতির মাত্রাও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে।

২.

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ ঘোষিত 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' শীর্ষক নির্বাচনী ইশতেহারের ২১টি বিশেষ অঙ্গীকারের মধ্যে 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স' প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছিল। ইশতেহার ঘোষণাকালে লিখিত বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'আমি নিজে এবং দলের পক্ষ থেকে আমাদের যদি কোনো ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে, সেগুলো ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখার জন্য দেশবাসী আপনাদের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি কথা দিচ্ছি, অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা আরো সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণ করব।' প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগের অঙ্গীকার অনুসারে টেকসই বিনিয়োগ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য দরকার 'স্বচ্ছ প্রশাসন'। আর সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা ও সমৃদ্ধির সকল সুযোগ এবং সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে তখনই যখন জবাবদিহিতামূলক সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। এজন্য 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ : এই উপশিরোনামে বলা হয়েছে- 'দুর্নীতি দমনে রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও আইনের প্রয়োগ মুখ্য হলেও তা শুধু সরকারের দায় নয়, জনগণেরও দায় রয়েছে। আমরা মনে করি, দুর্নীতি দমনে প্রয়োজন সরকার ও জনগণের সমন্বিত পদক্ষেপ। দুর্নীতি দমন কমিশনকে কর্মপরিবেশ ও দক্ষতার দিক থেকে যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করা হবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও তদারকি ভবিষ্যতে আরো জোরদার করা হবে।'

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের সদিচ্ছার প্রমাণ রয়েছে ৫ জানুয়ারি (২০১৪) জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহারেও। 'আমাদের এবারের অগ্রাধিকার : সুশাসন, গণতন্ত্রায়ন ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন' শীর্ষক উপবিভাগের ১.৮ অনুচ্ছেদে দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্পর্কে বলা হয়েছিল, 'দুর্নীতি প্রতিরোধে, আইনি, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ জোরদার করা হবে। দুর্নীতি দমন কমিশনের ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে প্রতিষ্ঠানটির কার্যকারিতা আরও বাড়ানো হবে। ঘুষ, অনোপার্জিত আয়, কালো টাকা, চাঁদাবাজি, ঋণখেলাপি, টেন্ডারবাজি ও পেশিশক্তি প্রতিরোধ এবং দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন নির্মূলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নিজেদের সম্পদ, আয়-রোজগার সম্পর্কে সর্বস্তরের নাগরিকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।' বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বিগত মহাজোট সরকারের নেতৃত্ব দেবার সময় লক্ষ্য করেছেন জনগণের প্রত্যাশা আসলে কী? জনগণ শেখ হাসিনার পাশে দুর্নীতিবাজদের দেখতে পছন্দ করে না। একারণে তার মন্ত্রী পরিষদে পূর্বের অনেকেই ঠাঁই পাননি। উপরন্তু দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) বিগত সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য তদন্ত শুরু করলে সরকার প্রধান হস্তক্ষেপ না করে নীরবে তা পর্যবেক্ষণ করেছেন। একথা ঠিক যে সরকার প্রধান নির্লোভ হলেও তার নির্ভরযোগ্য বা আশেপাশের অনেকেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুর্নীতিতে মেতে উঠতে পারেন; জনগণের প্রত্যাশা ধূলিস্যাৎ করে নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেন। অথচ সরকার অতীতের ভুলত্রুটি শুধরে, জনগণের সেবা নিশ্চিত ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে আগামী পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার লক্ষ্যে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। এই প্রত্যাশা ফলপ্রসূ করতে হলে জনগণ যে আশা-ভরসা নিয়ে আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়, সেটা রক্ষা করতে হবে। কোনো ধরনের অন্যায়কে ভবিষ্যৎ সরকার প্রশ্রয় দিলে তা হবে আত্মঘাতী। এজন্য কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার অঙ্গীকার প্রশংসার দাবিদার।

মনে রাখা দরকার বিএনপি-জামায়াত আমলে আমরা দুর্নীতিরবিরোধী বয়ান শুনে শুনে আতংকিত হয়েছি। এমনকি দুর্নীতি নিয়ে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে অনেক মুখরোচক কথা চালু রয়েছে। কথাবার্তায় আমরা প্রায় সবাই দুর্নীতিবিরোধী হয়ে ওঠার চেষ্টা করি। কিন্তু দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে সামাজিক সচেতনতা তৈরি করা দরকার সেই প্রচেষ্টা গ্রহণ করি না। এমনকি দুর্নীতির নীতিগত উৎসাহদাতা অনেক আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা প্রায়শ বলে থাকে দুর্নীতির কারণে এদেশের উন্নয়ন বাধগ্রস্ত হচ্ছে। আমাদের অবশ্যই দুর্নীতির বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ প্রতিনিয়ত মুক্তবাজার, বেসরকারিকরণ, বাজার উন্মুক্তকরণ, শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ সরকারি সেবাগুলোর ওপর ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য উন্নয়ন সহযোগী আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান চাপ প্রয়োগ করছে। এমনকি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে অকার্যকর করার জন্য এবং দেশের রাজনীতিকে কলংকিত করতে রাজনীতিবিদদের ক্রয়-বিক্রয়ে মেতে উঠছে অনেকেই- এ সম্পর্কেও রাজনৈতিক দলকে সতর্ক থাকতে হবে। অনেক গবেষকই বলে থাকেন মুক্তবাজারের প্রতিযোগিতাকে অবাধ করার অর্থই হলো দুর্নীতিকে উৎসাহিত করা। মুক্তবাজার নিজেই দুর্নীতির, এটাকে বজায় রেখে যারা ব্যক্তি দুর্নীতিবাজ ধরার প্রচেষ্টা চালায়, তারা অনেকটা জল ঘোলা করে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের পথ খুঁজে ফেরেন। তারা চায় অর্থনৈতিক সক্ষমতায় দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোতে নামমাত্র পুতুল সরকার বজায় রেখে বিশ্বব্যাপী ধনী রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নিরংকুশ করতে। ১/১১-এর সময় দেশ থেকে দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদদের হঠানোর যে হঠকারি আয়োজন হয়েছিল, সে ঘটনাও মনে রাখা দরকার। এছাড়া ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তুলতে হবে এমনভাবে যেন তারা মনে না করে টাকা থাকলেই সমাজ সম্মান করবে। কারণ লেখাপড়ার উদ্দেশ্য যদি ভালো চাকরি পাওয়া হয় তাহলে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দুর্নীতি কখনো উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়।

দলের ইশতেহারে বলা হয়েছে, 'দুর্নীতি দমন কমিশনকে কর্মপরিবেশ ও দক্ষতার দিক থেকে যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করা হবে।' কিন্তু আমরা জানি যে, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই বিধি রাখা হয়েছে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে গ্রেপ্তার করতে হবে। ফলে 'দুদক'-এর কাছে এসেছে চ্যালেঞ্জ। আওয়ামী লীগ সরকার স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন পুনর্গঠন করেছে। দুর্নীতির তদন্ত, অনুসন্ধান, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে দুদক প্রয়োজনে মন্ত্রী, আমলাসহ যে-কোনো ক্ষমতাধর ব্যক্তিকে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদের নজির স্থাপন করেছে। দুর্নীতি ও অনিয়মের উৎসমুখগুলো বন্ধ করার লক্ষ্যে অনলাইনে টেন্ডারসহ বিভিন্ন সেবা খাতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে দুর্নীতির সর্বগ্রাসী প্রকোপ কমেছে। মন্ত্রিসভার কোনো সদস্য অনিয়ম ও দুর্নীতি করলে প্রধানমন্ত্রী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন- এ প্রত্যাশা সকল প্রতিষ্ঠানের। অতীতের অনিশ্চয়তা, সংকটের চক্রাবর্ত এবং অনুন্নয়নের ধারা থেকে বের করে এনে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শান্তি, গণতন্ত্র ও উন্নয়নের গতিপথে পুনঃস্থাপিত করতে হলে তো দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলতেই হবে।

৩.

দুর্নীতি প্রতিরোধে ও রাষ্ট্রপরিচালনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদানই অনন্য। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ সংগ্রামের চালিকাশক্তি ছিল একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজের স্বপ্ন। কিন্তু রাষ্ট্রের ৪৭ বছরের ইতিহাসে সেই স্বপ্ন বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে, পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং মুখ থুবড়ে পড়েছে। জাতির পিতার শাহাদাত, সামরিক শাসন এবং স্বৈরাচারী, গণবিরোধী ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির ক্ষমতা দখল জনগণের সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নকে বারবার দূরে সরিয়ে দিয়েছে। জনগণের জীবনে এ ধরনের শাসনের কুফল প্রতিফলিত হয়েছিল অনুন্নয়নে, বৃহৎ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অবদমনে, রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনায়, দুর্নীতিতে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শুদ্ধাচারের অভাবে। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পর আওয়ামী লীগ সরকার এই দুঃশাসনের বিরুদ্ধে, অব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং রাষ্ট্রীয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। এই যুদ্ধকে শেখ হাসিনা চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও তার শাসনামলে একই ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালের ২৫ ডিসেম্বরে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, '... সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে হলে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না- চরিত্রের পরিবর্তন না হলে এই অভাগা দেশের ভাগ্য ফেরানো যাবে কি না সন্দেহ। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনার ঊর্ধ্বে থেকে আমাদের সকলকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি করতে হবে।' শেখ হাসিনাও তার রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সকল কাজে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্রনিষ্ঠার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'নেশন মাস্ট বি ইউনাইটেড অ্যাগেইনস্ট করাপশন। পাবলিক ওপিনিয়ন মবিলাইজ না করলে শুধু আইন দিয়ে করাপশন বন্ধ করা যাবে না।' স্বাধীনতার পর থেকেই দুর্নীতি দমন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় বহুবিধ আইন, বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর আরো কিছু নতুন আইন প্রণয়ন করেছে, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উন্নয়নে বেশকিছু নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে এবং এগুলোর ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত 'বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১' শীর্ষক দলিলে দুর্নীতি দমনকে একটি আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। এই আন্দোলনে সবাইকে অংশীদার হতে উদ্যোগও নেয়া হচ্ছে। এছাড়া দুর্নীতি দমনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম যেসব আইন গত মহাজোট সরকারের সময় প্রণীত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: 'সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯', 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯', 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯', 'সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯', 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯', 'চার্টার্ড সেক্রেটারিজ আইন, ২০১০', 'জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১', 'মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২', 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২', 'প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২' ইত্যাদি। এসব আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের সর্বস্তরে দুর্নীতিমুক্ত রাখার প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে। 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২'-এর আওতাধীন অপরাধও দুর্নীতি হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু দুর্নীতিকে কেবল আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে দমন করা সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। এজন্য সরকারি কর্মকর্তা, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন, সুশীল সমাজ ও নাগরিকগোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রয়াস দরকার। বাংলাদেশ জাতিসংঘের টহরঃবফ ঘধঃরড়হং ঈড়হাবহঃরড়হ অমধরহংঃ ঈড়ৎৎঁঢ়ঃরড়হ (টঘঈঅঈ)-এর অনুসমর্থনকারী দেশ। দুর্নীতি নির্মূলের জন্য 'ফৌজদারী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে দুর্নীতির প্রতিকার ছাড়াও দুর্নীতির ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণকে' সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই কনভেনশনে। আগামী এক দশকে এ দেশে ক্ষুধা, বেকারত্ব, অশিক্ষা, বঞ্চনা ও দারিদ্র্য থাকবে না। দেশে বিরাজ করবে সুখ, শান্তি, সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধি। সংবিধানের প্রস্তাবনা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 'এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা' হবে, 'যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত' হবে। এই লক্ষ্য পূরণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রের অবশ্য-কর্তব্য এবং সেই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতি দমন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য পরাকৌশল।

৪.

ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপ এবং ১২ জুন সংসদ ও আগে-পরে সংসদের বাইরে বলা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারে বর্ণিত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তবে কেবল আইন প্রয়োগ ও শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে একটি আন্দোলন গড়ে তোলা, যাতে নাগরিকগণ চরিত্রনিষ্ঠ হয়, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ও সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা পায়। দুর্নীতি প্রতিরোধে মানুষকে নৈতিক জীবন-যাপনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ যেন সে অনুসরণ করে চলে তার যেন সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদ-, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্য থাকে। দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যক্তি-পর্যায়ে কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা, তথা চরিত্রনিষ্ঠা খুব দরকার। এজন্য বিদ্যমান আইনকানুন, নিয়মনীতির সঙ্গে দুর্নীতি দমনকে একটি আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার করতে হবে। সেই অঙ্গীকারকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের সদিচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের প্রচেষ্টা গুরুত্বহ। তাহলেই 'দুর্নীতি করব না, করতেও দেব না'- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একথা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

লেখক : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ এবং পরিচালক, জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়এ

হায় বিশ্ববিদ্যালয়!

মুক্তমত

লীনা পারভীন

১৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছে ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ড কমিশন (ইউজিসি)। ইউজিসির বরাত দিয়ে এ খবর জানিয়েছে পত্রিকাগুলো। কতটা দুর্ভাগা হলে দেশের উচ্চশিক্ষার সেরা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধানদের নিয়ে তদন্ত করতে হচ্ছে। এর ভিতরে আছে আমার প্রাণ প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামও। আমার মত অনেকের গর্বের স্থান। জীবনকে চিনতে শিখার স্থান এই বিশ্ববিদ্যালয়। আজকে জীবনের যত যা কিছু শিখেছি তার বেশিটাই শিখেছি এই ক্যাম্পাসে গিয়ে। বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে আমাদের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ১০০ এর মধ্যে না এলেও স্থানীয়ভাবে অভিযুক্ত হয়েছে দুর্নীতিযুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে। অনেকদিন ধরেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি বাণিজ্য, প্রশ্নফাঁস, শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ইত্যাদির অভিযোগ আসছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই গত কয়েকবছর ধরে। অথচ কোনদিন সেসব অভিযোগ আমলে নেয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি কেউ। ইউজিসি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবক প্রতিষ্ঠান অথচ তারাই অবহেলা করে গেছে দিনের পর দিন। টনক নড়লো যখন জাহাঙ্গীরনগর, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগে গোটা দেশ কেঁপে উঠলো তখন।

একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ হয় তিনি চাঁদাবাজি, যৌন হয়রানি, ক্ষমতার অপব্যবহার করে অবৈধ ব্যবসার সাথে জড়িত তখন নৈতিক অবস্থান থেকেই তাদের সরে যাওয়া উচিত ছিল। তেমনটা আশা করা অবশ্য বোকাদেরকেই মানায়। আমাদের দেশে ক্ষমতা একবার পেলে শত অভিযোগেও ছাড়ার নাম নেয়ার নজির নাই।

একজন ভিসি মানে সেই প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তি যার উপর মূল দায়িত্ব থাকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অ্যাকাডেমিক ইস্যুকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করা। সময়মত অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ক্লাস, পরীক্ষা সমাপ্ত করা, সেশন চালু রাখা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে সকলের জন্য স্থিতিশীল ও সহাবস্থান নিশ্চিত করা।

তার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগত মান ঠিক রেখে গবেষণা ও উন্নয়নকর্ম পরিচালনার নেতৃত্ব দেয়া। অথচ কী ঘটছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে? এই প্রশ্নের উত্তর এই লেখাতেই রয়েছে। অবাক নয়, লজ্জায় নত হই যখন জানতে পারি যাদেরকে আমরা শিক্ষক বলে সম্মান করে এসেছি এতকাল সেই তাদেরকেই আজকে আসামীর কাঠগড়ায় দেখছি। তাহলে কী শিখালেন তারা আমাদের আর নিজেরাই বা কী শিখেছেন?

দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থনীতির চাকা তরতর করে উপরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। গোটা বিশ্বের প্রধান আকর্ষণ এখন বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী তার কাজের যোগ্যতার স্বীকৃতিও পাচ্ছেন নানা ফোরামে। এমডিজি, এসডিজি অর্জনের খাতায় আমাদের দেশ রয়েছে শীর্ষ অবস্থানে।

আমাদের সেনাবাহিনী শান্তি রক্ষায় সুনামের সাথে লড়ে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। অথচ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মত স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো মুখ থুবড়ে পড়ছে দিনে দিনে। নেই কোন আধুনিকতার ছোঁয়া, নাই গবেষণা বা সৃষ্টির নজির। মেধাবীরা আজকে দেশবিমুখ। এসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই যাদের তারাই আজকে সংবাদ শিরোনাম।

ভালো লাগতো যদি শিরোনাম হতো দেশের ১৪ টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক মানের স্বীকৃতি দিয়েছে কেউ। বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি বিউটি পার্লার চালান এবং এর হিসাব নিকাশও নিজেই সামলান। যে ভিসির মাথায় বিউটি পার্লারের উন্নয়নের চিন্তা সেই ভিসি কেমন করে প্রতিষ্ঠানের বিউটিফিকেশন নিয়ে কাজ করবেন? অভিযোগ এসেছে তিনি তার পরিবারের একজনকে সেকশন অফিসার হিসেবে নিয়োগ দিয়ে নিয়ম ভঙ্গ করে অযোগ্য একজনকে কেবল শিক্ষকই নয় বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব দিয়েছেন। ছাত্ররা যখন অনেক দিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভকে বাইরে নিয়ে এলো তখনই জানা গেলো সকল অপকর্মের কথা।

তাহলে এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন রাখাই যায়, ইউজিসি এতদিন কী করেছিল? কেন তারা আগে থেকেই বিশবিদ্যালয়গুলোতে কোথায় কে কী করছে তার খোঁজ রাখেনা? তাদের কি কোন মনিটরিং সেল নেই? নাকি তারাও সেসব দুর্নীতির অংশীদার হয়ে যাচ্ছে? আজকাল আর ভরসা রাখার মত কোন জায়গা যেন থাকছে না।

দেশের উন্নয়নকে ধরে রাখতে হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি শক্ত অবস্থান থাকা আবশ্যক। উচ্চশিক্ষার সুবিধা এমনিতেই কম আমাদের দেশে। তার মধ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া সাধারণ মানুষের সন্তানদের পড়াশুনার আর কোন জায়গা নেই। প্রাইভেটের আলাপ এখানে অপ্রাসঙ্গিক তাই। রাজনীতি থাকবেই। রাজনৈতিক বিশ্বাসের বাইরে কোন মানুষ থাকতেই পারে না। কিন্তু সেই রাজনীতি হতে হবে সামগ্রিকতার বিচারে। সেই রাজনীতির সর্বাগ্রে থাকবে দায়িত্বের প্রতি নিষ্ঠা ও ভালোবাসা। কিন্তু আজকাল হয়ে গেছে উলটো। দায়িত্ব যেন ভর করে আছে রাজনীতির উপর। কেমন করে নিজের পদকে টিকিয়ে রাখা যায় এবং পদ টিকিয়ে রাখার জন্য যা যা করা দরকার তার সবই করছে কেবল আসল দায়িত্বটিকে বাদ দিয়ে। ক্ষমতা একবার পেলেই ধরে নিচ্ছে সেটি তার পারিবারিক সম্পত্তি। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিকে ব্যবহার করে পারিবারিক উন্নয়নের যে গুরু দায়িত্ব নিয়েছেন আমাদের ভিসিরা সেখান থেকে বের হতে গেলে চলমান তদন্তটি হওয়া উচিত অত্যন্ত কঠিন ও শক্ত। জাহাঙ্গীরনগরের ভিসির বিরুদ্ধে কেবল টাকা লেনদেনের অভিযোগই নয়, এসেছে তার স্বামী ও সন্তানকে অবৈধভাবে ক্ষমতায়নের অভিযোগও।

যেসব ব্যক্তি তার পদের মর্যাদাকে সমুন্নত রাখতে অক্ষম তাদেরকে ভিসি'র মত এত গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব দেয়াটাও এক প্রকার অযোগ্যতারই প্রকাশ। অবিলম্বে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও বাকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্নীতিমুক্ত করতে না পারলে দেশের মেরুদণ্ডের বাকিটাও খসে পড়বে। আর মেরুদণ্ডহীন রাষ্ট্র একটা সময়ে গিয়ে খুঁড়িয়েও চলতে পারবে না কারণ হাড়ের ক্ষয়রোগ সারাতে দরকার প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ। লজ্জার হলেও আমাদেরকে অভিযুক্ত ভিসিদের বিরুদ্ধে আনীত প্রতিটা অভিযোগ মনোযোগ ও গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ভূমিকা সেটিকে সমুন্নত রাখার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থাই হতে পারে উপযুক্ত উপায়। ভিসি নিয়োগ প্রক্রিয়াকে ঢেলে সাজানো এখন সময়ের দাবি। প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির একটাই রাজনীতি হবে আর সেটি হচ্ছে 'বাংলাদেশ'। এর বাইরে কারও কোন নীতি থাকতে পারে না। দলীয় আনুগত্য থাকতে হবে এই বাংলাদেশ নামক দলটির প্রতি। দুর্নীতিবাজ ও অভিযুক্তদেরকে তাই সত্বর পদ থেকে বিতাড়িত করতে হবে।

লেখক : কলামিস্ট।

এক যুগ ধরে পড়ে আছে অযত্নে

নেশাখোর ও গরু-ছাগলের দখলে ইউপি ভবন

নাটোর প্রতিনিধি ▸
কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে উদ্বোধনের এক যুগ পেরিয়ে গেলেও নাটোরের সিংড়ার ৯ নম্বর তাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের কার্যক্রম চালু হয়নি। অযত্ন আর অবহেলায় প্রায় অর্ধকোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ভবনটি যেমন নষ্ট হতে বসেছে তেমনি পরিষদের সেবা বঞ্চিত হচ্ছে ইউনিয়নের জনসাধারণ। দীর্ঘদিন ধরে ভবনের চেয়ারম্যান কক্ষ, সচিব কক্ষ, হলরুম, কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র, উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ডিজিটাল সেন্টারসহ সব কক্ষই রয়েছে তালাবদ্ধ। ভবনটিতে সারাদিন থাকে গরু-ছাগল ও সন্ধ্যা হলেই বসে নেশাখোরদের আড্ডা। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ভবনটি ফিরে পাক তার প্রাণ আর স্বল্প সময় ও খরচে সেবা পাক ইউনিয়নবাসী।

সূত্রে জানা যায়, ১৯৯৯ সালের ১০ জানুয়ারি উপজেলার ৯নং সিংড়া ইউনিয়ন পরিষদের সদর এলাকা নিয়ে সিংড়া পৌরসভা গঠিত হয়। আর বাকি অংশ নিয়ে ৯নং তাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। এরপর থেকে পৌরসভার মধ্যে নির্মিত সাবেক সিংড়া ইউনিয়ন পরিষদের ভবনসহ স্থাবর ও অস্থাবর সব সম্পত্তির মালিক সিংড়া পৌরসভা। পরে ২০০৫ সালে হাট তাজপুর এলাকায় এলজিইডির বাস্তবায়নে ৯নং তাজপুর ইউপি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন ইউপি চেয়ারম্যান শাহাদৎ হোসেন। ২০০৭ সালের ৫ এপ্রিল নবনির্মিত ঐ ভবনের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করেন তৎকালীন জেলা প্রশাসক এসএম এহসান কবীর। কিন্তু উদ্বোধনের দীর্ঘ এক যুগ পেরিয়ে গেলেও ঐ ভবনের কার্যক্রম চালু হয়নি। বরং শহরের সিংড়া পৌর

পানি নিষ্কাশন ও সাবেক তাজপুর ইউপি ভবনেই কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। এতে বাড়ির পাশে সরকারি ভবন তালাবদ্ধ থাকায় ঐ ইউনিয়নের ভিজিডি, ভিজিএফ কার্ডধারীসহ সেবা গ্রহীতাদের ১১ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে সিংড়া শহরে যেতে হচ্ছে। এতে সময়ের পাশাপাশি একজন কার্ডধারীকে খরচ করতে হচ্ছে বাড়তি ৫০ টাকা। আর অযত্নে ভবনের অবকাঠামো, ডেকোরেশন, ইন্টারনেট সংযোগ নষ্ট হতে বসেছে। তাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রাকিব হোসেন ও নিতাই হালদার বলেন, পরিষদের কোনো সনদপত্র প্রয়োজন হলে তাদেরকে ক্লাস বাদ দিয়ে ১১ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে সিংড়া পৌর শহরে যেতে হয়। তাজপুরপাড়া গ্রামের আরিফ হোসেন বলেন, ডিজিটাল যুগে ভবনে ইন্টারনেট সংযোগ, তথ্য সেবা কেন্দ্র ও কৃষক তথ্য সেবা কেন্দ্র থাকলেও তালাবদ্ধ থাকায় এলাকাবাসী সব সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। স্থানীয় ভ্যানচালক আসলাম ও আব্দুর রহিম বলেন, তাজপুর স্কুল ও বাজারের পাশে এত বড় অট্টালিকায় জেলেদের মাছ ধরা জাল আর গরু-ছাগল বসবাস করে। আমরা ইউনিয়নবাসী যে সেবা বঞ্চিত সেই খবর কি কেউ রাখে?

তাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহসিন আলীকে ভবনটি কেন এতদিন চালু হয়নি জিজ্ঞাসা করা হলে বিষয়টি রাজনৈতিক বলে তিনি মন্তব্য করেন। স্থানীয় ইউপি সদস্য আব্দুল কুদ্দুস বলেন, এই ভবনের কার্যক্রম চালু করা হলে জনগণের যেমন সেবা পেতে সুবিধা হবে তেমনি এলাকার উন্নয়ন হবে। তবে ভবন কেন চালু হচ্ছে না সেটা চেয়ারম্যান ভালো জানেন বলে তিনি মন্তব্য করেন। তাজপুর ইউপি চেয়ারম্যান মিনহাজ উদ্দিন বলেন, তার ইউনিয়নটি ভৌগলিক কারণে দুই ভাগে বিভক্ত। তাই তিনি পৌর শহরের সাবেক ভবনেই বসেন। আর সেখানেই সব কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তবে নতুন ভবনটিতে ঐ এলাকার শালিসি কাজগুলো করেন বলে জানান। সিংড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুশান্ত কুমার মাহাতো বলেন, এরপর থেকে ইউনিয়নের সব কার্যক্রম যাতে ঐ ভবনে চলে সে ব্যাপারে তিনি ব্যবস্থা নেবেন। বিশেষ করে ভিজিডি, ভিজিএফ বিতরণের দিন রিলিফ অফিসারকে তাজপুর নবনির্মিত ভবনে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। আর সেখানে কাউকে না পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

ঈশ্বরদী থেকে ইয়াবাসহ বিক্রেতা আটক

ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি ▸
পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলা থেকে ১৭০ পিস ইয়াবাসহ পারভেজ (২৩) নামে এক মাদকবিক্রেতাকে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার সন্ধ্যায় পাবনা-রাজশাহী মহাসড়কের মুলাডুলির রেলগেট বাজার এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। পারভেজ চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার সাবেক লাভেঙ্গা গ্রামের সাইদুর রহমানের ছেলে।
পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের একটি দল রাতে পাবনা-রাজশাহী মহাসড়কের মুলাডুলি বাজার এলাকায় রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা, পাবনাগামী একটি যাত্রীবাহী বাস থেকে নামার পর পারভেজকে আটক করা হয়। এ সময় তার শরীর তল্লাশি করে ১৭০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে।
ঈশ্বরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাহাউদ্দীন ফারুকী জানান, এ ঘটনায় মাদকবিক্রেতা পারভেজের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। সকালে তাকে আদালতে পাঠানো হবে।

বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণে ভৈরবে ৫৫৮ যাত্রীর জরিমানা

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি ▸
কিশোরগঞ্জের ভৈরব রেলস্টেশনে বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণে ৫'শ ৫৮ জন যাত্রীকে জরিমানা করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। এ সময় ১ লাখ ২৪ হাজার ৬৩০ টাকা জরিমানা ও সমপরিমাণ ভাড়া আদায় করা হয়।
গত শনিবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ভৈরব বাজার রেলওয়ে জংশন স্টেশনে রেলওয়ের একটি টিম অভিযান পরিচালনা করে এ জরিমানা আদায় করেন।
ভৈরব রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফেরদৌস আহম্মদ বিশ্বাসসহ রেলওয়ের অন্য কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
ফেরদৌস আহম্মদ বিশ্বাস বলেন, সকাল ১০টা থেকে বিকেল পর্যন্ত ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-ভৈরব-কিশোরগঞ্জ, ঢাকা-সিলেট, ময়মনসিংহ-ভৈরব-চট্টগ্রাম, ঢাকা-ভৈরব-ময়মনসিংহ রেলপথে চলাচলকারী ভৈরব রেলওয়ে জংশন স্টেশনে বিরতি দেওয়া ১২টি আন্তঃনগর, মেইল ও লোকাল ট্রেনে টিকিট চেকিং অভিযান চালানো হয়।
বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণের দায়ে ৫ শত ৫৮ জন যাত্রীর কাছ থেকে ১ লাখ ২৪ হাজার ৬৩০ টাকা জরিমানা ও সমপরিমাণ ভাড়া আদায় করা হয়।

সৈয়দপুর হাসপাতাল থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

নীলফামারী প্রতিনিধি ▸
নীলফামারীর সৈয়দপুর ১০০ শয্যা হাসপাতাল থেকে অজ্ঞাতপরিচয় (২২) এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
গত শনিবার রাতে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানায়, সৈয়দপুর বাইপাস সড়কে অজ্ঞাতপরিচয় ঐ যুবক দুর্ঘটনায় আহত হলে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করার পর পরই তার মৃত্যু হয়।
পরে মরদেহ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।
সৈয়দপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহজাহান পাশা জানান, নিহত ঐ যুবকের নাম-পরিচয় ও স্বজনদের খোঁজার চেষ্টা করা চলছে।

গ্রাহক সেবায় পল্লী বিদ্যুতের উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

পলাশ (নরসিংদী) প্রতিনিধি ▸
নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ উদ্যোগে গত ২৩ সেপ্টেম্বর সোমবার বিকালে নুরালাপুর ইউনিয়নের নওপাড়া গ্রামে গ্রাহক সেবায় পল্লী বিদ্যুতের উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠিত উঠান বৈঠকে পুরুষ গ্রাহকের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক মহিলা গ্রাহক উপস্থিত ছিল।
উঠান বৈঠকের শুরুতে নুরালাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. খালেদুল ইসলাম ফয়সালের উপস্থিতে সকলের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অব:) কর্তৃক প্রেরিত চিঠি পাঠ করেন এবং পাঠ শেষে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান উঠান বৈঠকের মত গ্রাহকবান্ধব একটি উদ্যোগ গ্রহণ করায় তিনি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশসহ ভূয়সী প্রশংসা করেন।
তিনি তার চিঠিতে উল্লেখ করেন, পল্লী বিদ্যুতের উঠান বৈঠকের মাধ্যমে গ্রাহক ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাঝে একটি সেতুবন্ধন তৈরি হবে। যা, ভবিষ্যতে গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন ও দালালের দৌরাত্ম্য ঘুচিয়ে ফেলবে।
অনুষ্ঠানে নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর জেনারেল ম্যানেজার মো. মিজানুর রহমান তার বক্তব্যের শুরুতে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে সকল গ্রাহক সদস্যকে বিদ্যুতের যে কোন কাজের জন্য মাধ্যম ব্যতিত সরাসরি অফিসে যোগাযোগ করার আহ্বান করে তিনি বলেন, আমি ও আমার অফিস দুর্নীতিমুক্ত এবং আপনাদের সহায়তায় দালালমুক্ত করতে উত্তম গ্রাহক সেবা প্রদানে আমরা বদ্ধপরিকর। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ব্যাপারে আপনাদের কোন মতামত থাকলে তা আমাদের জানান।
পরে জেনারেল ম্যানেজার উপস্থিত গ্রাহক সদস্যদের বিভিন্ন অভিযোগ শুনে অভিযোগ গুলো তাৎক্ষনিক নিরসনের পদক্ষেপ নেন। তার বক্তব্যে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সম্মানিত গ্রাহক সদস্যগণকে পরিমিত বিদ্যুৎ ব্যবহার, নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার, বিদ্যুৎ চুরি, পার্শ্ব সংযোগ পরিহার করণের জন্য আহ্বান জানান। লাইনের আশে পাশে গাছ কাটার ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা কামনা করে বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ কল্পে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ও আলোচনা করেন। এ সময় অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত ছিলেন।

শাহজাদপুরে স্ত্রী হত্যার দায়ে স্বামীর মৃত্যুদণ্ড

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ▸
সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে স্ত্রীকে হত্যার দায়ে রাশিদুল ইসলাম (৩২) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
রোববার দুপুরে সিরাজগঞ্জ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারক ফজলে খোদা মো. নাজির আসামির অনুপস্থিতিতে এ দণ্ডাদেশ দেন। সাজাপ্রাপ্ত রাশিদুল শাহজাদপুর উপজেলার পোতাজিয়া গ্রামের আবদুল মতিনের ছেলে।
ঐ আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট আনোয়ার পারভেজ লিমন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০০৯ সালে পোতাজিয়া গ্রামের আবদুল মতিনের ছেলে রাশিদুল ইসলামের সঙ্গে একই উপজেলার আন্দারকোটা পাড়া গ্রামের আব্দুস ছালামের মেয়ে সালমা খাতুনের বিয়ে হয়। বিয়ের পর রাশিদুল বাবা-মা ও স্ত্রীকে নিয়ে তার শ্বশুরবাড়ির কাছে দরগাপাড়া গ্রামে বসবাস করতে থাকেন। এরপর থেকে রাশিদুল স্ত্রী সালমা খাতুনের কাছ যৌতুকের দাবিতে নির্যাতন শুরু করেন। এ অবস্থায় সালমা খাতুন নয় মাসের গর্ভবতী হলে তাকে তার বাবার বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। ২০১১ সালের ২৩ জানুয়ারি রাতে রাশিদুল তার শ্বশুরবাড়িতে এসে ছালমা ও তার ছোট বোন শাপলা খাতুনের সঙ্গে টিভি দেখতে থাকেন। এ অবস্থায় রাত আটটার দিকে বেড়ানোর কথা বলে রাশিদুল তার স্ত্রীকে বাইরে নিয়ে গিয়ে তার শ্বশুর বাড়ির কাছে তারিকুল ইসলামের বাঁশঝাড়ের নিচে মারপিট করে এবং শ্বাসরোধে হত্যা করেন। অনেক খোঁজ করার পর রাত সাড়ে ১২টার দিকে ডোবার কাছে ছালমার মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের লোকজন। এ ঘটনায় ছালমার বাবা আব্দুস ছালাম বাদী হয়ে থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। দীর্ঘ শুনানি শেষে বিচারক রোববার এ রায় দেন।

ব্যবসায়ীর ১৬ লক্ষাধিক টাকা ছিনতাই

গাজীপুর প্রতিনিধি ▸
গাজীপুর সিটি করপোরেশনের চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় গুলি করে এক ব্যবসায়ীর ১৬ লক্ষাধিক টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে ছিনতাইকারীরা। রোববার বেলা পৌনে ১১টার দিকে চান্দনা চৌরাস্তার সিয়াম ফিলিং স্টেশনের কাছে ঢাকা-জয়দেবপুর সড়কে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় ছিনতাইকারীদের মারধরে জাপান টোবাকোর মালিক নুরুল হক রতন ও কর্মচারি সোহেল আহত হয়েছেন।
নুরুল হক রতন জানান, তিনি তার ছয় কর্মচারি নিয়ে চান্দনা চৌরাস্তার অফিস থেকে ১৬ লাখ ৪১ হাজার টাকা নিয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে পূবালী ব্যাংকের উদ্দেশ্যে হেঁটে রওয়ানা দেন। অফিস থেকে কিছুদূর যাওয়ার পর সকাল পৌনে ১১টার দিকে পিছন থেকে ৫-৬ জন ছিনতাইকারী লাঠিসোটা ও রড নিয়ে তাদের উপর হামলা চালায়। এতে তিনি ও কর্মচারি সোহেল আহত হন। এক পর্যায়ে ছিনতাইকারীরা চার রাউন্ড ফাঁকা গুলি চালিয়ে সোহেলের হাতে থাকা টাকার ব্যাগ নিয়ে দ্রুত মোটরসাইকেলযোগে জয়দেবপুরের দিকে চলে যায়। এ ব্যাপারে গাজীপুর ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

পার্বতীপুরে টেন্ডার ছাড়াই কাটা হয়েছে ২৮টি গাছ

পার্বতীপুর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি ▸
সারাদেশে যখন দুর্নীতি-অনিয়মের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে সেই মুহূর্তে দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলা পরিষদের ক্যাম্পাস থেকে ২৪ টি মূল্যবান মেহগনি গাছসহ ২৮টি গাছ বিনা টেন্ডারে কাটা হয়েছে। কাটার অপেক্ষায় রয়েছে আরও ১৮টি গাছ। গত চার পাঁচ দিন থেকেই উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাসভবনের সামনে থেকে অবাধে গাছ কাটার কাজ চলছে। বড় আকারের মূল্যবান কাঠের কিছু গোলাই ইতোমধ্যে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কার নির্দেশে গাছগুলো কাটা হচ্ছে এ বিষয়ে কেউ কিছুই বলছেন না। গাছ কাটায় নিয়োজিত শ্রমিকরাও এ বিষয়ে মুখ খুলছে না।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে বন বিভাগের একজন কর্মকর্তা জানান, সরকারি ভূমি থেকে গাছ কাটার প্রয়োজন পড়লে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বিষয়টি প্রথমে উপজেলা ও জেলা প্রশাসনকে লিখিত ভাবে অবহিত করবেন। এরপর উপজেলা বা জেলা প্রশাসন বনবিভাগের সহযোগিতায় কাঠের পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারণ করে নিবেন। পরে টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা সম্পন্ন করতে হবে।
সরকারি বিধিমালা অনুসরণ না করে বিনা টেন্ডারে উপজেলা পরিষদ ক্যাম্পাস থেকে মূল্যবান গাছ কাটার বিষয়ে পার্বতীপুর সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শহিদুর রহমান জানান, যদিও আমি বনবিভাগের কর্মচারি তবুও উপজেলা চত্বরের গাছ কাটার বিষয়ে ইউএনও স্যারই সবার চেয়ে ভালো তথ্য দিতে পারবেন।
শনিবার বিকেলে পার্বতীপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) শাহনাজ মিথুন মুন্নী জানান, ঐ স্থানে একটি মডেল মসজিদ হবে। সময় স্বল্পতার কারণে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের পক্ষে পার্বতীপুর পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন সমাজ ও দুলাল চন্দ্র মহন্ত নামে একজন ঠিকাদার গাছগুলো কাটছে বলে জেনেছি। বিষয়টি ডিসি স্যার ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অবহিত আছেন। তাছাড়া টেন্ডার প্রক্রিয়া বা এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ফাইল দেখে রোববার (২৯ সেপ্টেম্বর) আমি জানাতে পারবো।
পার্বতীপুর পৌর আওয়ামী লীগের (ভারপ্রাপ্ত) সভাপতি মোশাররফ হোসেন সমাজ জানান, সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার আমার ঘনিষ্টজন হওয়ায় তার অনুরোধে গাছগুলো কেটে সহযোগিতা করছি।

চেয়ারম্যানের গরুর খামার বলে কথা!

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ▸
ইউপি চেয়ারম্যানের গরুর খামারের বর্জ্যে বন্ধ হয়ে গেছে পথ চলাচল, দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ আশপাশ- তবু কারো মুখে কোন অভিযোগ নেই। সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার সয়দাবাদ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নবীদুল ইসলামের গো-খামারের বর্জ্যে দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন আশপাশে বসবাসকারী পরিবারগুলো। বর্জ্যের দখলে এসব পরিবারের লোকজনের যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা। দুর্গন্ধে নিজেদের বসতবাড়িতেও বাস করতে পারছেন না তারা।
এমন অসহনীয় দুর্ভোগের মধ্যে জীবনযাপনের পরও এ বিষয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের কাছে তথ্য দিতেও শংকা বোধ করছেন তারা।
সরজমিন জানা যায়, সয়দাবাদ ইউনিয়নের মুলিবাড়ি এলাকায় চেয়ারম্যান নবীদুল ইসলাম তার পৈত্রিক বাড়ির পিছনে গড়ে তুলেছেন এই গো-খামার। এই খামারের পিছনে বসবাস করছেন অন্তত: ২০টি পরিবার। এসব পরিবারের শতাধিক মানুষকে খামারের পাশের কাঁচা রাস্তাটি দিয়ে চলাচল করতে হয়। খামার থেকে নির্গত বর্জ্যে বর্তমানে ঐ রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এছাড়াও বর্জ্যের দুর্গন্ধের কারণে আশপাশের পরিবারের লোকজনগুলো অসহনীয় দুর্ভোগের মধ্যে জীবনযাপন করছে।
ভুক্তভোগীদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, বছর দেড়েক আগে চেয়ারম্যান তার বাড়ির পিছনে গরুর খামারটি গড়েন। খামারে এখন উন্নত জাতের ১৫টি গরু রয়েছে। খামারের বর্জ্যে পাশের রাস্তাটি দিয়ে চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। এ কারণে এলাকায় বসবাসকারী ছাত্র/ছাত্রীসহ শতাধিক মানুষকে অন্য বাড়ির উপর দিয়ে কষ্ট করে যাতায়াত করতে হচ্ছে। তাদের আত্মীয়-স্বজনারাও এমন অবস্থার কারণে বেড়াতে আসতে চায় না। চেয়ারম্যানকে জানানোর পর সে তাদেরকে বাড়ি বিক্রি করে অন্যত্র চলে যেতে বলেছে। ফলে তারা খুবই ভয়ে দিন পার করছেন।
জানা যায়, এরআগে সাংবাদিকদের কাছে তথ্য দেয়ার কারণে তার প্রতিবেশী মামুনের মুদি দোকান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।
একজন বলেন, 'আপনাদের সাথে কথা বলছি জানলেও তার বাহিনীর লোকজন এসে আমাদের উপর চড়াও হবে। ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

লক্ষ্মীপুরে ইউপি সদস্যকে গুলি করে হত্যা

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি ▸
লক্ষ্মীপুরে খোরশেদ আলম মিলন নামে এক স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা ও ইউপি সদস্যকে গুলি করে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। শনিবার রাত ৯টার দিকে সদর উপজেলার আলাদাদপুর বাজারে এ ঘটনা ঘটে। নিহত খোরশেদ আলম মিলন দত্তপাড়া ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক ও ৬নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য ছিলেন। পুলিশ ও নিহতের স্বজনরা জানায়, রাত ৯টার দিকে খোরশেদ আলম মিলন আলাদাদপুর বাজারে লিটনের মুদি দোকানে বসে কথা বলছিলেন। এ সময় মুখোশপরা কয়েকজন যুবক খোরশেদ আলম মিলনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায়। এতে মাথায় ও পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ সুপার ড. এএইচএম কামরুজ্জামান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আহসানুল কবির রিপন ও জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি বেলায়েত হোসেন বেলাল খুনিদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে।
পুলিশ সুপার ড. এএইচএম কামরুজ্জামান জানান, কি কারণে মিলনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে যারাই হত্যাকাণ্ডে জড়িত তাদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হবে। জড়িতদের ধরতে পুলিশ বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালাচ্ছে।

কোস্ট গার্ড বাহিনীর অভিযানে ধারালো অস্ত্রসহ ডাকাত ও ইয়াবাসহ ব্যবসায়ী আটক

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ২৬ সেপ্টেম্বর বিসিজি স্টেশন হারবারিয়া কর্তৃক মোংলা থানার আওতাধীন ধানসিদ্ধির চর এলাকায় ডাকতিয়া খালে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। উক্ত অভিযানে রফিক বাহিনীর ২ জন ডাকাত হোসেন শেখ (২৮) ও রুবেল শেখ (২১) কে ধারালো দুইটি রামদাসহ আটক করা হয়। এ সময় ডাকাতদের কাছে জিম্মি করে রাখা ৩ জন জেলে শাহজাহান শেখ (৫৮), অজিৎ মজুমদার (৬৫) ও আশরাফ শেখ (৫৫) কে উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে জব্দকৃত রামদা ও আটককৃত ডাকাতদ্বয়কে মোংলা থানায় এবং উদ্ধারকৃত জেলেদের স্থানীয় জনপ্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও অপর একটি অভিযানে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত রাত ২০০০ ঘটিকায় বিসিজি স্টেশন কক্সবাজার কর্তৃক কক্সবাজার থানাধীন নুনিয়াছড়া শিল্প এলাকাহতে ৬৫০ পিস ইয়াবাসহ মো. শফিউল্লাহ (৫৫) কে আটককরা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তারকৃত ইয়াবা ব্যবসায়ী ইয়াবাগুলো খুচরা বিক্রির জন্য অপেক্ষা করছিল বলে জানায়। জব্দকৃত ইয়াবা ও গ্রেপ্তারকৃত ইয়াবা ব্যবসায়ীকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কক্সবাজার থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। কোস্ট গার্ডের এখতিয়ারভুক্ত এলাকাসমূহে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ ও জনদিরাপত্তার, ডাকাতি দমনের পাশাপাশি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে কোস্ট গার্ড জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করে অভিযান অব্যাহত রেখেছে এবং উক্ত সাফল্য নিয়মিত অভিযানেরই অংশ।

শীতের আগাম সবজির দখলে বগুড়ার হাট

বগুড়া প্রতিনিধি ▸
বগুড়ায় হাট-বাজারে উঠতে শুরু করেছে শীতকালীন আগাম সবজি। আগাম সবজি বাজারে তুলতে ব্যস্ত সময় পার করেছেন কৃষকরা। এছাড়া আগাম এসব সবজি কিনতে বগুড়ার মহাস্থান হাটে ভিড় করেছেন পাইকারসহ স্থানীয়রা।
শনিবার মহাস্থান হাটে দেখা যায়, কৃষকদের চাষ করা শীতকালীন আগাম সবজিতে ভরে গেছে গোটা হাট। শনিবার হাট বার হওয়ায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে এ হাটের বেচাকেনা। শীতকালীন আগাম সবজিগুলোর দামও কম। হাটে প্রতিপিস ফুলকপি বিক্রি হচ্ছে ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, বাঁধাকপি ২০ থেকে ২৫ টাকা, মুলা প্রতিকেজি ২০ থেকে ২৫ টাকা, প্রতিকেজি সিম ২৫ থেকে ৩৫ টাকা, বেগুন ২০ থেকে ২৫ টাকা, পটল ২৫ টাকা, করলা ২৫ থেকে ৩৫ টাকা ও লাউ প্রতি পিস ২০ থেকে ২৫ টাকা, কাঁচা মরিচ প্রতিকেজি ৩০ থেকে ৩৫ টাকা। এ হাটের সবজি বগুড়াসহ দেশের বিভিন্ন জেলার মানুষের চাহিদা পূরণ করে প্রতিদিন রাজধানীর বাজারে সবধরনের শীতকালীন আগাম সবজি চলে যায় পাইকারদের মাধ্যমে। আমজাদ হোসেন, দবির মিয়া, রফিকুল ইসলাম, হায়দার আলী নামে কয়েকজন কৃষক বলেন, সবজির ভালো দাম পাওয়ার আসায় চাষিরা আগেই আবাদ করেছে শীতকালীন আগাম সবজি।
হাটে সবজি কিনতে আসা সালাম, বজলু, শাহী আলম, চন্দন বলেন, শীতকালীন আগাম চাষ করা সবজির চাহিলা বেশি। তাই শীত আসার আগেই শীতকালীন সবজি কিনতে হাটে এসেছি।
বগুড়া সদর উপজেলার রহমাননগর থেকে হাটে সবজি কিনতে আসা আব্দুল জলিল বলেন, নতুন সবজি বাজারে এসেছে। দামও কম তাই অল্প অল্প করে সব ধরনের শীতকালীন আগাম সবজি কিনেছি। মহাস্থান হাটের পাইকাররা জানান, এ হাট থেকে সবজি কিনে তারা দেশের বিভিন্ন বাজারে সরবরাহ করার পাশাপাশি খুচরা বিক্রি করে থাকেন। পাইকার সবজি ব্যবসায়ী জলিল বলেন, আমরা এ হাটের শীতকালীন আগাম সবজি কিনে পরিবহনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জেলাতে নিয়ে যাই। বিশেষ করে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রামের মতো বড় শহরগুলোর বাজারে। এ সবজি গুলো প্রতি কেজি ১০ থেকে ১৫ টাকা বেশি দরে খুচরা বাজারে বিক্রি করি। পরিবহন ভাড়া তুলনামূলক বেশি হওয়ায় ব্যবসায়ী তেমন লাভের মুখ দেখতে পান না বলেও জানান জলিল।

হাটে শীতের আগাম সবজি মুলা দেখছেন এক ক্রেতা —পাঞ্জেরী

বাল্যবিয়ে করায় পুলিশ কনস্টেবলসহ ৯ জনের জরিমানা

লালমনিরহাট প্রতিনিধি ▸
লালমনিরহাটে বাল্যবিয়ে করায় এক পুলিশ কনস্টেবল ও তার মাসহ ৯ জনকে বিভিন্ন অংকে জরিমানা করে আদায় করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
শনিবার সন্ধ্যায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জয়শ্রী রানী রায় এ জরিমানা করেন। যাদের জরিমানা করা হয় তারা হলেন- আদিতমারী উপজেলার সারপুকুর ইউনিয়নের চওড়াটারী গ্রামের পুলিশ সদস্য সুজন দুলালের ছেলে পুলিশ কনস্টেবল বর সিয়াম মুন্না (২৫) ও তার মা মনোয়ারা বেগম, সারপুকুর গ্রামের নওয়াব আলীর ছেলে মোবারক হোসেন (৪৫), একই গ্রামের জোনাব আলী (৫০), একই উপজেলার সাপ্টিবাড়ি জামুরটারী গ্রামের মোসলেম উদ্দিন (৫৮), দেলদার আলীর স্ত্রী ফাতেমা খাতুন (৫০), একই উপজেলার ভাদাই ইউনিয়নের বসিনটারী গ্রামের মোসলেম উদ্দিন (৬০), একই এলাকার আদিতমারী গ্রামের ব্যবসায়ী ইব্রাহীম মিয়ার স্ত্রী শেফালী বেগম (৩৯) ও মৃত আব্দুল কাদের মিয়ার স্ত্রী ফাতেমা বেগম (৩০)।
লালমনিরহাট সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজ আলম জানান, পুলিশ সদস্য সিয়াম মুন্নার সঙ্গে সদর উপজেলার খুনিয়াগাছ ইউনিয়নের সেতু বাজার এলাকার নবম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীর বাল্যবিয়ের আয়োজন চলছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাতে পুলিশ নিয়ে ইউএনও জয়শ্রী রানী রায় ঐ স্কুলছাত্রীর বাড়িতে যাওয়ার পথেই ফিরতি বরযাত্রীর গাড়ি আটক করে। তখন বুঝতে পেয়ে বর-কনে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেলেও সাতজন বরযাত্রীকে আটক করে থানা নিয়ে আসা হয়। দিনভর থানা হাজতবাস শেষে আটকদের শনিবার সন্ধ্যায় ভ্রাম্যমাণ ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

হাসপাতাল চত্বর নাকি গাড়ির স্ট্যান্ড!

চট্টগ্রাম ব্যুরো ▸
হাসপাতাল চত্বর নাকি গাড়ির স্ট্যান্ড-বুঝা দায়। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগ গেট, মেইন গেটসহ পুরো এলাকায় বসেছে গাড়ির স্ট্যান্ড। যেখানে সেখানে রিকশা, অটোরিকশা, মাইক্রোবাস, অ্যাম্বুলেন্স দাঁড় করিয়ে রাখায় সমস্যায় পড়ছেন রোগী ও স্বজনরা। রোগী নিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স বা অন্য গাড়ি ঢুকতে সমস্যা হচ্ছে। সরেজমিন দেখা যায়, মেইন গেট দিয়ে ঢুকতে দুইপাশে দাঁড়িয়ে আছে রিকশা। চত্বরে খালি গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। সেখান থেকেই যাত্রী তুলছে। কিছু ভ্রাম্যমাণ দোকানও আছে। জরুরি বিভাগের অপরপাশে পুলিশ ফাঁড়ি সংলগ্ন এলাকায় গাড়ির দীর্ঘ লাইন। গোঁয়াছি বাগানের দিকে অ্যাম্বুল্যান্স দাঁড়ানো। মেইন গেটে সারাক্ষণ জটলা থাকে গাড়ির।
পশ্চিম গেটে যাওয়ার আগে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারি ক্যান্টিনের সামনে একপাশে লাইন করে রাখা হয় অটোরিকশা। অন্যপাশে রিকশার জট দেখা যায়। পশ্চিম গেটে ঢুকার মুখে থাকে গাড়ি।
ছাড়পত্র নিয়ে হাসপাতাল ছাড়ছিলেন প্রসূতি রুমা আকতার (২৩)। মেইন গেটে কথা হয় রুমা আকতারের স্বামী আবদুল মান্নানের সঙ্গে। তিনি বলেন, গেট থেকে বের হওয়ার জন্য যুদ্ধ করতে হয়েছে। হাসপাতাল গেটে প্রতিনিয়ত রোগী আসা-যাওয়া করছে, সঙ্গে স্বজনরা। অথচ সারাক্ষণ গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে। বহির্বিভাগে সেবা নিতে আসা সাইফুদ্দীন বলেন, 'হাসপাতাল চত্বরে গাড়িগুলো এমনভাবে দাঁড় করানো থাকে, অ্যাম্বুল্যান্সও ঢুকতে পারে না। এর ফলে অনেক সংকটাপন্ন রোগীর চিকিৎসা পেতে দেরি হচ্ছে। প্রশাসনের উচিত, এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া।'
অভিযোগ রয়েছে, হাসপাতালে দায়িত্বরত আনসার সদস্যরা টাকা নিয়ে এসব গাড়ি দাঁড়ানোর সুযোগ দিচ্ছেন। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন আনসার কমান্ডার। আনসার কমান্ডার মো. দেলোয়ার হোসেন বলেন, প্রতিদিন হাজার হাজার গাড়ি হাসপাতালে ঢুকে। কোনটি রোগী নিয়ে আবার কোনটি ভাড়ার জন্য ঢুকে আমরা শনাক্ত করতে পারি না।
'মেইন গেট থেকে চত্বর পর্যন্ত ট্রাফিক ব্যবস্থা আমরা নিয়ন্ত্রণ করি। অন্যান্য এলাকার নিয়ন্ত্রণ আমাদের নেই। প্রতিনিয়ত ভ্রাম্যমাণ দোকানগুলো উচ্ছেদ করা হয়। তবে উচ্ছেদের কিছুক্ষণ পর আবারও সেগুলো বসে। আমরা চেষ্টা করছি, হাসপাতাল চত্বর বাইরের গাড়িমুক্ত রাখতে।' হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, চত্বর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব আনসারদের দেওয়া হয়েছে।

হাসপাতালের উপ-পরিচালক ডা. আখতারুল ইসলাম বলেন, হাসপাতাল চত্বরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা নিয়ে রোগীর আত্মীয়রা আমার কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। আনসার সদস্যদের সেসব অভিযোগ জানানো হয়।
এখনো বৃহত্তর চট্টগ্রামবাসীর চিকিৎসার শেষ আশ্রয় এ হাসপাতাল। সাধারণ থেকে জটিল সব রোগের চিকিৎসা চমেক হাসপাতালে দেওয়া হয়। ২৫ টাকার টিকিটের বিনিময়ে হাসপাতালটিতে সেবা মেলে। তবে রোগীর তুলনায় সুবিধা সীমিত। এজন্য চাহিদামতো সেবা পায় না রোগীরা। প্রতিদিন এ হাসপাতালে জরুরি সেবা নিতে ছয়শ থেকে নয়শ রোগী ভর্তি হন। নিয়মিত হাসপাতালে ভর্তি থাকেন আড়াই থেকে তিন হাজার রোগী। এ ছাড়া বহির্বিভাগে আড়াই থেকে তিন হাজার রোগী সেবা নেন।

বি নো দ ন

লাইফ সাপোর্টে অভিনেত্রী প্রিয়াংকা

বিনোদন প্রতিবেদক ▸
রক্তে মারাত্মক সংক্রমণ হওয়ায় অবস্থার অবনতি হয়েছে অভিনেত্রী প্রিয়াংকা জামানের। তাকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে। রোববার এ তথ্য জানিয়েছে স্কয়ার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। স্কয়ার হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, প্রিয়াংকার অবস্থার ক্রমেই অবনতি হচ্ছে। তাকে এখন নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) রাখা হয়েছে। তাকে লাইফ সাপোর্ট দেয়া হয়েছে। হার্ট মাত্র ৩০ ভাগ কাজ করছে ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ মোটামুটি কাজ করছে। হাসপাতালের চিকিৎসকদের মতে, এটা খুবই জটিল অবস্থা। যেহেতু তার বয়স কম, তাই কিছুটা আশা রয়েছে। তবে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে বলেও জানা গেছে। রোববার সকালে প্রিয়াংকা জামানের বড় বোন জেরিন জামান বলেন, প্রিয়াংকার অবস্থার ক্রমেই অবনতি হচ্ছে। তাকে লাইফ সাপোর্ট দেয়া হয়েছে। সবাই প্রিয়াংকার জন্য দোয়া করবেন। 'আমার কী হয়েছে আমি নিজেও জানি না। বাট কিছু একটা তো হয়েছে।' গত ২৪ সেপ্টেম্বর রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে টিভি নাটকের শুটিংয়ের একটি ছবি দিয়ে এই পোস্ট দেন প্রিয়াংকা। এরপর ২৬ সেপ্টেম্বর গুরুতর অবস্থায় তাকে রাজধানীর ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তখন জানানো হয়, প্রিয়াংকা জামানের রক্তে মারাত্মক সংক্রমণ হয়েছে।

চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নির্বাচন পেছালো

বিনোদন প্রতিবেদক ▸
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির ২০১৯-২০২১ দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের তারিখ পেছানো হয়েছে। নতুন তারিখ ২৫ অক্টোবর। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইলিয়াস কাঞ্চনের ব্যস্ততার কারণে এটি পেছানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইলিয়াস কাঞ্চন ও শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জায়েদ খান। এর আগে আগামী ১৮ অক্টোবর নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। ঘোষণা হয়েছিল তফসিলও। শিল্পী সমিতির নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইলিয়াস কাঞ্চন বলেন, '২২ অক্টোবর নিরাপদ সড়ক দিবস। এ দিনটির জন্য আমাকে বেশ ব্যস্ত থাকতে হবে। বেশ কিছু সরকারি মিটিংয়ে অংশ নিতে হতে পারে।

আফসানা মিমি, ববি হক, তানহা তাসনিয়া ও কাজী নওসাবা।

'মাকড়সা-মানবকে নিয়ে সবশেষ গত জুনে মুক্তি পেয়েছে 'স্পাইডার-ম্যান: ফার ফ্রম হোম'। সনি পিকচার্সের সবচেয়ে ব্যবসাসফল ছবির স্বীকৃতি পায় এটি। বিশ্বব্যাপী এর আয় হয়েছে ১১১ কোটি ডলার।'

মার্ভেল সিনেম্যাটিক ইউনিভার্সে থাকছে স্পাইডার-ম্যান

বিনোদন ডেস্ক ▸
'স্পাইডার-ম্যান হোমকামিং' ছবিতে টম হল্যান্ডমার্ভেল সিনেম্যাটিক ইউনিভার্সে (এমসিইউ) স্পাইডার-ম্যানকে আর না দেখার আশংকা তৈরি হয়েছিল। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে যায় কমিকসের এই সুপারহিরোর ভক্তরা। তবে জাপানের সনি করপোরেশন ও আমেরিকার ওয়াল্ট ডিজনি কোম্পানি আবারও জোট বেঁধেছে। ২৬ সেপ্টেম্বর দু'টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হওয়া এক চুক্তির ফলে সব জটিলতা কেটে গেলো। এ খবরে মাকড়সা-মানব ভক্তরা বেজায় খুশি। জানা গেছে, স্পাইডার-ম্যানকে নিয়ে নতুন আরেকটি চলচ্চিত্র মুক্তি পাবে ২০২১ সালের ১৬ জুলাই। একইসঙ্গে মার্ভেল স্টুডিওসের আগামী

ছবিতেও দেখা যাবে তাকে। যথারীতি এ চরিত্রে অভিনয় করবেন ব্রিটিশ তারকা টম হল্যান্ড। ডিজনির মালিকানাধীন মার্ভেল স্টুডিওসের সভাপতি কেভিন ফাইগি বলেন, 'এমসিইউতে স্পাইডার-ম্যানের পথচলা অব্যাহত থাকছে। তাকে নিয়ে কাজ করতে পারবো বলে আমি ও মার্ভেল স্টুডিওসের প্রত্যেকে আনন্দিত। সে এমন একজন শক্তিশালী হিরো যার গল্প বিশ্বব্যাপী সব বয়সী দর্শকের মন জয় করে।' নতুন চুক্তির খবরে ইনস্টাগ্রামে লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও অভিনীত 'দ্য উলফ অব ওয়াল স্ট্রিট' ছবির একটি ক্লিপ শেয়ার করেছেন টম হল্যান্ড। এতে বলা হয়েছে, 'না, আমি যাচ্ছি না... এই শো চলছে, চলবে!' গত আগস্টে মার্ভেল স্টুডিওস ও সনি করপোরেশনের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আমেরিকার সনি পিকচার্স এন্টারটেইনমেন্টের মধ্যে স্পাইডার-ম্যানের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংকট তৈরি হয়। দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির আওতায় মাকড়সা-মানবের স্বত্ব সনির। আর আয়রন ম্যান, দ্য হাল্ক, ক্যাপ্টেন মার্ভেল ও ব্ল্যাক প্যান্থারসহ অন্য সুপারহিরোদের নিয়ন্ত্রণ করে ডিজনি।
সনি ও ডিজনির মধ্যে ফাটলের খবরে হতাশ ছিলেন ভক্তরা। এ কারণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সেভ স্পাইডারম্যান ও স্পেন্ড স্পাইডি হ্যাশট্যাগ প্রচারণা ছড়িয়ে পড়ে। 'অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম' ছবির পরিচালক জো রুশো মন্তব্য করেছিলেন, সনি বড় ভুল করলো। এছাড়া জেরেমি রেনার ও রায়ান রিনোল্ডসের মতো তারকারা টম হল্যান্ডের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন। মাকড়সা-মানবকে নিয়ে সবশেষ গত জুনে মুক্তি পেয়েছে 'স্পাইডার-ম্যান: ফার ফ্রম হোম'। সনি পিকচার্সের সবচেয়ে ব্যবসাসফল ছবির স্বীকৃতি পায় এটি। বিশ্বব্যাপী এর আয় হয়েছে ১১১ কোটি ডলার। 'ক্যাপ্টেন আমেরিকা: সিভিল ওয়ার'-এ প্রথমবার মাকড়সা-মানবের পোশাক গায়ে জড়ান টম হল্যান্ড। 'স্পাইডার-ম্যান: হোমকামিং' ছিল তার একক ছবি।

বাংলাদেশের ছবিতে পূজা চোপড়া

বিনোদন প্রতিবেদক ▸
প্রায় তিন দশক পর সিনেমায় ফিরেছেন চিত্রপরিচালক সি.বি. জামান। চলচ্চিত্রের নাম 'এডভোকেট সুরাজ' নির্মাণের ঘোষণা দেন। আর এতে অভিনয় করছেন বলিউড অভিনেত্রী পূজা চোপড়া। পূজা 'কমান্ডো' ছবির জন্য বাংলাদেশে বেশ পরিচিত মুখ। এদিকে ছবির নাম ভূমিকায় দেখা যাবে 'হৃদয় রংধনু'খ্যাত অভিনেতা শামস হাসান কাদির। 'এডভোকেট সুরাজ'র প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এসএইচকে গ্লোবাল থেকে বিষয়টিনিশ্চিত করা হয়েছে। সম্প্রতি মুম্বাইয়ের একটি সিনেমাটির জন্য পূজা চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। সেসময় উপস্থিত ছিলেন প্রযোজক ও অভিনেতা শামস হাসান কাদির ও বলিউডের জনপ্রিয় নৃত্য পরিচালক মাস্টার সৌরভ। বিষয়টি নিয়ে পূজা এক ভিডিও বার্তায় বলেন, ''সবার জন্য দারুণ একটা সংবাদ হচ্ছে, আমি বাংলাদেশের সিনেমায় অভিনয় করতে যাচ্ছি। এর নাম 'এডভোকেট সুরাজ'। এটি পরিচালনা করছেন নির্মাতা সি.বি. জামান।

বয়সন্ধিকালের গল্পে এক ঝাঁক তারকা

বিনোদন প্রতিবেদক ▸
সম্প্রতি শেষ হয়েছে সত্য ঘটনা অবলম্বনে নানজীবা খানের রচনা ও পরিচালনায় পূর্ণদৈর্ঘ্যের ডকুফিল্ম 'দি আনওয়ান্টেড টুইন' এর শুটিং। ঢাকাই সিনেমার ও নাটকের একঝাঁক তারকা এই ফিল্মে অভিনয় করেছেন।
প্রামাণ্যচিত্রটিতে ৬ জেনারেশনের প্রতিনিধি হিসেবে দেখা যাবে দিলারা জামান, আফসানা মিমি, দিপা খন্দকার, বন্যা মির্জা, হোমায়রা হিমু ও আরজে ত্যাজ'কে। এছাড়াও এই ফিল্মের চমক হিসেবে আছেন নায়িকা ববি হক, কাজী নওসাবা, তানহা তাসনিয়া, ওয়াহিদা মল্লিক জলি, ড. এনামুল হক, শামস সুমন, সোহেল খান, শান্তা রহমান, অ্যানি খান, শিরিন আলম, রাজু আলীম, সাইফ সাইফুলসহ আরও অনেকে। নির্মাতা নানজীবা বলেন, 'আমি তারকা নয় অভিনয় শিল্পীদের নিয়ে এই কাজটি করেছি। এটি যমজ পরিচয়হীন দু'টি শিশু ও বয়সন্ধিকালে সচেতনতা নিয়ে গল্প। ছবিটির শেষটা তথাকথিত ছবির মত না। বরং পর্দায় বাস্তবতা কে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি।' নানজীবা জানালেন, ডকুফিল্মটির শেষে বিষয়টি নিয়ে আসাদুজ্জামান নূর, শিক্ষামন্ত্রী দিপু মনি,আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এভারেস্ট বিজয়ী নিশাত মজুমদার এবং অস্ট্রেলিয়া, ভিয়েতনাম, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকাসহ মোট ১১ টি দেশের নাগরিকদের মতামত দেখা যাবে।
প্রায় ১ বছরের গবেষণা ও ৬ মাসের প্রিপ্রোডাকশন শেষ করে পুরোদমে প্রস্তুতি নিয়ে কাজটি করেছেন নির্মাতা। প্রামাণ্যচিত্রটির সিনেমেটোগ্রাফার আমির হামজা ও পাভেল মাহমুদ জয়। সম্পাদনা করেছেন খুরশিদ আলম।
প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মিত হচ্ছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান টাইগার মিডিয়ার ব্যানারে। এসএমসি নোরিক্স ওয়ান নিবেদনে এটির কোস্পন্সর করেছে জীম'স কালেকশন। প্রযোজনা করেছেন ফয়সাল আনোয়ার।

অসুর রূপে ঝড় তুলেছেন জিৎ

বিনোদন ডেস্ক ▸
হঠাৎ করে তাকে দেখলে চেনাই যায় না। মাথায় লম্বা চুল, পেটা শরীর। 'অসুর' নামের একটি সিনেমায় এমন লুকেই হাজির হচ্ছেন কলকাতার সুপারস্টার জিৎ। অসুরের ফার্স্ট লুকে জিৎকে দেখা গিয়েছিলো ধুনিচি হাতে দুর্গার সামনে দাঁড়িয়ে। এবার প্রকাশ হয়েছে সিনেমাটির টিজার। বলিষ্ঠ চেহারা, লম্বা চুলে অন্যরকম দেখাচ্ছে জিৎকে। পরিচালক পাভেলের হাত ধরে নতুন লুকে সবাইকে চমকে দিয়েছেন এই নায়ক। টিজারেই রিতিমতো ঝড় তুলেছেন জিৎ। তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেটিজেনরা।
ছবির টিজারে জিৎ ছাড়াও দেখা যাচ্ছে নুসরাত জাহান ও আবির চট্টোপাধ্যায়কে। আর বিয়ের পর এটাই হচ্ছে নুসরাতের প্রথম ছবি। নুসরাতকে দেখা যাচ্ছে নতুন লুকে। আর আবির হাজির হয়েছেন তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়েই। শনিবার মুক্তি পেয়েছে অসুরের টিজার। সিনেমাটি মুক্তি পাবে আসছে শীতে। সিনেমাটির পোস্টারে জিতের লুক দেখে চমকে গিয়েছিলেন অনেকে। এবার টিজারেও প্রশংসায় ভাসছেন জিৎ।

বর্তমানে অ্যাকশন মুডে আল্লু অর্জুন

বিনোদন ডেস্ক ▸
দক্ষিণী সিনেমার তারকা অভিনেতা আল্লু অর্জুন। তার পরবর্তী সিনেমা 'আলা ভাইকুন্ঠাপুরামলো'। ত্রিবিক্রম শ্রীনিবাস পরিচালিত এ সিনেমার অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন তিনি। সিনেমাটির শুটিং ইউনিটের এক সদস্য ভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যমে বলেন, 'আল্লু অর্জুন হায়দরাবাদে হাই-ভোল্টেজ অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং করছেন। যার তত্ত্বাবধায়ন করছেন রাম-লক্ষ্মণ। আল্লু এখন পুরোপুরি অ্যাকশন মুডে রয়েছেন। হায়দরাবাদের শুটিং শেষ করে একটি গানের শুটিংয়ের জন্য সিনেমাটির টিম বিদেশে পাড়ি জমাবে। আগামী অক্টোবরের মধ্যে সিনেমাটির সিংহ ভাগ শুটিং শেষ হবে। তবে আগামী নভেম্বরে গানের কিছু অংশের শুটিং হবে বলেও জানান তিনি। তেলেগু ভাষার অ্যাকশন ঘরানার এ সিনেমায় আল্লু অর্জুনের বিপরীতে অভিনয় করছেন পূজা হেগড়ে। এছাড়াও অভিনয় করছেন-জয়রাম, রাজেন্দ্র প্রসাদ, নীবিধা পিথুরাজ, টাবু, সুনীল, মুরালি শর্মা, রাও রমেশ প্রমুখ।

খেলার মাঠ →

রোনালদোর গোল, জুভেন্টাসের হ্যাটট্রিক জয়

স্পোর্টস ডেস্ক ▸
ইতালিয়ান ঘরোয়া ফুটবলে বরাবরই অপ্রতিরোধ্য ফুটবল খেলে থাকে জুভেন্টাস। সে তুলনায় চলতি মৌসুমে খানিক চাপেই রয়েছে তারা। মৌসুমের শুরুতে প্রত্যাশামাফিক পারফর্ম করতে না পারলেও, ধীরে ধীরে নিজেদের সেরা ফর্মে ফিরে আসছে জুভেন্টাস। চলতি সিরি 'আ'তে এখনও পর্যন্ত কোনো ম্যাচ হারেনি জুভেন্টাস। তবে প্রথম তিন ম্যাচের মধ্যে একটিতে ড্র করে বসায় মাশুল দিতে হচ্ছে পয়েন্ট টেবিলে। ক্রমেই ঘুরে দাঁড়ানো দলটি জিতেছে টানা তিনটি ম্যাচ। শনিবার রাতে তুলনামূলক দুর্বল স্পালের বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতেছে মাউরিসিও সারির শিষ্যরা। দলের জয়ে ১টি করে গোল করেছেন মিরালেম পিয়ানিচ ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো।
ঘরের মাঠে শুরু থেকেই দাপুটে ফুটবল খেলছিল জুভেন্টাস। তবু পাচ্ছিল না গোলের দেখা। শেষ পর্যন্ত গোলের তালা ভাঙতে অপেক্ষা করতে হয় ৪৫ মিনিট পর্যন্ত। প্রথমার্ধের একদম শেষদিকে ডি-বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শটে গোলটি করেন পিয়ানিচ। পরে দ্বিতীয়ার্ধে গোলের তালিকায় নিজের নাম তোলেন রোনালদো। ম্যাচের ৭৮ মিনিটে আর্জেন্টাইন তরুণ পাওলো দিবালার ক্রসে লাফিয়ে উঠে মাথা ছুঁইয়ে বল জালে জড়ান রোনালদো। এ দুই গোলের জয়ে মাঠ ছাড়ে জুভেন্টাস।
অবশ্য টানা তিন জয়ের পরও শীর্ষস্থান পায়নি জুভেন্টাস। ছয় ম্যাচে ৫ জয় ও ১ ড্রতে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে তাদের অবস্থান দ্বিতীয়। সমান ম্যাচে পূর্ণ ১৮ পয়েন্ট পাওয়া ইন্টার মিলান অবস্থান করছে শীর্ষে।

জেতেনি মাদ্রিদ, হারেনিও মাদ্রিদ

স্পোর্টস ডেস্ক ▸
স্পেনের ঘরোয়া ফুটবল এল ক্লাসিকোর পরই সবচেয়ে জমজমাট ম্যাচ ধরা হয় মাদ্রিদ ডার্বিকে। যেখানে দেশটির রাজধানী শহরের দুই ক্লাব রিয়াল ও অ্যাতলেটিকো লড়াই করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লক্ষ্যে।
কিন্তু চলতি লা লিগায় কেউই পারেনি নিজেদের সেরা প্রমাণ করতে। উল্টো ম্যাড়মেড়ে এক ম্যাচ খেলে সকলকে গোলশূন্য এক ড্র উপহার দিয়েছে দুই মাদ্রিদ। ফলে মাদ্রিদ ডার্বিতে হারেনি মাদ্রিদ, আবার জেতেওনি মাদ্রিদ। মৌসুমের শুরু থেকেই লা লিগায় অপ্রতিরোধ্য ফুটবল খেলছে স্প্যানিশ ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ। তাদের সামনে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হিসেবেই এসেছিল অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে ম্যাচটি। বিশেষ করে অ্যাতলেটিকোর মাঠে হওয়ায় কাজটা আরও বেশি কঠিন ছিলো রিয়ালের জন্য।
তবে ম্যাচ শেষে স্বস্তির নিশ্বাসই ফেলতে পারছেন রিয়াল বস জিনেদিন জিদান। কেননা নিজেদের অপরাজিত থাকার ধারা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি মূল্যবান ১টি পয়েন্ট নিয়েই বার্নাব্যুতে ফিরতে পেরেছে তার দল। অবশ্য পুরো ম্যাচে অ্যাতলেটিকোর চেয়ে ভালো খেলেছে রিয়ালই।
এ ড্রয়ের পরেও পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে রিয়াল। সাত ম্যাচে ৪ জয় ও ৩ ড্রতে তাদের সংগ্রহ ১৫ পয়েন্ট। সমান ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে অ্যাতলেটিকোর অবস্থান তৃতীয়।

পুনরায় নিয়োগ দিতে হবে ভারতের হেড কোচ!

স্পোর্টস ডেস্ক ▸
নানান ঝামেলা ও সংশয় শেষে দ্বিতীয় দফায় ভারতের হেড কোচের পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন দেশটির সাবেক অধিনায়ক রবি শাস্ত্রী। কিন্তু নতুন করে সৃষ্ট ঝামেলার কারণে হয়তো এ পদটি হারানো লাগতে পারে তাকে। তবে পদ না হারিয়ে শাস্ত্রীকেই পুনরায় নিয়োগের ব্যাপারে বলছে সংশ্লিষ্টরা।
ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত ক্রিকেট এডভাইজরি কমিটির (সিএসি) সুপারিশ মোতাবেক হেড কোচ পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল রবি শাস্ত্রীকে। কিন্তু এখন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড- বিসিসিআইয়ের নৈতিকতা কমিটির অফিসার ডিকে জেইন জানাচ্ছেন এই সিএসিতেই রয়েছে স্বার্থের সংঘাত। যে কারণে অবৈধ হয়ে যেতে পারে শাস্ত্রীর নিয়োগপদ্ধতি।
এরই মধ্যে সিএসির তিন সদস্য কপিল দেব, আনশুমান গাইকোয়ার এবং শান্তা রাঙ্গাস্বামীর বিরুদ্ধে স্বার্থের সংঘাত বিষয়ক প্রশ্ন উঠেছে। বিসিসিআইয়ের নৈতিকতা কমিটির পক্ষ থেকে শনিবার তাদের কাছে লিখিত নোটিশও পাঠানো হয়েছে। আগামী ১০ অক্টোবরের মধ্যে নোটিশের জবাব দিতে বলা হয়েছে সিএসির সদস্যদের।
আর এ ঘটনার গ্যাঁড়াকলে পড়েই মূলত অযাচিত ঝামেলার মধ্যে পড়তে হবে শাস্ত্রীকে। যদি সত্যিই সিএসির সদস্যদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাতের প্রমাণ মেলে, তাহলে বাতিল হয়ে যাবে শাস্ত্রীর নিয়োগ। সেক্ষেত্রে পুনরায় হেড কোচ নিয়োগ দিতে হবে ভারতকে।
বোর্ডের এক কর্তাব্যক্তি এ বিষয়ের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, 'যেই কমিটির মাধ্যমে হেড কোচ নিয়োগ দেয়া হয়েছে, সেই কমিটির মধ্যেই যদি স্বার্থের সংঘাত থেকে থাকে- তাহলে অবশ্যই হেড কোচ হিসেবে শাস্ত্রীর নিয়োগ পদ্ধতি আবারও করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নতুন সিএসি গঠন করা হবে এবং হেড কোচ নিয়োগের সকল কাজ পুনরায় শুরু করতে হবে। কেননা বোর্ডের সংবিধানের নতুন ধারায় স্পষ্টত উল্লেখ করা আছে শুধুমাত্র সিএসিই পারবে ভারতের নতুন কোচ নিয়োগ দিতে।' আর যদি এমনটা সত্যি হয় তাহলে ঝামেলা পোহাতে হবে নারী দলের কোচ উরকেরি রমনকেও। কেননা সিএসির সুপারিশেই ভারতীয় নারী দলের কোচ করা হয়েছিল রমনকে।

আসল ধোনির অবসরের বিষয়ে মুখ খুললেন সিনেমার ধোনি

স্পোর্টস ডেস্ক ▸
সবশেষ বিশ্বকাপের পর থেকেই যেন ভারতীয় ক্রিকেট দল থেকে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে বাদ দিতে উঠেপড়ে লেগেছে কেউ কেউ। অনেকের মতে এখন ক্রিকেট থেকে অবসরে যাওয়া উচিৎ ধোনির, ব্যাট-প্যাড উঠিয়ে রেখে ভবিষ্যতের চিন্তা করাই শ্রেয় তার জন্য। এ বিষয়ে এখনও ধোনি নিজে মুখ খোলেননি। তবে ক্রিকেটার ধোনির পক্ষে কথা বলেছেন সিনেমা জগতের ধোনি সুশান্ত সিং রাজপুত। মহেন্দ্র সিং ধোনির জীবনকে নিয়ে বানানো সিনেমা 'এমএস ধোনি : দ্য আনটোল্ড স্টোরি'তে নায়কের চরিত্রে ছিলেন সুশান্ত। তাই ক্রিকেটপাড়ায় তার অন্য নাম এখন সিনেমার ধোনি। সেই ধোনিই জানিয়েছেন আসল ধোনির অবসরের বিষয়ে নিজের ভাবনার কথা।
ইংল্যান্ডের মাটিতে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নেয়ার পর থেকে আর কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেননি ধোনি। এমনকি জানিয়েছেন নভেম্বর পর্যন্ত বিশ্রাম চান ক্রিকেট থেকে। এমতাবস্থায় বারবার তার অবসরের কথা মনে করিয়ে দেয়াটা সমীচীন নয় বলেই মনে করছেন সুশান্ত সিং। এর চেয়ে বরং অবসরের সিদ্ধান্তটা ধোনির ওপর ছেড়ে দেয়াই ভালো বলে মন্তব্য করেন সিনেমার ধোনি। সুশান্ত বলেন, 'আমরা বইয়ে নেতৃত্বের ব্যাপারে যত গুণাবলী সম্পর্কে পড়ি, তার সবগুলোই রয়েছে ধোনি মধ্যে। ভারতীয় ক্রিকেট দলকেও সে অনেক দিয়েছে। এমন একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে অবসরের সিদ্ধান্তটা তার ওপর ছেড়ে দেয়াই শ্রেয়। এ বিষয়ে কোনো প্রকারের চাপ প্রয়োগ করা অযৌক্তিক।' ইয়ুথ সামিট অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ধোনিকে সর্বকালের সেরা উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান উল্লেখ করে সুশান্ত আরও বলেন, 'একজন ভক্তের জায়গা থেকে আসলে সবসময় সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা যায় না। আমার কাছে ধোনিই সর্বকালের সেরা উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান।' এ সময় ক্রিকেটের ব্যাপারে নিজের পাগলামির কথাও তুলে ধরেন সুশান্ত। তিনি বলেন, 'আমি যখন স্কুলে পড়তাম, তখন বছর শুরুর আগেই বন্ধের দিনগুলো দেখে নিতাম। একই ব্যাপার হতো ক্রিকেটের ক্ষেত্রেও। যখন ভারতের ম্যাচ থাকতো তখন অন্য সবকিছু বন্ধ। বিশেষ করে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচগুলো বেশি উপভোগ করতাম। ম্যাচের আগেরদিন থেকেই আর কিছু করতাম না। ভাবতাম আমরা সবসময়ই জিতেছি, এবার কেন হারব?'

এভারটনের মাঠে জিতলো ম্যানসিটি

স্পোর্টস ডেস্ক ▸
এভারটনকে হারিয়ে প্রিমিয়ার লিগে লিভারপুলের সঙ্গে পয়েন্ট ব্যবধান বাড়তে দিলো না ম্যানচেস্টার সিটি। শনিবার প্রতিপক্ষের মাঠে ৩-১ গোলে জিতে শীর্ষ দলটির সঙ্গে ৫ পয়েন্ট পেছনেই থাকলো চ্যাম্পিয়নরা।
শুরুতেই এভারটনের উইঙ্গার থিও ওয়ালকট চোটে পড়েন। রহিম স্টারলিংয়ের ক্রস তার মুখে লাগলে হাসপাতালে যেতে হয় তাকে।
ইকে গুন্ডোগানের শটে বল গোলবারে আঘাত করলে এগিয়ে যাওয়া হয়নি ম্যানসিটির। তবে পেপ গার্দিওলার দল ২৪ মিনিটে ঠিক গোলমুখ খোলেন। কেভিন ডি ব্রুইনের ক্রস থেকে ব্যাকপোস্টে দাঁড়ানো গ্যাব্রিয়েল জেসুস লক্ষ্যভেদ করেন। এভারটন ৯ মিনিট পর সমতায় ফেরে। ফের্নান্দিনিয়ো ঠিকমতো বল বিপদমুক্ত করতে না পারার খেসারত দেয় সিটিজেনরা। বল খানিকটা তুখেল দেন সিমাস কোলম্যান, গোলমুখের সামনে থেকে লক্ষ্যভেদী হেড করেন ডোমিনি কালভার্ট-লেভিন। দুই দলই কয়েকটি সুযোগ নষ্ট করে।
তবে ম্যানসিটি এগিয়ে যায়। ডি ব্রুইনকে ইয়েরি মিনা ফেলে দিলে ফ্রি কিক থেকে ৭১ মিনিটে গোল করেন রিয়াদ মাহরেজ। বদলি নামা সেইরিয়ো আগুয়েরোর নিচু ক্রস এভারটন গোলরক্ষক জর্ডান পিকফোর্ডের গায়ে আঘাত করলে ক্রসবারের ঠিক নিচ থেকে স্টারলিং করেন দলের তৃতীয় গোল। এটি ছিল ইংলিশ ফরোয়ার্ডের ক্লাব ক্যারিয়ারের শততম গোল। ৭ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল। তাদের পরেই অবস্থান ম্যানসিটির (১৬)।

পিএসজিকে শীর্ষেই রাখলেন নেইমার

স্পোর্টস ডেস্ক ▸
ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড নেইমারের গোলে আবারও জয়ের মুখ দেখল ফ্রেঞ্চ ফুটবল লিগের হট ফেবারিট পিএসজি। টমাস টুখেলের শিষ্যরা এবার হারিয়েছে বোর্দোকে। এই জয়ের ফলে ৮ ম্যাচ থেকে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে পিএসজি।
শনিবারের রাতে গোল করে যেমন দলকে জিতিয়েছেন নেইমার, তেমনি গোলের সবচেয়ে সহজ সুযোগটাও তিনিই হাতছাড়া করেন। নইলে পিএসজির জয়ের ব্যবধানটা হয়তো আরও বাড়তে পারতো।
বোর্দোর বিপক্ষে এদিনের ম্যাচে ৪৪ মিনিটে পেনাল্টি বক্সের ডান দিক থেকে তমা মুনিয়ের উঁচু করে বাড়ানো বল পেয়ে কাছ থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট শটে বল বাইরে পাঠান ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড নেইমার। যার কারণে সাফল্যের দেখা পেতে পিএসজিকে অপেক্ষা করতে হয় ৭০ মিনিট পর্যন্ত। ইনজুরি থেকে ফিরে বদলি হিসেবে নামা ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পে বল নিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে ডি বক্সে ঢুকে গোলমুখে বাড়িয়ে দেন। সেই বল আলতো টোকায় জালে পাঠান নেইমার। তার এই গোলেই শেষ পর্যন্ত পূর্ণ তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে টুখেলের দল।
এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে পিএসজি। নেইমার ছাড়াও ৩০ মিনিটে দলের আরও দু'জন খেলোয়াড় গোলের সুযোগ হাতছাড়া করেন। প্রতিবারই বোর্দোর গোলরক্ষকের বীরত্বে গোল বঞ্চিত হন নেইমাররা।

নেপালি অধিনায়কের এ কীর্তি করতে পারেনি আর কেউ

স্পোর্টস ডেস্ক ▸
ঘটা করেই সকল সহযোগী সদস্য দেশগুলোকে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির মর্যাদা দিয়েছিল আইসিসি। তখনই ধারণা করা হয়েছিল কুড়ি ওভারের ক্রিকেটের রেকর্ডবুকে তোলপাড় চলবে প্রতিনিয়ত। বাস্তবেও হচ্ছে তাই। একের পর এক নতুন নতুন কীর্তি গড়ে রেকর্ডের পাতায় ঝড় তুলছেন সহযোগী দেশগুলোর ক্রিকেটাররা। যার সবশেষ উদাহরণ নেপালের অধিনায়ক পরশ খাড়কা। শনিবার সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ত্রিদেশীয় সিরিজের ম্যাচে রান তাড়া করতে নেমে অপরাজিত এক সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন নেপালি অধিনায়ক। তার ৫২ বলে ১০৬ রানের অপরাজিত ইনিংসে ভর করে ৯ উইকেটের দুর্দান্ত জয় পেয়েছে নেপাল।
সেঞ্চুরি করার মাধ্যমে ইতিহাসের প্রথম অধিনায়ক হিসেবে রান তাড়া করে জয়ের ম্যাচে প্রথম অধিনায়ক হয়েছে পরশ খাড়কা। প্রায় ১৩ বছরের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির ইতিহাসে তার আগে এ কীর্তি করতে পারেননি আর কেউ। এতদিন ধরে রান করে জেতা ম্যাচে অধিনায়কদের সর্বোচ্চ সংগ্রহ ছিলো ক্রিস গেইল ৮৮ রান। প্রায় দশ বছর আগে ২০০৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এটি করেছিলেন গেইল।
গেইলের রেকর্ড ছাপিয়ে সেঞ্চুরি করার দিনে আরও একটি কীর্তি গড়েছেন পরশ খাড়কা। তিনি যখন ১০৬* রান করে ম্যাচ জিতিয়ে মাঠ ছাড়লেন, তখন নেপালের সংগ্রহ ১ উইকেটে ১৫৪ রান। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এত কম দলীয় সংগ্রহে সেঞ্চুরি করতে পারেননি আর কোনো ব্যাটসম্যান।
পরশ খাড়কাময় দিনে সিঙ্গাপুরের পাত্তা না পাওয়াই ছিলো স্বাভাবিক। তারা আগে ব্যাট করে ৩ উইকেট হারিয়ে দাঁড় করায় ১৫১ রানের সংগ্রহ। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৬৪ রান করেন অধিনায়ক টিম ডেভিড।

গ্রাম আদালত সক্রিয় করতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
অল্প খরচে জনগণের কাছে দ্রুততম সময়ে বিচারিক সেবা পৌঁছে দিতে সরকারকে সহায়তা করছে। ইউনিয়ন পরিষদে প্রতিষ্ঠিত গ্রাম আদালত উভয় পক্ষের মনোনীত সদস্যদের মাধ্যমে সমঝোতার ভিত্তিতে বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকে। ফলে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে। এজন্য সরকার সারা দেশে গ্রাম আদালতগুলোকে কার্যকর করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

মন্ত্রী জানান, ২০১৭ সালের জুলাই থেকে ২০১৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন ইউনিয়নে ১ লাখ ৩৩ হাজার ৬৬৪টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। এসবের মধ্যে ১ লাখ ৬ হাজার ৭০২টি মামলার রায় দেয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত রেনসে তিরিংক, ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি সুদীপ্ত মুখার্জি এবং বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের জাতীয় প্রকল্প পরিচালক ও স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব রোকসানা কাদের। মুক্ত আলোচনা পর্ব সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা।

পল্লী এলাকার নারী, দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী যাতে তাদের প্রতি সংঘটিত অন্যায়ের প্রতিকার স্থানীয় পর্যায়ে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ে পেতে পারে সে লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে ইউএনডিপি ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশের ১৪টি জেলার ৫৭টি উপজেলায় ৩৫১টি ইউনিয়নে 'অ্যাক্টিভেশন ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পের (২০০৯-২০১৫) প্রথম পর্যায়ের কার্যক্রম শেষ হয়েছে।

প্রথম পর্যায় সমাপ্তির পর উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে দেশের ২৭টি জেলার ১২৮টি উপজেলার ১০৮০টি ইউনিয়নে বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পটির (২০১৬-২০১৯) কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সম্প্রতি ৩ পার্বত্য জেলার ২৬টি উপজেলার ১২১টি ইউনিয়ন পরিষদকে এ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ২৮০ কোটি ৯৪ লাখ ৩০ হাজার টাকা। যার মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ২৪০ কোটি ৩১ লাখ ৮০ হাজার টাকা এবং জিওবি ৪০ কোটি ৬২ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

৯২ হাজার কারাবন্দির জন্য

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
সিনিয়র কনসালট্যান্ট মেডিসিন ১, সিনিয়র কনসালট্যান্ট সার্জারি ১, জুনিয়র কনসালট্যান্ট অর্থোপেডিক ১, জুনিয়র কনসালট্যান্ট পেডিয়াট্রিক ১, জুনিয়র কনসালট্যান্ট গাইনি অ্যান্ড অবস ১, জুনিয়র কনসালট্যান্ট চর্ম ও যৌন ১, জুনিয়র কনসালট্যান্ট রেডিওলজি ১, জুনিয়র কনসালট্যান্ট কার্ডিওলজি ১, জুনিয়ার কনসালট্যান্ট প্যাথলজি ১, জুনিয়র কনসালট্যান্ট সাইকিয়াট্রিক ১, আবাসিক চিকিৎসক মেডিসিন ১, আবাসিক চিকিৎসক সার্জারি ১, আবাসিক চিকিৎসক ইএনটি ১, আবাসিক চিকিৎসক গাইনি অ্যান্ড অবস ১, আবাসিক চিকিৎসক চক্ষু ১, রেজিস্ট্রার ১, সহকারী রেজিস্ট্রার ১, মেডিকেল অফিসার চর্ম ও যৌন ১, মেডিকেল অফিসার মেডিসিন ১, মেডিকেল অফিসার সার্জারি ১, মেডিকেল অফিসার ইএনটি ১, প্যাথলজিস্ট ১, রেডিওলজিস্ট ১, অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ১, ইমারজেন্সি মেডিকেল অফিসার ২, মেডিকেল অফিসার রক্তসঞ্চালন ১, মেট্রন ১ জনসহ মোট ৩২টি পদ সৃজন করা হয়।

এর বিপরীতে ওই কারা হাসপাতালে বর্তমানে একজন জুনিয়র কনসালট্যান্ট ডেন্টাল সংযুক্তি আদেশবলে কর্মরত। ফলে কারাবন্দি ও স্থানীয় জনসাধারণের আউটডোর চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি সরকারি অর্থে ক্রয়কৃত চিকিৎসা সামগ্রীও বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হচ্ছে।

এছাড়া ২০১৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ২০ জন সহকারী সার্জনের চাকরি সুরক্ষাসেবা বিভাগে ন্যস্ত করা হলেও তাদের মধ্যে কেবল চারজন পদায়নকৃত কর্মস্থলে যোগদান করেন এবং বাকি ১৬ জন অদ্যাবধি কর্মস্থলে যোগদান করেননি। এ বিষয়ে ২০১৮ সালের ২১ অক্টোবর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয় বলে ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়।

এছাড়া চলতি বছরের ২৮ মে স্পেশাল ব্রাঞ্চের বিশেষ পুলিশ সুপার পঙ্কজ ভট্টাচার্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষাসেবা বিভাগের সচিব বরাবর এক চিঠিতে বলেন, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কেরানীগঞ্জের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ডিভিশনপ্রাপ্ত বন্দি, শীর্ষসন্ত্রাসী, যুদ্ধাপরাধী, জঙ্গি সদস্যসহ প্রায় ১১ হাজার বন্দি আছেন। তাদের চিকিৎসার জন্য কারাভ্যন্তরে সুরমা ওয়ার্ড ব্যবহৃত হচ্ছে। এখানে মোট ১৭২টি শয্যা আছে।

ওই সময় সেখানে ৬২ জন বন্দি চিকিৎসার জন্য ভর্তি ছিলেন। এখানে স্থায়ীভাবে দুজন সহকারী সিভিল সার্জন রয়েছেন। আরেকজন সহকারী সার্জন ডেন্টাল সপ্তাহে তিনদিন কেরানীগঞ্জ ও অন্যদের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে গিয়ে কারাবন্দিদের চিকিৎসাসেবা দেন। যদিও কারা হাসপাতালে সরকারি সিভিল সার্জনের পাঁচটি অনুমোদিত পদ আছে। এছাড়া কারা হাসপাতালে একজন ফার্মাসিস্ট ও একজন ডিপ্লোমা নার্স রয়েছেন।

ওই চিঠিতে বলা হয়, দেশের বিভিন্ন কারাগার থেকে আগত রোগীদের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়ে থাকে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্দি ও বাইরে থেকে আগত অসুস্থ বন্দিদের প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা উল্লিখিত সিভিল সার্জন ফার্মাসিস্ট ডিপ্লোমা নার্স দ্বারা হয়ে থাকে। গুরুতর অসুস্থ বন্দিদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা শহরে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়ে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। বাইরের হাসপাতালে অসুস্থ বন্দিদের ভর্তি করে চিকিৎসা প্রদান করা হয়ে থাকে। ওই সময় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বাইরে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি বন্দির সংখ্যা ছিল ২৩ জন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে নয় মাস আগে চিঠি দেয়া হলেও এতদিনে টনক নড়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের। গত ১৭ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্য মহাপরিচালকের পক্ষে পরিচালক প্রশাসন ডা. শহীদ মোহাম্মদ সাদিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে বলা হয়, কারাবন্দিদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে ইচ্ছুক চিকিৎসকদের কাছ থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মৌলভীবাজারে ভোক্তা অধিকার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
মেসার্স ইমরান এন্ড ব্রাদার্সকে ৫ হাজার, পশ্চিমবাজার রোডে অবস্থিত মদন মোহন এন্টারপ্রাইজকে ৩ হাজার টাকাসহ মোট ১১ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও তা আদায় করা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়াধীন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আল-আমিন উক্ত অভিযানে পিয়াজ, রসুনসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য মূল্য তালিকা থেকে অতিরিক্ত দামে বিক্রয় করা, মূল্য তালিকা না রাখাসহ বিভিন্ন অপরাধে এসকল জরিমানা করেন। এছাড়াও পশ্চিমবাজার ব্যবসায়ীদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে প্রতিদিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে মূল্য তালিকা লিখে প্রতিষ্ঠানের সামনে প্রদর্শন করতে হবে।

সৌদি আরবে পর্যটন ভিসা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
কানাডা, কাজাখস্তান, সিঙ্গাপুর, ব্রুনেই দারুস সালাম, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, স্পেন, বেলজিয়াম, মালয়েশিয়া, অস্ট্রিয়া, সাইপ্রাস, যুক্তরাজ্য, ক্রোয়েশিয়া, এস্তোনিয়া, অ্যান্ডোরা, ডেনমার্ক, জার্মানি, বুলগেরিয়া, ফ্রান্স, হাঙ্গেরি, চেক প্রজাতন্ত্র, হল্যান্ড, ইতালি, ফিনল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া, গ্রিস, লিচটেনস্টেইন, মোনাকো, আইসল্যান্ড, মাল্টা, পোল্যান্ড, লাটভিয়া, নরওয়ে, রাশিয়া, লুক্সেমবার্গ, রোমানিয়া, স্লোভেনিয়া, মন্টিনেগ্রো, স্লোভাকিয়া, সুইজারল্যান্ড, পর্তুগাল, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, স্যান ম্যারিনো, ইউক্রেন, চীন (হংকং, ম্যাকাউ ও তাইওয়ান চীনের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে ভিসা পাবে)। এই ৪৯টি দেশের নাগরিক সাধারণ ভিসা বা ই-ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবে। এজন্য ভিজিটসৌদি.কম নামের একটি অনলাইন পোর্টাল চালু করা হয়েছে। বিমানবন্দরগুলোতে ইলেক্ট্রনিক কিওস্কও থাকবে।

পর্যটকদেরকে দেওয়া এই পর্যটন ভিসার মেয়াদ থাকবে এক বছর। এই এক বছরের মধ্যে তারা একাধিকবার সৌদি আরবে যেতে পারবেন। তারা প্রতিবার দেশটিতে প্রবেশের পর সর্বোচ্চ তিন মাস অবস্থান করতে পারবেন।

বিমানের কাছে বকেয়া পাওনার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
দুই হাজার ৬৩ কোটি টাকা। আর কোম্পানিটির তৃতীয় প্রান্তিকে প্রকাশিত সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, বিভিন্ন পাওনাদার প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পদ্মা অয়েলের মোট পাওনা আছে এক হাজার ৭৭৪ কোটি ৬৭ লাখ টাকা, যা একই সময়ে আগের বছরের ছিল এক হাজার ৯৫৯ কোটি ৯৮ লাখ টাকা। এর মধ্যে বিমানের কাছে বকেয়া পাওনা এক হাজার ৭৩৮ কোটি টাকা।

হিসাববিদদের মতে, বিমানের কাছ থেকে প্রকৃত পাওনার তিনগুণের বেশি অর্থের দাবি কীভাবে করতে পারে বিপিসি? বিপিসি'র মতো রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার কাছ থেকে এ ধরনের আচরণ কিংবা ভুল প্রত্যাশা করা যায় না। আর শক্তিশালী অডিট বিভাগ না থাকায় অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা স্বচ্ছতা ছাড়াই সব আয় ও ব্যয়ের বিল পাস হচ্ছে সংস্থাটির। এতে বিপিসির সব ধরনের লেনদেন ও হিসাব-নিকাশে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত হচ্ছে না। ফলে অনেক সময় বিপিসি'র হিসাবের সঙ্গে অধীন সংস্থাগুলোর হিসাবে গরমিল দেখা যায়। পাশাপাশি পরিচালনায় অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এ বিষয়ে পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুদুল আলম বলেন, বিপিসি'র হিসাবে ভুল আছে। বাংলাদেশ বিমানের কাছে গত আগস্ট পর্যন্ত সুদাসলে পদ্মা অয়েলের পাওনা আছে দুই হাজার ৬৩ কোটি টাকা। এ পাওনা আদায়ের জন্য বেশ কয়েকবার মন্ত্রণালয়ে মিটিং হয়েছে। কিন্তু বিমান বকেয়া টাকা পরিশোধ করেনি।

পদ্মা অয়েলের সঙ্গে বিপিসির হিসাবের পার্থক্য আছে শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে সংস্থাটির পরিচালক (হিসাব) শহিদুল আলম শেয়ার বিজের প্রতিবেদককে উল্টো প্রশ্ন করেন, 'আপনি এ তথ্য কোথায় পেয়েছেন?' তখন প্রতিবেদক জানায়, প্রতিবেদনটি বিপিসির ওয়েবসাইটে আছে। পরে তিনি বলেন, 'বিষয়টি আমি দেখব। ভুল থাকলে আমরা ঠিক করে প্রকাশ করব।'

উল্লেখ্য, গত ২০১৭-১৮ বছরের সব বিমান সংস্থাগুলোর কাছে জেট ফুয়েল বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল চার লাখ আট হাজার ২৭২ টন, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল তিন লাখ ৭৬ হাজার ৭০০ টন। এর মধ্যে বাংলাদেশ বিমান ক্রয় করে ২৫ শতাংশ। আর ৭৫ শতাংশ কিনে দেশীয় বেসরকারি ও বিদেশি উড়োজাহাজ সংস্থা। তাদের কাছে বিপিসির কোনো বকেয়াও নেই। কিন্তু আর্থিক সংকটের কথা বলে ২০১১ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত বিপিসিকে কোনো টাকাই দেয়নি বিমান।

সামরিক শক্তিতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
বাংলাদেশ ০.৭১৫৬ শক্তিসূচক নিয়ে ৪৫তম অবস্থানে রয়েছে। ০.০৬১৫ শক্তিসূচক নিয়ে প্রথম যুক্তরাষ্ট্র। ০.০৬৩৯ শক্তিসূচক নিয়ে দ্বিতীয় রাশিয়া। আর তৃতীয় চীনের শক্তিসূচক ০.০৬৭৩। ভারত ০.১০৬৫ শক্তিসূচক নিয়ে চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সামরিক শক্তিতে বাংলাদেশ তৃতীয় অবস্থানে। এই অঞ্চলে দ্বিতীয় পাকিস্তান ০.২৭৯৮ শক্তিসূচক নিয়ে। সার্বিক র‍্যাংকিংয়ে যার অবস্থান ১৫তম।

অপর প্রতিবেশি দেশ মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশ সামরিক শক্তির ব্যবধান কমেছে। এক বছরে মিয়ানমার এই শক্তিতে দুই ধাপ পিছিয়ে এখন ৩৭ তম অবস্থানে রয়েছে।

গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার- জিএফপি তার প্রতিবেদনে জানিয়েছে এই শক্তির জরিপে কোনও দেশের পরমাণু শক্তির বিষয়টি ধর্তব্যে নেওয়া হয়নি। তবে স্বীকৃত ও সন্দেহভাজন পরমাণু শক্তিধর দেশগুলোকে বিশেষ বিবেচনায় রাখা হয়েছে। সামরিক সক্ষমতার পাশাপাশি এই জরিপে প্রাধান্য পেয়েছে ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, জনসংখ্যার দিকগুলো। এছাড়া দেশগুলোর সামরিক সরঞ্জাম কতটা বৈচিত্র্যপূর্ণ, সেটিও বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

রিপোর্টে দেওয়া তথ্যমতে, বাংলাদেশে প্রতিবছর সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়ার সক্ষমতার বয়সে পৌঁছায় ৩০, ৬০,৫৭৩ জন। দেশের সামরিক বাহিনীর মোট সদস্য ১,৬০,০০০।

এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের বিমান বাহিনীতে এবছরের হিসাবে ১৭৫টি এয়ারক্রাফট রয়েছে। এক বছরে বেড়েছে দুটি এয়ারক্রাফট। এদিক থেকে গ্লোবাল র‍্যাংক দাঁড়িয়েছে ১৩৭টি দেশের মধ্যে ৫৩তম। এছাড়া ৪৫টি ফাইটার এয়ারক্রাফট, ৪৫টি অ্যাটাক এয়ারক্রাফট, ৫৭টি ট্রান্সপন্ডার রয়েছে বাংলাদেশের। হেলিকপ্টার রয়েছে ৫৯টি। তবে একটিও অ্যাটাক হেলিকপ্টার নেই।

সেনাবাহিনীর কাছে রয়েছে ৩৪০টি কমব্যাট ট্যাংক। ৫২১টি সাঁজোয়া যান, ১৮টি সেলফ-প্রপেলড আর্টিলারি, ৩৪০টি টোড আর্টিলারি, ৩৬টি রকেট প্রজেক্টর। টোড আর্টিলারির দিক থেকে বাংলাদেশের র‍্যাংকিং ১৩৭ দেশের মধ্যে ৩২তম। নৌবাহিনীর শক্তিমত্তায় দেখা গেছে বাংলাদেশের মোট নৌ সরঞ্জাম ৮৯টি। যার মধ্যে ৬টি ফ্রিগেট, ৬টি করবেট ও ২টি সাবমেরিন রয়েছে। বাংলাদেশের কোনও বিমানবাহী রণতরী নেই। প্যাট্রোল ভেসেল রয়েছে ২৬টি আর মাইন ওয়ারফেয়ার ৪টি।

সাড়ে ৩৭ লাখ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে রোগীকে আড়াল করে রাখার এক সেট পর্দার দাম দেখানো হয় ৩৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা। ২০১২ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে মেসার্স অনিক ট্রেডার্স অতিরিক্ত বিল দেখিয়ে ৫২ কোটি ৬৬ লাখ ৭১ হাজার ২০০ টাকার ১৬৬টি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে। যেখানে প্রকৃত বাজার মূল্য ১১ কোটি ৫৩ লাখ ৪৬৫ টাকা। এরই মধ্যে অনিক ট্রেডার্স ৪১ কোটি ১৩ লাখ ৭০ হাজার ৭৩৭ টাকার বিল উত্তোলন করে।

এদিকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আরও ১০ কোটি টাকার বিল বিভিন্ন অসঙ্গতিতে আটকে দেয়। বিল পেতে ২০১৭ সালের ১ জুন অনিক ট্রেডার্স হাইকোর্টে রিট করে। এরপরই মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালকের কাছে ১০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতির তালিকা চেয়ে পাঠান। পরে বিষয়টি তদন্তে দুদককে নির্দেশনা দেয় হাইকোর্ট। যার পরিপ্রেক্ষিতে অনুসন্ধানে নেমেছে কমিশন।

বই কিনতে জাহাজ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
যেকোন প্রতিষ্ঠানের সাথে এমন চুক্তি করা যায়। খুলনা শিপইয়ার্ড সরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়ায় আমরা তাদের সাথে চুক্তিটি করেছিলাম।'

তবে বিশ্ববিদ্যালয় চুক্তি করলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আপত্তির কারণে পরবর্তীতে চুক্তিটি বাতিল করা হয় বলে জানিয়েছেন কুদ্দুস মিয়া। এছাড়া তারা খুলনা শিপইয়ার্ডকে টাকা ফেরত দিতে বলেছেন বলেও জানান তিনি। তবে খুলনা শিপইয়ার্ড এখনো টাকা ফেরত দেয়নি। পণ্য বুঝে পাওয়ার আগেই সম্পূর্ণ টাকা অগ্রিম দেয়ার নিয়ম আছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে কুদ্দুস মিয়া বলেন, 'ডিপিএম (ডাইরেক্ট পারসেস মেথোডস) প্রক্রিয়ায় এভাবে অগ্রীম টাকা দেয়া যায়।'

তবে ভিন্ন কথা জানান, হিসাব দপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. মশিকুর রহমান। তিনি জানান, 'এভাবে অগ্রীম টাকা দেয়ার কোনো নিয়ম নেই। কিন্তু উপাচার্য সহ প্রকল্প পরিচালকের নির্দেশ থাকায় আমরা খুলনা শিপইয়ার্ডকে বই কেনার জন্য অগ্রীম দুই কোটি টাকা প্রদান করি।'

এদিকে শিক্ষার্থীদের সাথে এ বিষয়ে কথা বললে তারা জানান, 'লাইব্রেরিতে আমাদের কোনো বিভাগেরই পর্যাপ্ত বই নেই অথচ কোটি কোটি টাকা এভাবে দুর্নীতির মাধ্যমে ব্যয় করা হচ্ছে।'

উল্লেখ্য, গত ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ সহ উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন করছে বশেমুরবিপ্রবি শিক্ষার্থীরা।

চুনারুঘাটে সীমান্তে অর্ধকোটি টাকার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
ছুটে আসা স্থানীয় জনতা বেশ কিছু মাল কুড়িয়ে নিয়ে যায় এবং প্রায় দুইগাড়ি মালামাল বিজিবি আসার পূর্বেই পাচারকারীরা জোরপূর্বক নিয়ে গেছে। যার পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা হবে। এ ঘটনার প্রায় ২/৩ ঘণ্টা পর বাল্লা বিজিবির একদল জোয়ানরা গিয়ে লুটে নেয়ার অর্ধেক মালামাল জব্দ করেন। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করতে পারেনি বিজিবি।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, দেশি চায়ের তুলনায় দাম কম হওয়ায় হাটবাজার ও গ্রামগঞ্জের চায়ের দোকানিরা এই চায়ের পাতা ব্যবহার করছেন। চায়ের দোকানদার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, চোরাইপথে আসা ভারতীয় চা-পাতার দাম অনেক কম। এই চা-পাতা নিম্নমানের। এতে কৃত্রিম রঙ ও ভেজাল রয়েছে। রঙ মেশানো থাকায় অল্প পরিমাণে চা-পাতা ব্যবহার করলেই চায়ের রঙ হয় বেশ সুন্দর ও লোভনীয়। তাই চায়ের দোকানদার ও রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ীরা দেদারসে এই চা-পাতা ব্যবহার করছেন। এই চা পান করলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটে চোরাইপথে আসা ভারতীয় এই চা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন বলে স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করেন। চুনারুঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও মোমিন উদ্দিন বলেন, রঙ মেশানো চা পান করলে জন্ডিস, চর্ম, কিডনি, ক্যানসারসহ বিভিন্ন রোগ হতে পারে। উপজেলার কয়েকজন ব্যবসায়ী জানান, উপজেলার সীমান্তের গুইবিল, বাল্লা সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিনই ভারত থেকে আসছে কয়েক হাজার কেজি চা-পাতার প্যাকেট। দেশের নামীদামি কোম্পানির চা-পাতার তুলনায় ভারতীয় এই চায়ের দাম অর্ধেকের কম। মুদি দোকানদার কাইয়ুম বলেন, গত শীত মৌসুমের শুরুতে চুনারুঘাট উপজেলায় যে পরিমাণে চা বিক্রি হয়, সে তুলনায় এ বছর বিক্রির পরিমাণ অর্ধেকের কম। ভারত থেকে আসা রঙ মেশানো ভেজাল ও নিম্নমানের চায়ের কারণে দেশি কোম্পানির চা বিক্রি হচ্ছে না। কয়েকজন হোটেল-মালিক জানান, ভারত থেকে চোরাইপথে আসা এসব চা-পাতায় রঙ মেশানো থাকে। দেশি চায়ের তুলনায় এর দাম কম। অপরদিকে রঙ মেশানো থাকায় অল্প চা-পাতা ব্যবহার করেই অনেক বেশি পরিমাণে চা তৈরি করা যায়। এই চায়ের রঙ হয় বেশ সুন্দর ও লোভনীয়। তবে বেশি দেরি হলে রঙ কালো হয়ে যায়। বিজিবির কয়েকজন সদস্য বলেন, স্থানীয় মানুষ সহযোগিতা না করলে এবং সচেতন না হলে এটা পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব নয়। এদিকে স্থানীয় বেশ কিছু লোকজন জানান, বিজিবি ক্যাম্পের কাছে বারবার এমন ঘটনা ঘটছে বিজিবির ভূমিকা নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

শিক্ষা বোর্ডগুলোতে ১৬৭ কোটি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
জেএসসি পরীক্ষায় রেজিস্ট্রেশন করা, পরীক্ষা পরিচালনা এবং ফলাফল প্রকাশ সংক্রান্ত কাজে সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সম্মানি প্রদান করা, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় নম্বরপত্র ও সনদপত্র লিখন, যাচাই, স্বাক্ষর ও পাঠানোর কাজে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত সম্মানী প্রদান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ব্যবহারিক উত্তরপত্র যাচাই-বাছাইয়ের জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান, অনলাইন নিবন্ধনের জন্য অর্থ আদায়, সম্মানীর বিল থেকে নির্ধারিত হারে উৎসে আয়কর কর্তন না করা।

এসব অনিয়মের মধ্যে আরও রয়েছে- শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নির্ধারিত হারের চেয়ে কম হারে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সুদ আদায় করা, আন্তঃশিক্ষা বোর্ড তহবিল ও বিজি প্রেসকে অনিয়মিতভাবে অর্থ পরিশোধ, ঠিকাদারের বিল হতে ভ্যাট কর্তন না করা, ক্যাশ বইয়ের হিসাব অনুযায়ী ব্যাংক হিসাবে অমিল, গাড়ি ক্রয়ে সরকার নির্ধারিত হারে চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যে ক্রয়, বিভিন্ন খাতে বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষায় অতিরিক্ত ব্যয়, অনিয়মিতভাবে চাহিদা তৈরির মাধ্যমে কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ব্যতিত সম্পদ সংগ্রহ খাতে অনিয়মিত ব্যয়, ব্যাংকের এফডিআর, সঞ্চয় হিসাব হতে প্রাপ্ত আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্তি না করা, হিসাব বইতে আয় কম দেখানো।

ঠিকাদারদের পরিশোধিত বিলে গড়মিল করা, বিভাগীয় কাজে প্রদান করা অগ্রিম অর্থ সমন্বয় না করা, আবাসিক বাসায় বাসায় বসবাসরত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের গ্যাস বিল বাবদ অতিরিক্ত অর্থ প্রদান, পরিশোধিত বিল হতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অর্থ ফেরত প্রদান করা, মডেল কলেজের আয় বোর্ড তহবিলে জমা না করে মডেল কলেজের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বোর্ড থেকে প্রদান, অর্থ লেনদেনে ক্যাশ বই যথাযথ সংরক্ষণ না করা, কর্মচারিদের সার্ভিসবুকে চাকরি সংক্রান্ত কোনো তথ্য সংরক্ষণ না করা, পুরাতন গাড়ি অকেজো ঘোষণা করা সত্ত্বেও সেগুলো বিক্রয় না করাসহ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় অসঙ্গতি পাওয়া গেছে। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মু. জিয়াউল হক বলেন, প্রণোদনা না দিলে বোর্ডে তো কাজই উঠবে না। কেননা, বিভিন্ন পরীক্ষার সময় কাজ করতে করতে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের রাতও পার হয়ে যায়। এসব বিবেচনা করে বোর্ড কমিটিই প্রণোদনা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেটা অনুযায়ীই দেয়া হয়েছে। কোনো অনিয়ম নেই বলে দাবি করেন তিনি।

সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ডের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
শরীয়াহ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, সদস্যসচিব ও সচিবরা ভোট দেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. আনোয়ারুল আজিম আরিফ। নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ব্যাংক এশিয়া লিমিটেডের নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান রুমি এ হোসেন এবং ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মো. মাহবুব-উল-আলম। নির্বাচনে প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মো. আব্দুল আউয়াল সরকার।

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছেন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
সর্বমোট গ্রাহক সংখ্যা ৬১ হাজার ৭শ' ৪৫ জন। এর মধ্যে শিল্প গ্রাহক ২ হাজার ৯শ' ৮১, বাণিজ্যিক গ্রাহক ৭ হাজার ৮শ', আবাসিক গ্রাহক ৫ হাজার ৫শ', সেচ গ্রাহক ৩শ' ৩, লাইনের পরিমাণ ৫৩১.৬৫ কিলোমিটার, সাব স্টেশন ৪টি। এছাড়াও ১টি সাব স্টেশন নির্মাণাধীন অবস্থায় রয়েছে। যা অতি শীঘ্রই চালু হওয়ার অপেক্ষায় আছে। অপরদিকে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা ও অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয় মিলে রয়েছে ১৬১টি সংযোগ। মাধবদী জোনাল অফিসে ঢুকেই প্রথমে গ্রাহকদের নজরে আসবে হয়রানিমুক্ত বিদ্যুতের অঙ্গীকার । এরপর যা নজরে আসবে তা হলো আমি ও আমার অফিস দুর্নীতিমুক্ত। বলতে গেলে শতভাগ দুর্নীতিমুক্ত একটি জোনাল অফিসে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে মাধবদী পল্লী বিদ্যুতের জোনাল অফিসকে। গতকাল মাধবদী পল্লী বিদ্যুতের জোনাল অফিস পরিদর্শনে গিয়ে এমন চিত্র নজরে আসে। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অব.) এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মাধবদী জোনাল অফিসসহ সমগ্র দেশের ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সদর দপ্তর, জোনাল অফিস, এরিয়া অফিস, অভিযোগ কেন্দ্র অনেকটাই এখন দুর্নীতিমুক্ত। ইতোমধ্যে দুর্নীতির অভিযোগে কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারি চাকরিচ্যুত হওয়ার কারণে দুর্নীতি শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। মাঠ পর্যায়ে এক শ্রেণীর দালাল/মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড তথা এর আওতাধীন ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ভাবমূর্তি এখনও কিছুটা সংকটে রয়েছে। তবে এ জাতীয় দুর্নীতি অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। তবে মাধবদী জোনাল অফিস পুরোপুরি দালালমুক্ত সম্ভব হয়েছে আরইবি চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অব.) এর দিকনির্দেশনামূলক কঠোর পদক্ষেপের কারণে। এখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মো. মহিউদ্দিন মোশাহেদুল্লাহর বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতায় সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি মিলে মাধবদী পল্লী বিদ্যুতের জোনাল অফিসকে সেবাবান্ধব/গ্রাহকবান্ধব/জনবান্ধব অফিসে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন। শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে গ্রাহকরা নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করছেন। আবাসিক গ্রাহকদের পাশাপাশি শিল্প, বাণিজ্যিক এবং সেচ গ্রাহকদের মাঝে ব্যাপ স্বস্তি লক্ষ্য করা গেছে। সকল গ্রাহকদের দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার ফলে দালালরা আতংকে সটকে পড়েছে। এদিকে শিল্প গ্রাহকদের ডিমান্ড নোট ইস্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলে জানিয়ে দেওয়া হয়। যাতে পথিমধ্যে আবার ঐ গ্রাহক দালালদের খপ্পরে না পড়েন। এছাড়া গ্রাহকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের জন্য সম্প্রতি উঠান বৈঠকের মত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে গ্রাহকদের সচেতনতার লক্ষ্যে দুর্নীতিবিরোধী পোস্টার, হ্যান্ডবিল, মাইকিং, সভা, সেমিনারসহ নানামুখি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে ১৬৫ টাকায় নতুন সংযোগ পাচ্ছেন একজন গ্রাহক। সদস্য ফি ৫০ টাকা, আবেদন ১০০ টাকা এবং ভ্যাট ১৫ শতাংশ। প্রি-পেমেন্ট মিটার জামানত ছাড়াই সর্বোচ্চ ৩ দিনের মধ্যে সংযোগ পেয়ে যান একজন গ্রাহক। আরইবি'র নতুন সার্কুলারে ৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত ট্রান্সফরমার ফ্রি। মাধবদী জোনাল অফিসের ডিজিএম মো. মহিউদ্দিন মোশাহেদুল্লাহ দৈনিক পাঞ্জেরীকে বলেন, যত বাধাই আসুক দালালমুক্ত করেই আমরা গ্রাহকদের সেবা প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমি ও আমার অফিস দুর্নীতিমুক্ত। তিনি ১৯৯৯ সালে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এজিএম (সদস্য সেবা) হিসেবে চাকরিতে যোগদান করেন। বাগেরহাট পবিস, ময়মনসিংহ পবিস-৩, কুমিল্লা পবিস-২ এ এজিএম হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি। এরপর কুমিল্লা পবিস-১, ফেনী পবিস এবং নরসিংদী পবিস-১ এ ডিজিএম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মহিউদ্দিন মোশাহেদুল্লা ফেনী পবিস-৩ এ থাকাকালীন জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহে সেরা কর্মকর্তা নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে কুমিল্লা পবিস-১ এ চাকরিকালীন সময়ও সেরা কর্মকর্তা নির্বাচিত হন।

নরসিংদীতে কমিউনিটি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
কাউন্সিলর ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মোবারক হোসেন, নরসিংদী মডেল থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. সালাউদ্দিন, পৌর আওয়ামী লীগ নেতা হাজি মো. মকবুল হোসেন ও পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ড কমিউনিটি পুলিশের সভাপতি মো. হাবিবুর রহমানে প্রমুখ। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি নরসিংদী মডেল থানার ইনচার্জ মো. সৈয়দুজ্জামান বলেন, মাদক, ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ, সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি সমাজে সর্বদাই অশান্তি সৃষ্টি করে। মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। তিনি বলেন, বাল্যবিবাহ বন্ধে সরকারের কঠোর নির্দেশনা রয়েছে। কেউ জোর করে বাল্যবিবাহের আয়োজন করলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান তিনি। পাশাপাশি সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, ইভটিজিং বন্ধে জনগণের সহায়তা কামনা করেন। তিনি সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

জমির বিরোধে হামলা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
মেয়ে সাংবাদিকদের বলেন, 'শনিবার রাত সাড়ে ৩টার দিকে এলাকার শাহাজাহান, খাইরুল্লা, বিপ্লব, ফরিদ ও তৈজুদ্দিনসহ ৬/৭ জন সশস্ত্র ব্যক্তি মুখে কালো কাপড় বেঁধে আমাদের বাড়ি এসে মা ও বাবাকে তুলে নিয়ে যায়। মারপিট করে বাড়ির পাশের একটি নারিকেলের গাছের সঙ্গে বাবাকে বেঁধে আমার আম্মাকেও ব্যাপক মারপিট শুরু করে। এ সময় হামলাকারীরা আমার মায়ের মাথার চুল কাঁচি দিয়ে কেটে দেয় এবং সিগারেটের আগুন দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছ্যাঁকা দিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

হামলাকারীরা যাওয়ার সময় বাড়িঘরে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট করে মামলা তুলে নেওয়ার হুমকি দিয়ে চলে যায় বলে ওই মেয়ে বলেন।

তাদের সঙ্গে জমিজমা আদালতে হামলাকারীদের মামলা চলছে বলেও মেয়েটি জানান।

পাবনা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গৃহবধূ (৩৫) বলেন, 'স্থানীয় শাহজাহান ও তার সহযোগীরা আমাদের বাড়ির ২৩ শতাংশ জমির দলিল জাল করে দখলের পাঁয়তারা করলে তাদের বিরুদ্ধে আদালতে পৃথক তিনটি মামলা দায়ের করা হয়। দীর্ঘ আট বছর ধরে মামলা চলে আসছে। ওই মামলায় শাহজাহান আলীসহ মারুফ হোসেন, বকুল হোসেন ও জনিকে আসামি করা হয়।'

মামলা দায়েরের পর থেকেই আসামিরা তাদের বিভিন্ন সময়ে প্রাণনাশের হুমকিসহ এর আগেও বিভিন্ন সময়ে বাড়িঘর ভাঙচুর ও হামলা করে বলে তিনি জানান।

চিকিৎসাধীন ওই গৃহবধূর স্বামী (৪৫) বলেন, 'আমি কাঁচি কারখানায় কাজ করি। আমার সামান্য জমির কাগজ জাল করে দখলের অপচেষ্টা করেছে শাহজাহান ও তার লোকজন। আদালতে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করায় একের পর এক হুমকি ধামকি দিয়ে আসছিল। তারা মামলা তুলে না নিলে প্রাণনাশের হুমকিও দিয়েছে আমাদের।'

এ ব্যাপারে পাবনা সদর থানার ওসি নাছির আহম্মেদ বলেন, 'ঘটনাটি শুনেছি, ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনার সত্যতা পেয়েছে। ওই নারী বাদী হয়ে ৫ জনের নাম উল্লেখ করে আরও ৩/৪ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে মামলা দায়ের করেছেন। আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।'

তুলির শেষ আঁচড়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
তৈরির পথচলা।

মুন্সীগঞ্জ থেকে প্রতিমা তৈরি করতে এসেছেন এই মন্দিরে। তিনি প্রতিমা তৈরি করেন প্রায় ৪৫ বছর ধরে। কানাই পাল বলেন, প্রতিমা তৈরি করা ভীষণ ধৈর্য ও মনোযোগের কাজ। যদি একবার ভুল হয়ে যায়, তাহলে আবার নতুন করে শুরু করতে হয়। একটি মণ্ডপের প্রতিমা বানাতে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় মাস সময় লাগে।

তার সঙ্গে কাজ করেন আরও চার জন কারিগর। মাসে তাদের বেতন দিতে হয় ৩০ হাজার টাকা। কাজ শেষে দেখা যায় হাতে তেমন কিছু থাকে না। বছরে একটা সময় প্রতিমা তৈরি করেন। পাশাপাশি সারা বছরই মাটির জিনিস তৈরি করেন তিনি। তবে বছরে একবার প্রতিমা তৈরি করে সংসার চলে না, তীব্র অভাবে জীবন কাটাতে হয় তাদের। তাই প্রতিমা তৈরির পেশায় আসতে চাইছেন না কানাই পালের উত্তরাধিকারীরা।

বাবার সঙ্গে কাজ করতে এসেছে শংকর পাল। তিনি বলেন, ছোটবেলা থেকেই বাবার সঙ্গে কাজ করছি আমি। তবে আমার ভাই পড়াশোনা করেছেন, এখন ব্যবসা করছেন। আমিও ভাইয়ের মতো ব্যবসা করতে চাই। শাখারিপট্টির অশোক পাল বৃষ্টির ওপর খুব বিরক্ত। বৃষ্টি এবার কাজ ব্যাহত করছে। রঙ দেওয়ার কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও শেষ করতে পারেননি। তাই ঘরের মধ্যে নইলে ছাউনিতে কাজ চলছে। প্রতিমা শুকাতে ফ্যানের বাতাস চলছে।

সময়মতো প্রতিমা না দিতে পারলে ভীষণ বকাঝকা শুনতে হয় ক্রেতাদের। কখনও কখনও হুমকিও সহ্য করতে হয় বলে জানালেন তিনি। অনেক সময় পুরো টাকাও পরিশোধ করেন না অনেকে। কেউ আবার খুশি হয়ে বখশিস দেন। চেষ্টা থাকে যেন পূজা কমিটির সময়মতোই ডেলিভারি করে ফেলা যায়। বৃষ্টি এবার বিঘ্ন ঘটিয়েছে। অশোক পাল জানালেন, অনেক সময় আগে তৈরি করে রাখা প্রতিমাও বিক্রি করে দেন। বেশ কয়েকটি পুরনো প্রতিমা দেখা গেলো। ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী রঙ ও পোশাক পাল্টে দেন শুধু। তবে অনেকেই এখন থিম ধরে কাজ করছেন। থিমভিত্তিক কাজগুলোর জন্য কমপক্ষে চারমাস আগে অর্ডার নেন অশোক পাল। এগুলোর দাম আলাদা, কাজেও প্রচুর সময় দিতে হয়।

সিআইপি সম্মাননা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
সঙ্গে। যারা সিআইপি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন–এফবিসিসিআই-এর সাবেক সভাপতি আব্দুল মাতলুব আহমাদ, বিজিএমইএ-এর সাবেক সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান, এফআইসিসিআই-এর প্রেসিডেন্ট রূপালী হক চৌধুরী, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি সেলিমা আহমাদ, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের (বিইএফ) সভাপতি সালাহউদ্দিন কাশেম খান, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি বাংলাদেশ (নাসিব)-এর সভাপতি মির্জা নুরুল গণী শোভন, আলী হোসাইন আকবর, মো. আবদুল জব্বার, আবদুর রাজ্জাক, বি এম শোয়েব, মো. সফিকুর রহমান, পারভেজ রহমান, এসএ কে একরামুজ্জামান, ফিরোজ আলম, মো. বাদশা মিয়া প্রমুখ। এর বাইরেও বৃহৎ শিল্প (সেবা) খাতের ৫ জন, মাঝারি শিল্প (উৎপাদন) খাতে ৯ জন, বৃহৎ শিল্প (উৎপাদন) খাতে সিআইপি হয়েছেন ১৫ জন, ক্ষুদ্র শিল্প (সেবা) খাতের একজন, মাইক্রো শিল্প খাতে দুই জন, কুটির শিল্প খাতে দুই জন, মাঝারি শিল্প (সেবা) খাতের ৩ জন, ক্ষুদ্র শিল্প (উৎপাদন) খাতের ৫ জন সিআইপি শিল্প হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

গণপূর্তের দুর্নীতিতে জড়িতদের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
এসব তথ্য জানানো হয়। বৈঠকে কমিটির সভাপতি রুস্তম আলী ফরাজী বলেন, চলমান প্রকল্পগুলোতে যেন দুর্নীতি না হয়, সেজন্য টেন্ডার প্রক্রিয়ায় শতভাগ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ যেন উজ্জ্বল হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। বৈঠকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের দেওয়া গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন গণপূর্ত অধিদপ্তরের ২০১১-১২ অর্থবছরের হিসাব সম্পর্কিত বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১২-১৩ এ অন্তর্ভুক্ত সাতটি অডিট আপত্তির ওপর বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা হয়। একই সঙ্গে দুইটি আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়েও সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া অনিষ্পন্ন আপত্তিগুলোর ক্ষেত্রে আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত বিধি মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া, দ্রুততার সঙ্গে ক্ষতিপূরণ আদায় এবং ভবিষ্যতে প্রাক্কলন তৈরি ও চুক্তি সম্পাদন তথা সামগ্রিক কার্য সম্পাদনে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত দেন সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

জয়পুরহাটে খাদ্য নিয়ন্ত্রকের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
এক হাজার ৯৯০ টন। নির্ধারিত কমিটির মাধ্যমে প্রতিটি চালকলের পাক্ষিক চাল উৎপাদনের ক্ষমতা অনুযায়ী চালকল মালিকদের চাল সরবরাহের বরাদ্দ দেওয়া হয়। কিন্তু সদর উপজেলায় কাগজে কলমে ২৬ চালকলে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে বেশি বরাদ্দ দেওয়ার অভিযোগ করেছেন ৭৫ চালকল মালিক। তাদের অভিযোগ, বাস্তবে উৎপাদন ক্ষমতা না বাড়লেও শুধু কাগজে-কলমে উৎপাদন ক্ষমতা বেশি দেখিয়ে আটটি অটোমেটিক, পাঁচটি সেমি অটোমেটিক ও ১৩টি হাসকিং চালকল মালিককে বেশি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। পাঁচ হাজার ৫৮৬ টন বরাদ্দের মধ্যে ২৬ চালকল মালিককে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে প্রায় চার হাজার টন। আর বাকি ৭৫ চালকল মালিকদের বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এক হাজার ৫৮৬ টন। উৎকোচ নিয়ে ওইসব চালকল মালিকদের বরাদ্দ বেশি দেওয়া হয়েছে বলে তারা দাবি করেন। এ নিয়ে বঞ্চিত ৭৫ চালকল মালিক গত ২০ আগস্ট জয়পুরহাট প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন। তাতে অভিযোগ করেন, প্রত্যেক চালকলের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রতি কেজি চালে দেড় থেকে দুই টাকা উৎকোচ নিয়েছে জেলা খাদ্য বিভাগ। এ ঘটনা জানাজানির পর জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কাছে প্রতিবাদ জানিয়ে অভিযুক্ত ২৬ চালকলের উৎপাদন ক্ষমতা তদন্তের মাধ্যমে বরাদ্দ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়। কিন্তু জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক তাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করে কালক্ষেপণ করেন এবং অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও ঐ ২৬ চালকল মালিকদের বাড়তি বরাদ্দ দেন। একইভাবে জেলা খাদ্য বিভাগের সরকারি চাল ক্রয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদে বঞ্চিত চালকল মালিকরা গত ১২ সেপ্টেম্বর জয়পুরহাট কেন্দ্রীয় মসজিদ চত্বরের প্রধান সড়কে মানববন্ধন কর্মসূচিও পালন করেন। সেখানেও তারা ঐ ২৬ চালকলের বিরুদ্ধে নীতিমালা উপেক্ষা করে চাল বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগ করেন।

কয়েকজন চালকল মালিক জানান, শুনতে পাচ্ছি, যেসব চালকল মালিক অভিযোগ করেছেন তাদের না-কি আগামীতে কোনো বরাদ্দই দেওয়া হবে না। এভাবে ভয় দেখানো হচ্ছে। সরকার প্রতি টন ধান থেকে চাল তৈরির বরাদ্দ দিচ্ছেন ৮৫০ টাকা। কিন্তু এ বিল তুলতে টেবিলে টেবিলে স্পিড ম্যানি ও ভ্যাটসহ দিতে হচ্ছে ৬৫০ টাকা। তাহলে কোটি কোটি টাকায় শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে আমরা চলব কীভাবে। উৎকোচ ছাড়া খাদ্য বিভাগে ব্যবসার কোনো ফাইল নড়ে না। পুরানাপৈল বাজারের মেসার্স খন্দকার চালকলের মালিক দেলোয়ার হোসেন অভিযোগ করেন, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মনিরুল ইসলাম অর্থের বিনিময়ে সদর উপজেলার ৭৫ চালকল মালিককে বঞ্চিত করে ২৬ জন চালকল মালিককে বিশেষ সুবিধা দিয়েছেন। সুবিধা নেওয়া ২৬ চালকলের মধ্যে বাংলাদেশ অটো মেজর এন্ড হাসকিং মিল মালিক সমিতির জয়পুরহাট জেলা শাখার সভাপতি কেএম লায়েক আলী বঞ্চিত চালকল মালিকদের অভিযোগের বিরোধিতা করে গত ৯ সেপ্টেম্বর জয়পুরহাট প্রেস ক্লাবে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখানে তিনি দাবি করেন, সরকারের বিধি মোতাবেক ক্যাপাসিটি নির্ধারণ এবং উক্ত নির্ধারিত ক্যাপাসিটি মোতাবেক বরাদ্দকৃত চালের বিভাজন হয়েছে। কাজেই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। বঞ্চিত চালকল মালিক আবুল হাসনাত সংগঠনের জেলা সভাপতি কেএম লায়েক আলীর বিষয়ে বলেন, তার চালকল আগের অবস্থানে থাকলেও তিনি ক্যাপাসিটি বাড়িয়ে বেশি বরাদ্দ নিয়েছেন। ঐ ২৬ চালকলের পাক্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা সঠিকভাবে তদন্ত করলেই অভিযোগের সত্যতা মিলবে।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মনিরুল ইসলাম সব অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, জেলার সব চালকল মালিকের সঙ্গেই তার সুসম্পর্ক আছে। শুধু সম্পর্ক গড়তে পারেননি অভিযোগকারীদের নেতৃত্ব দেওয়া হাসনাত সাহেবের সঙ্গে। নির্ধারিত কমিটির মাধ্যমে প্রতিটি চালকলের পাক্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে বরাদ্দ বিভাজন করা হয়েছে। এখানে বাড়তি সুবিধা দেওয়া বা নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। অটো চালকল মালিকদের দ্বিগুণ বরাদ্দ দেওয়ার কথা সরকারি নীতিমালায় আছে। তাদের তাই দেওয়া হয়েছে। এখানে কাউকে বঞ্চিত করা হয়নি। কমিটির মাধ্যমে গোটা জেলায় চালকলগুলোর পাক্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নতুন করে জরিপ করার জন্য উপজেলা খাদ্য অফিসগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়া গেলে বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া যাবে।

৯-৩১ অক্টোবর ইলিশ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
উপকূলীয় অঞ্চল, নদীর মোহনাসহ যেসব জেলা ও নদীতে ইলিশ পাওয়া যায় সেখানে মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকবে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, ইলিশ নিষিদ্ধের সময় যেসব জেলার জেলেরা মাছ ধরার ওপর নির্ভরশীল তাদের খাদ্য সহযোগিতা দেওয়া হবে। এ সময় মাছ পরিবহন, গুদামজাতকরণ, বাজারে বিক্রি নিষিদ্ধ থাকবে। এটা তখন বেআইনি হবে। নিষিদ্ধ সময়ে পার্শ্ববর্তী দেশের মাছ ধরার ট্রলার আমাদের সমুদ্রসীমা থেকে ইলিশ নিয়ে যায়– এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, বিদেশ থেকে বাইরের কোনো জাহাজ আসতে পারে না। আমাদের কোস্টগার্ড নেভির কর্মকর্তারা তৎপর রয়েছেন। তবে আগে আমাদের কিছু জাহাজ অন্যদের জলসীমায় চলে যেত। কারণ তখন আমাদের জলসীমা নির্দিষ্ট ছিল না। আমরাও এত শক্তিশালী ছিলাম না। এখন আমাদের জরিপ জাহাজসহ অনেক জাহাজ রয়েছে, হেলিকপ্টার রয়েছে, রাডার রয়েছে– এগুলো আমরা সবসময় ব্যবহার করি। আমাদের দেশে যখন মাছ ধরা বন্ধ থাকে তখন কোনো মাছ ধরা ট্রলার আমাদের দেশে ঢুকতে পারে না।'

চেয়ারম্যানের গরুর খামার

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)
আমরাতো নিরূপায়। সহ্য করা ছাড়া আমাদের কিছু করার নেই।'

এ বিষয়ে চেয়ারম্যান নবীদুল ইসলামের ব্যবহৃত মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে সেটি বন্ধ পাওয়া গেছে। তবে, স্থানীয়রা জানিয়েছেন চেয়ারম্যান বর্তমানে ঢাকায় অবস্থান করছেন। এ বিষয়টি অবগত করার পর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সরকার মোহাম্মদ রায়হান জানান, শিগগিরই সরজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ব্যবসায়ীর ১৬ লক্ষাধিক

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)
মেট্রোপলিটনের বাসন থানার ওসি কাওসার আহমেদ চৌধুরী জানান, ছিনতাইকারীদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান চলছে। তবে গুলির বিষয়টি তিনি নিশ্চিত নন।

বাল্যবিয়ে করায়

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)
আদালতে হাজির করা হয়। তখন বর সিয়াম ও তার মা মনোয়ারা বেগম হাজির হয়ে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেন। এ সময় বাল্যবিয়ে নিরোধ আইনে বর সিয়াম মুন্নার এক লাখ টাকা ও তার মা মনোয়ারা বেগমের ৫০ হাজার টাকা এবং আটক বরযাত্রী সাতজনের প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। প্রত্যেকে নিজ নিজ জরিমানার অর্থ জমা দিয়ে মুক্তি পান।

হারিয়েছে

আমার দাখিল রোল নং-২০৮১৯৬ পাশের সন ২০০৪ ও আলিম রোল নং-১৩৬৪৫৭, পাশের সন ২০০৬, মাদ্রাসা বোর্ড মূল সনদ এবং বি.এস.এস. (অনার্স) রোল নং-৯১৫৩৮৪৪, সেশন: ২০০৭-২০০৮, পাশের সন- ২০১১ ও এম.এস.এস. রেজিঃ নং-১১৩২১০৯১৫০৩, সেশন: ২০১১-২০১২, পাশের সন- ২০১২, সমাজকর্ম বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এর সাময়িক সনদপত্র হারিয়েছে। এ ব্যাপারে মোহাম্মদপুর থানার জিডি নং-২২৬৫, তারিখ: ২৮/০৯/২০১৯ ইং।

—ফজলুর রহমান

দৈনিক পাঞ্জেরী
অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ The Daily Panjeree

রেজিঃ ডিএ ১৮৭৮ ■ বর্ষ ৮ ■ সংখ্যা ১৮২ ■ ঢাকা সোমবার ■ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ■ ১৫ আশ্বিন ১৪২৬ বাংলা ■ ৩০ মহররম ১৪৪১ হিজরি ■ পৃষ্ঠা ৮ ■ মূল্য ৪ টাকা

গ্রাম আদালত সক্রিয় করতে মতবিনিময় সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
দেশের গ্রাম আদালতগুলোকে সক্রিয় করার বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম। তিনি বলেছেন, গ্রাম আদালতকে সক্রিয় করার মাধ্যমে জনগণের ন্যায়বিচারপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত এবং আদালতে মামলার জট কমাতে সরকার বদ্ধপরিকর। রোববার রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের বলরুমে নেতৃস্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে 'গ্রাম আদালত বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। এলজিআরডি মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীও বিভিন্ন সময়ে গ্রাম আদালতের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দিয়েছেন। বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

মৌলভীবাজারে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের অভিযান

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি ▸
মৌলভীবাজারের সদর উপজেলার পশ্চিমবাজার, কুলরুতউল্ল্যা রোড ও তার আশে পাশের এলাকার বিভিন্ন স্থানে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে ৩টি প্রতিষ্ঠানকে ১১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। রোববার ভোক্তা অধিকার আইনের বিভিন্ন ধারায় এ জরিমানা করা হয়। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আল-আমিন এর নেতৃত্বে অভিযানে সহযোগিতা করেন সদর মডেল থানার পুলিশ ফোর্স। অভিযানকালে পশ্চিমবাজারে অবস্থিত সুলতান ট্রেডাসকে ৩ হাজার টাকা, কুলরুত উল্ল্যা রোডে অবস্থিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

মৌলভীবাজারের সদর উপজেলার পশ্চিমবাজার, কুলরুত উল্ল্যা রোড ও তার আশপাশের এলাকার বিভিন্ন স্থানে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে ৩টি প্রতিষ্ঠানকে ১১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। রোববার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আল-আমিন এর নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালনা করা হয় —পাঞ্জেরী

৯২ হাজার কারাবন্দির জন্য চিকিৎসক মাত্র ৯ জন!

বিশেষ প্রতিবেদক ▸
রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশের ১৩টি কেন্দ্রীয় ও ৫৫টি জেলা কারাগারসহ মোট ৬৮টি কারাগারে অসুস্থ বন্দিরা ন্যূনতম চিকিৎসাসেবা পাচ্ছেন না। এসব কারাগারে বন্দি ধারণক্ষমতা ৩৬ হাজার ৭১৪। তবে সর্বশেষ (২৯ সেপ্টেম্বর) পরিসংখ্যান অনুযায়ী বন্দির সংখ্যা ৯২ হাজারেরও বেশি।
অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, এত বিপুলসংখ্যক হাজতি ও কয়েদির চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য চিকিৎসক মাত্র নয়জন অর্থাৎ প্রতি ১০ হাজার বন্দিকে চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক মাত্র একজন।
কারা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বন্দিদের মধ্যে অনেকেই হৃদরোগ, কিডনি ও উচ্চ রক্তচাপসহ বিভিন্ন অসংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত। অধিকাংশ কারাগারে চার-পাঁচগুণ বেশি বন্দি অবস্থান করায় প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছে। এতে বন্দিদের যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন কারা কর্মকর্তারা।
কারা অধিদপ্তরের আইজি প্রিজন (ভারপ্রাপ্ত) ওবায়দুর রহমান জানান, কারাবন্দিদের চিকিৎসাসেবার জন্য ৬৮ কারাগারের কারা হাসপাতালের জন্য মোট ১৪১টি পদ (সহকারী সার্জন ৭০, নারী সহকারী সার্জন ১২, প্যাথলজিস্ট ১২, মেডিকেল অফিসার ১১, তত্ত্বাবধায়ক হাসপাতাল ১, সিনিয়র কনসালট্যান্ট ২, জুনিয়র কনসালট্যান্ট ১০, আবাসিক চিকিৎসক ৫, রেজিস্ট্রার ১, সহকারী রেজিস্ট্রার ১, রেডিওলজিস্ট ১, অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ১, মেট্রন হাসপাতাল ১, মনোবিজ্ঞানী ১ ও ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ১২ জন) পদ সৃষ্টি করা হলেও এসব অনুমোদিত পদের বিপরীতে বর্তমানে মাত্র আটজন সহকারী সার্জন ও একজন জুনিয়র কনসালট্যান্ট কর্মরত।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চলতি বছরের ৯ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষাসেবা বিভাগের সচিব ফরিদ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী দেশের ৬৮ কারাগারে চিকিৎসকসহ জনবল সংকটের কথা জানিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. আসাদুল ইসলামের কাছে চিঠি লেখেন। কিন্তু নয় মাস পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত কারাগারে চিকিৎসক পদায়ন হয়নি।
ওই চিঠিতে বলা হয়, গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এর ২০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে তত্ত্বাবধায়ক ১, ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

সৌদি আরবে পর্যটন ভিসা পাবে না বাংলাদেশিরা

ডেস্ক রিপোর্ট ▸
তেল নির্ভর অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে পর্যটন ভিসা চালু করেছে সৌদি আরব। তবে সৌদি আরব পর্যটন ভিসা চালু করলেও সে সুবিধা পাচ্ছে না বাংলাদেশ। গত শুক্রবার সৌদি কমিশন ফর ট্যুরিজম এন্ড হেরিটেজের চেয়ারম্যান আহমেদ আল খাতিব রিয়াদের আল-দিরিয়াহ শহরে এক অনুষ্ঠানে এই ভিসার কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। যে ৪৯টি দেশের নাগরিকদের জন্য এ ভিসা চালু করা হয়েছে সে তালিকায় নেই বাংলাদেশের নাম।
সৌদি আরবের পর্যটন ভিসার জন্য যে ৪৯টি দেশের নাগরিক আবেদন করতে পারবে সে দেশগুলো হলো- যুক্তরাষ্ট্র, ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিমানের কাছে বকেয়া পাওনার সোয়া ৩ গুণ দাবি বিপিসির

চট্টগ্রাম ব্যুরো ▸
রাষ্ট্রায়ত্ত উড়োজাহাজ সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস ফ্লাইট পরিচালনার জন্য পদ্মা অয়েল থেকে জেট ফুয়েল কেনে। কিন্তু নিয়মিত পাওনা পরিশোধ করতে না পারায় বকেয়া পাওনা বাড়ছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) সর্বশেষ হিসাবে এ পাওনা ছয় হাজার ৪৫২ কোটি টাকা। অন্যদিকে পদ্মা অয়েলের হিসাবে পাওনা দুই হাজার ৬৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রকৃত পাওনার চেয়ে প্রায় সোয়া তিনগুণ বেশি বকেয়া পাওনার দাবি বিপিসি'র! যদিও উভয়ের হিসাব একটা হওয়ার কথা। আর বিপিসি'র হিসাব প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন সংশ্লিষ্টরা।
বিপিসির সূত্রমতে, বিমান জেট ফুয়েলের বড় গ্রাহক। বিপিসির সর্বশেষ (চলতি বছরের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত হিসাব) এমআইএস প্রতিবেদনে এ পাওনা দেখানো হয়েছে ছয় হাজার ৪৫২ কোটি টাকা। আর গত বছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর এমআইএস প্রতিবেদনে এ পাওনা দেখানো হয় পাঁচ হাজার ৯৮৭ কোটি ৮০ লাখ টাকা। অর্থাৎ ৯ মাসের ব্যবধানে বকেয়া পাওনা বেড়েছে ৪৬৫ কোটি টাকা। বকেয়া পরিশোধে বিমানকে বারবার তাগাদা দিয়ে সাড়া পাচ্ছে না বিপিসি। তাই পাওনা পরিশোধের জন্য জ্বালানি বিভাগ এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একাধিকবার বৈঠক ও চিঠি চালাচালি হয়েছে। তবে পাওনা পরিশোধে নিশ্চয়তা মেলেনি।
এদিকে দেশে জেট ফুয়েলের বিপণনকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান পদ্মা অয়েল লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির আগস্ট মাস শেষে বকেয়া হিসাব থেকে জানা যায় বিমানের কাছে সুদাসলসহ মোট বকেয়া পাওনার পরিমাণ ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

সামরিক শক্তিতে ১১ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ

ডেস্ক রিপোর্ট ▸
সামরিক শক্তির দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের ৪৫তম শক্তিশালী দেশ। ২০১৯ সালে বিশ্বের ১৩৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের এই অবস্থানে কথা জানাচ্ছে গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার নামের একটি জরিপকারী প্রতিষ্ঠান। এক বছরের ব্যবধানে ১১টি দেশকে পিছনে ফেলেছে বাংলাদেশ। ২০১৮ সালে ব্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ছিলো ৫৬তম। এই ব্যাংকিংয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সামরিক শক্তির দেশ যুক্তরাষ্ট্র, দ্বিতীয় রাশিয়া ও তৃতীয় চীন।
৫৫টি মাপকাঠির ভিত্তিতে এই সামরিক শক্তিমত্তার সূচকে স্কোর দেওয়া হয়েছে। ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

চুনারুঘাটে সীমান্তে অর্ধকোটি টাকার ভারতীয় চা পাতা ও টায়ার আটক

নুর উদ্দিন সুমন, হবিগঞ্জ প্রতিনিধি ▸
হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার সীমান্ত এলাকায় খোয়াই নদী দিয়ে চোরাই পথে ভারত থেকে নিয়ে আসা প্রায় অর্ধকোটি টাকার ভারতীয় চা পাতা ও টায়ার আটি করছে স্থানীয় জনতা। এ সময় জনতার ধাওয়া খেয়ে চোরাকারবারিরা পালিয়ে গেলে বেশকিছু চা-পাতা ও টায়ার জনসাধারণ কুড়িয়ে নিয়ে যায়। গত ২৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকাল ৭টায় এ ঘটনাটি ঘটে। জানা যায়, চুনারুঘাট উপজেলার বনর্গাও কোটবাড়ী গোদারাঘাট এলাকা দিয়ে ভারতীয় চা পাতা এবং গাড়ির টায়ার প্রবেশ করার সময় স্থানীয় জনতা দেখে হৈচৈ শুরু করে। পরে বিজিবি বাল্লা বিওপির সুবেদার হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে জওয়ানরা খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে ৫ হাজার ২৩০ কেজি চা-পাতা ও ৪৯টি টায়ার জব্দ করেন। এ বিষয়ে আহম্মদাবাদ ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আব্দুল লতিফ জানান, শুক্রবার ভোরে এই বিপুল পরিমাণ চোরাইমাল নদীতে ভাসিয়ে আনার দৃশ্য দেখে বিজিবিসহ স্থানীয় প্রশাসনকে অবগত করেন। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন রহস্যজনিত কারণে তাৎক্ষণিক কোন ভূমিকা না রাখায় তিনি নিজেই স্থানীয় লোকজনকে খবর দিয়ে মালামালগুলো আটক করেন। তিনি আরও জানান, এ সময় চারপাশ থেকে ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

সাড়ে ৩৭ লাখ টাকার পর্দা দুর্নীতি অনুসন্ধানে দুদক

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সাড়ে ৩৭ লাখ টাকা দামে এক সেট পর্দা কেনার ঘটনা অনুসন্ধানে মাঠে নেমেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। রোববার দুদক সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
দুদক সূত্র আরও জানিয়েছে, কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের উপসহকারী পরিচালক সহিদুর রহমানকে অনুসন্ধানের কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

বই কিনতে জাহাজ কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি আগেই ব্যয় ২ কোটি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
বই কেনার জন্য খুলনা শিপইয়ার্ডকে অগ্রীম দুই কোটি টাকা দিয়েছে গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বশেমুরবিপ্রবি)। ২০১৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে এই টাকা প্রদান করা হয় বলে জানিয়েছেন তৎকালীন প্রকল্প পরিচালক মো. আব্দুল কুদ্দুস মিয়া। তাঁর সাক্ষরিত চেকটিতে দেখা যায়, খুলনা শিপইয়ার্ডকে বই কেনার জন্য অগ্রীম এই টাকা প্রদান করা হয়েছে। জাহাজ কেনার প্রতিষ্ঠানকে কেনো বই কেনার দায়িত্ব দেয়া হলো এমন প্রশ্নের জবাবে কুদ্দুস মিয়া জানান, 'সরকারি ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

শিক্ষা বোর্ডগুলোতে ১৬৭ কোটি টাকার অনিয়ম

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
দেশের আটটি শিক্ষা বোর্ডে ৩৩ ধরনের আর্থিক অনিয়ম চলছে। যে কাজের জন্য তারা বছরে অন্তত ছয়টি বোনাস নেন, সেই কাজের জন্য আবার সম্মানীও নেন।
এছাড়া বিভিন্ন ধরনের কেনাকাটা, কেনাকাটার অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারের ট্যাক্স ও ভ্যাট ফাঁকি দেয়া হচ্ছে। বোর্ডগুলোতে আয়ের সঙ্গে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট হিসাবেও রয়েছে গড়মিল। দেখানো আয় ব্যাংক হিসাবে জমা না পড়ার ঘটনাও চিহ্নিত হয়েছে। সম্প্রতি স্থানীয় সরকার ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর গত দুই মাস ধরে দেশের আটটি শিক্ষা বোর্ডে সরেজমিন নিরীক্ষা করে। এরপর এ সংক্রান্ত বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন পাঠিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বোর্ডগুলোতে সবমিলিয়ে ১৬৭ কোটি টাকার অনিয়ম পাওয়া গেছে। ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে আটটি শিক্ষা বোর্ডে এসব অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।
প্রতি বছরের মতো ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে দেশের আটটি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বোর্ডের বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়েছে। এতে ৩৩ ধরনের অনিয়ম ও অর্থ অপচয়ের তথ্য উঠে এসেছে।
তার মধ্যে রয়েছে- প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ডের চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ সেক্রেটারি শরীফ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান হিসেবে মুফতী ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া সাধারণ সম্পাদক পদে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন মো. আবদুল্লাহ শরীফ। তারা ২০১৯-২৩ মেয়াদে দায়িত্ব পালন করবেন।
রোববার সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ডের জেনারেল সেক্রেটারিয়েটে সকাল ১০টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বোর্ডের ২১টি সদস্যব্যাংক ও ১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, শরীয়াহ সুপারভাইজরি কমিটি এবং ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছেন মাধবদীবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করছেন নরসিংদী জেলার মাধবদীবাসী। গ্রাহকদের সন্তুষ্টি অর্জনে শতভাগ সফলতা অর্জন করতে যাচ্ছে নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১। যার সদর দপ্তর নরসিংদীর মাধবদীতে অবস্থিত। নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর আওতাধীন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা মাধবদী জোনাল অফিস। বাংলাদেশের কাপড় ব্যবসায়ীদের কাছে

ডিজিএম মো. মহিউদ্দিন মোশাহেদুল্লাহ

সুপরিচিত একটি এলাকা বাবুরহাট। এই প্রসিদ্ধ বাবুরহাট এলাকাটি মাধবদীতে অবস্থিত। এখানে আমানত শাহ লুঙ্গী, পাকিজা প্রিন্ট শাড়ি, মোশাররফ স্পিনিং মিলসহ বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এছাড়া মাঝারি এবং অসংখ্য ছোট বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে। যা সম্ভব হয়েছে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কল্যাণে।
মাধবদী জোনাল অফিসের আওতায় ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

নামাজের সময়সূচি

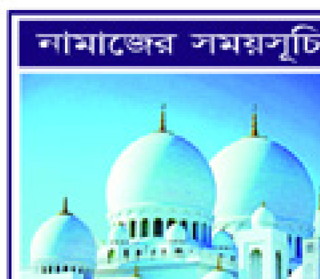

ওয়াক্ত	ওয়াক্ত শুরু	জামাত
ফজর	৪-৩৬	০৫-২৫
জোহর	১১-৫২	০১-১৫
আছর	০৪-১৯	০৪-৩০
মাগরিব	০৫-৫৩	০৫-৫৭
এশা	০৭-০৫	০৭-৪৫

সূত্র : ইসলামিক ফাউন্ডেশন

টক অব দা টাউন

চাহিদা বেড়েছে সিন্দুকের

বিশেষ প্রতিবেদক ▸
আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অব্যাহত অভিযানে রাজধানীর বিভিন্ন ক্লাব, বার ও বাসা-বাড়িতে সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে লকার বা সিন্দুকের। এসবের ভেতরে মিলছে কোটি কোটি নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার ও আগ্নেয়াস্ত্র। এ পটভূমিতে সিন্দুক প্রস্তুতকারী ও বিক্রেতারা বলছেন, একসময় কেবল সোনা ব্যবসায়ীদের মধ্যে সিন্দুক-লকার ব্যবহারের প্রচলন ছিল; এখন বাসা-বাড়িতেও এর চাহিদা বেড়েছে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কেবল রাজধানীর ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

ঘুম নেই প্রতিমা তৈরির কারিগরদের। শেষ মুহূর্তে প্রতিমায় রঙ-তুলিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পী। ছবিটি রোববার চট্টগ্রাম নগরীর সদরঘাট কালিবাড়ী থেকে তোলা হয়েছে —পাঞ্জেরী

তুলির শেষ আঁচড় দিতে ব্যস্ত প্রতিমাশিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
ধূপ-ধুনোর ঘ্রাণ আর ঢাকের তালে তালে ৪ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। ঘোড়ায় চড়ে কৈলাস থেকে দেবী দুর্গা আসছেন মর্ত্যলোকে। আর মাত্র কয়েকটা দিন। চারপাশে তাই সাজসাজ রব। শনিবারই মহালয়ার ভোগ প্রদানের মধ্য দিয়ে দেবীর আগমনী বার্তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সবাইকে।
এ সময় সবচেয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন প্রতিমাশিল্পীরা। বাড়ি-বাড়ি বা পাড়ায়-পাড়ায় যে পূজামণ্ডপ সেজে উঠবে, তার মধ্যমণিকে সাজিয়ে তুলতেই কারিগরদের এত ব্যস্ততা।
রাজধানীর রায়েরবাজার, নিমতলা, শাখারিপট্টির প্রতিমা কারিগরদের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেলো ব্যস্ততা। তুলির শেষ আঁচড় দিতে ব্যস্ত কারিগররা। দেবীর আবির্ভাব শরৎকালে হলেও প্রতিমা কারিগরদের কাজ শুরু হয় সেই বৈশাখের শুরু থেকেই। বর্ষাকালে বাড়ে কাজের তোড়জোর। বর্ষায় নরম মাটি সংগ্রহ করে রাখেন পালশিল্পীরা।
এই মুহূর্তে শুধু চক্ষুদান ও পোশাক ও অলংকার পরানোর কাজ বাকি আছে মাত্র। কোথাও কোথাও অবশ্য রঙের কাজও বাকি আছে। শরতের বৃষ্টি কাজে বেশ বাগড়া দিচ্ছে বলে জানালেন রায়েরবাজার নিমতলা মন্দিরের কানাই পাল। ছোটবেলায় বাবার হাত ধরে তুলির আঁচড়ে দেবীকে সাজানোর মধ্যে দিয়ে শুরু হয় তার প্রতিমা ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

সিআইপি সম্মাননা পাচ্ছেন ৪৮ ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
সরকার ৪৮ জন ব্যবসায়ীকে 'বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ' ব্যক্তি হিসেবে (সিআইপি-শিল্প) নির্বাচিত করেছে। দেশের অর্থনীতিতে অবদানের জন্য বিশেষ করে বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপন, পণ্য, উৎপাদন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য 'সিআইপি (শিল্প) নির্বাচন নীতিমালা-২০১৪' অনুযায়ী, ২০১৭ সালের জন্য ৯ ক্যাটাগরিতে এই ৪৮ জন ব্যবসায়ীকে সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে। শিল্প মন্ত্রণালয় সম্প্রতি এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।
নির্বাচিত এই সিআইপিরা এক বছরের জন্য পরিচয়পত্র পাবেন। যা দিয়ে বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিতে পারবেন। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পাবেন। সিআইপিরা কার্ড পাওয়ার পর থেকে এক বছরের জন্য ব্যবসাসংক্রান্ত ভ্রমণের সময় বিমান, রেলপথ, সড়ক ও জলপথে সরকারি যানবাহনে আসন সংরক্ষণের অগ্রাধিকার পাবেন। বিমানবন্দরে ভিআইপি লাউঞ্জ-২ ব্যবহারের সুবিধা এবং সচিবালয়ে প্রবেশের পাস পাবেন তারা। সহজে ভিসা পাওয়ার জন্য তাদের অনুকূলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট দূতাবাসকে 'লেটার অব ইন্ট্রোডাকশন' দেবে। সরকারি হাসপাতালে স্ত্রী, সন্তান ও নিজের চিকিৎসা সেবা গ্রহণে অগ্রাধিকার পাবেন। এছাড়া সরকার শিল্পবিষয়ক নীতিনির্ধারণী কোনো কমিটিতে সিআইপিদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে। এ ছাড়া বিদেশে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বৈঠকের সুযোগ পাবেন সরকারি নীতিনির্ধারকদের ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

নরসিংদী পৌরসভার খাটেহারা ঈদগাহ্ মাঠে আয়োজিত অপরাধ প্রতিরোধে কমিউনিটি পুলিশের মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নরসিংদী মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ মো. সৈয়দুজ্জামান —পাঞ্জেরী

নরসিংদীতে কমিউনিটি পুলিশের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি ▸
নরসিংদীতে অপরাধ প্রতিরোধে কমিউনিটি পুলিশের এক মতবিনিময় সভা নরসিংদী পৌরসভার খাটেহারা ঈদগাহ্ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এ মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নরসিংদী মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ মো. সৈয়দুজ্জামান। নরসিংদী পৌরসভার বিশিষ্ট সমাজসেবক আলহাজ্ব জনাব আলীর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- নরসিংদী পৌর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মো. বেল্লাল হোসেন, নরসিংদী পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ড ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

দৃষ্টিপাত

জমির বিরোধে হামলা গৃহবধূর চুল কর্তন

পাবনা প্রতিনিধি ▸
পাবনায় 'জমির মামলা তুলে না নেওয়ায়' এক গৃহবধূর মাথার চুল কাটা, স্বামীসহ তাকে গাছে বেঁধে মারধর ও সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে।
সদর উপজেলার দোগাছি ইউনিয়নের মাদারবাড়িয়া গ্রামে শনিবার শেষ রাতের দিকে এই ঘটনা ঘটে।
আহত এই দম্পতিকে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। নির্যাতনের শিকার ঐ দম্পতির ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

গণপূর্তের দুর্নীতিতে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
চলমান প্রকল্পে যাতে দুর্নীতি না হয়, সেজন্য সতর্ক থাকতে পরামর্শ দিয়েছে জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি। একইসঙ্গে গণপূর্ত অধিদপ্তরের ২০১১-১২ অর্থবছরের আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কমিটি।
রোববার জাতীয় সংসদ ভবনের ক্যাবিনেট কক্ষে অনুষ্ঠিত সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১২তম বৈঠকে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের গণসংযোগ শাখার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জয়পুরহাটে খাদ্য নিয়ন্ত্রকের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ

জয়পুরহাট প্রতিনিধি ▸
চলতি বোরো মৌসুমে সরকারিভাবে চাল ক্রয়ে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে জয়পুরহাট জেলা খাদ্য বিভাগের বিরুদ্ধে। নীতিমালা উপেক্ষা করে মোটা অংকের উৎকোচ নিয়ে সদর উপজেলার ২৬ চালকল মালিককে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার অভিযোগ করেছেন ৭৫ চালকল মালিক। তাদের দাবি, কাগজে-কলমে চাল উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়িয়ে তাদের অধিক পরিমাণ চাল সর্বরাহের বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এতে ন্যায্য অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছেন। এ অবস্থায় তদন্তের মাধ্যমে বরাদ্দ বিভাজনের দাবিতে ইতিপূর্বে তারা সংবাদ সম্মেলন এবং মানববন্ধন কর্মসূচিও পালন করেছেন।
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অফিস সূত্রে জানা গেছে, জেলায় চালকলের সংখ্যা ৫২৬টি। এর মধ্যে অটোমেটিক চালকল ২০টি, সেমি অটোমেটিক সাতটি এবং বাকিগুলো হাসকিং। চলতি বোরো মৌসুমে জেলায় সরকারিভাবে চাল ক্রয়ের বরাদ্দ হয় ২১ হাজার ৪১৮ টন। যার মধ্যে সদরে পাঁচ হাজার ৫৮৬ টন, পাঁচবিবিতে পাঁচ হাজার ৯০, কালাইয়ে চার হাজার ৫৩১, ক্ষেতলালে চার হাজার ৪৯ এবং আক্কেলপুরে ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

৯-৩১ অক্টোবর ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
আগামী মাস অক্টোবরের ৯ থেকে ৩১ তারিখ পর্যন্ত মোট ২২ দিন ডিম পাড়ার প্রধান সময় হওয়ায় এই সময়ে ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ করতে যাচ্ছে সরকার। রোববার সচিবালয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী আশরাফ আলী খান।
তিনি বলেন, এ সময়টায় মা ইলিশ ডিম পাড়ে। যদিও সারা বছর পাড়ে তবে এ সময়ে ডিম পাড়ে ৮০ শতাংশ ইলিশ। আর এই ডিম পাড়ে মূলত মিঠা পানিতে। তাই আশ্বিনের পূর্ণিমার চার দিন আগে এবং পূর্ণিমার পর ১৮ দিন মোট ২২ দিন দেশের ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রকাশক ও সম্পাদক : মো. নুরুল ইসলাম তালুকদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা, নির্বাহী সম্পাদক : তালুকদার রুমী, প্রকাশক কর্তৃক মনিরামপুর প্রিন্টিং প্রেস ৭৬/এ, নয়াপল্টন, থানা: পল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত এবং ৮৫/১, নয়াপল্টন (৫ম তলা), থানা: পল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে প্রকাশিত। সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ৮৫/১, নয়া পল্টন (৫ম তলা), ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৩৫৯১৪৬, ৯৩৬০০২৪, মোবাইল : ০১৭১২-৬৩১১৩২, ০১৭১৫-৭৯২৫০২, ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৩৫৫০০৪, E-mail : panjereep@gmail.com, panjereep@yahoo.com